সিগমা ফোর্স

দ্য জুডাস স্ক্রোল

জেমস রলিন্স

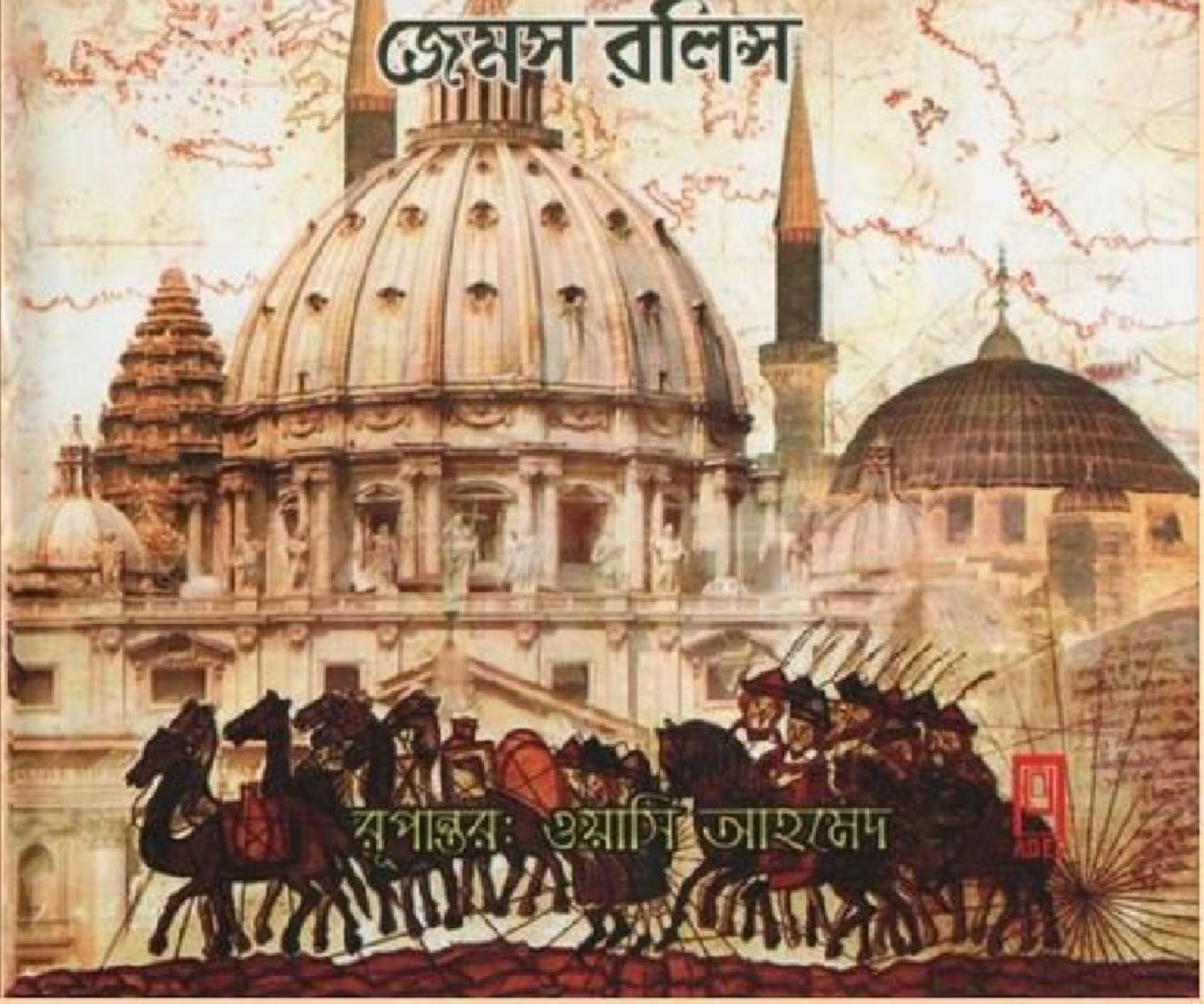

রূপান্তর: ওয়াসি আহমেদ

ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ক্রিসমাস আইল্যান্ডসহ সংশ্লিষ্ট সাগরে ছড়িয়ে পড়ছে এক অদ্ভুত রোগ। জলজ প্রাণির পাশাপাশি আক্রান্ত হচ্ছে দ্বীপবাসীরাও। তদন্ত করতে পাঠানো হলো ছায়ার আড়ালে থেকে কাজ করা সিগমা ফোর্সের সদস্য ড. লিসা কামিংস আর মঙ্ক কক্কালিসকে। ভয়াবহ পেন্টাগনকে সামলানোর জন্য হাসপাতালে পরিণত করা বিলাসী এক জাহাজকে আস্তানা বানাল ওরা। কিন্তু জলদস্যুদের আচমকা আক্রমণে প্রাণ বাঁচানো হাসপাতাল রূপ নিল প্রাণঘাতি জৈব-রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির ল্যাবে! গবেষণা করতে এসে নিজেদের জীবন নিয়েই টানাটানি লেগে গেল, অপহরণ করা হলো তাদের। এদিকে এক আকস্মিক মোটর সাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হয়ে সিগমা কমান্ডার গ্রেসন পিয়ার্সের ঘাড়ে চেপে বসল দুর্ধর্ষ গিল্ড এজেন্ট শেইচান। আকস্মিক উপস্থিতির চেয়েও বেশী অদ্ভুত তার আকুতি। সে চায় গ্রে-কে সাথে নিয়ে আসন্ন দুর্যোগের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে। এদিকে গ্রে-র কাঁধে চেপে বসছে বাবা-মার নিরাপত্তার ভয়, সেই সাথে মাথায় ঝুলে আছে গ্রেফতারি পরোয়ানা। গোটা দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে চলেছে বিধ্বংসী এক ভাইরাস *'দ্য জুডাস স্ট্রেইন'!* এই জীবনঘাতী ভাইরাসকে হাতের মুঠোয় আনতে আস্তে আস্তে জাল গুটিয়ে আনছে সিগমার চিরশত্রু, রহস্যময় গুপ্তসংগঠন- *দ্য গিল্ড*।

এসব কিছুর সাথে ভাইরাসে আক্রান্ত মেরিন বায়োলজিস্ট সুজান টিউনিসের কি সম্পর্ক?

সত্যিই কি আছে চির রহস্যময় ফেরেশতাদের ভাষা, দ্য অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের অস্তিত্ব?

আসন্ন মহাপ্রলয় থেকে কে রক্ষা করবে পৃথিবীকে?

সব রহস্যের জড় লুকিয়ে আছে কম্বোডিয়ায় এক ভাঙা মন্দিরের গুহায়। তবে সেই রহস্য উন্মোচন করতে হলে ফিরে যেতে হবে সুদূর অতীতে, ১২৯৫ সালে বিখ্যাত অভিযাত্রী মার্কো পোলোর সাথে তার ভেনিসে প্রত্যাবর্তনের অভিযানে।

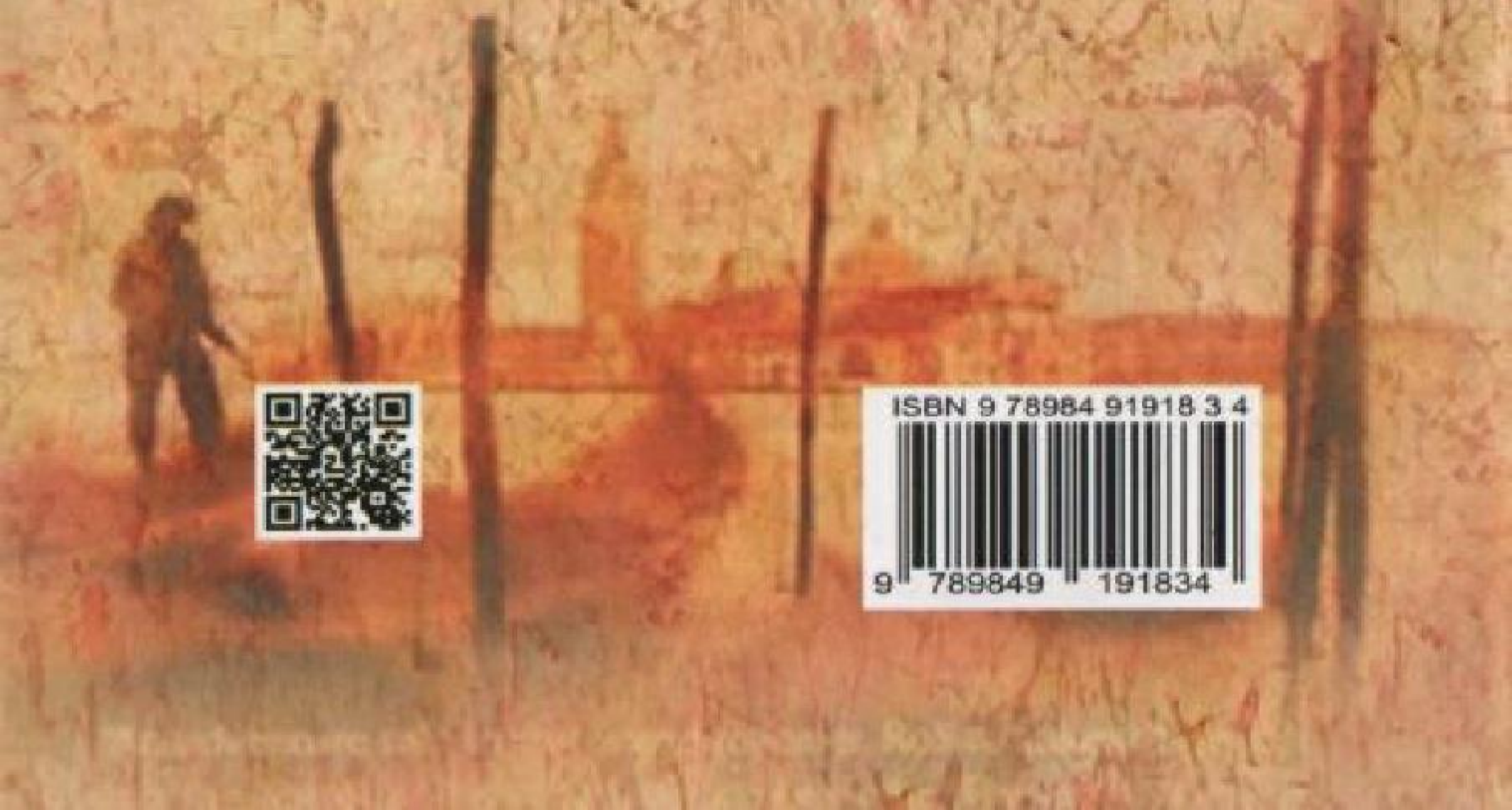

ISBN 9 78984 91918 3 4
9 789849 191834

সিগমা ফোর্স সিরিজের চতুর্থ বই

দ্য জুডাস স্ট্রেইন

Σ

জেমস রলিন্স

রূপান্তরঃ ওয়াসি আহমেদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

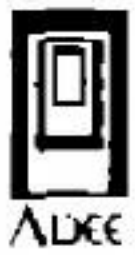

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার , ৩য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন : 01626282827
প্রকাশকাল : অগাস্ট ২০১৬
© অনুবাদক
প্রচ্ছদ ফুয়াদ, তিথি, অনিক
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee
মূল্য : ৪৬০ টাকা

The Judas Strain By James Rollins
Translated By Wasee Ahmed
Published by Adee Prokashon
Islamia Tower , Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price 460 Tk. U.S. 20 $ only
ISBN 978 984 91918 3 4

ভূমিকা

জেমস রলিন্সের কথা নতুন করে কিছু বলার নেই। সিগমা ফোর্স সিরিজের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে পাঠকদের মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। সিরিজের চার নম্বর বই হিসেবে দ্য জুডাস স্ট্রেইন – ইতিহাস, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পুরাণ, বৈজ্ঞানিক তথ্য, ভৌগোলিক বিবরণের মিশেলে অনবদ্য এক উপাখ্যান। টানটান উত্তেজনা আর শ্বাসরুদ্ধকর গতি পাঠককে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে বাধ্য।

ঢাউস আকৃতির বইটা অনুবাদ করতে গিয়ে চেষ্টা করেছি, যথাসম্ভব বাহুল্য বর্জন করে নিজের মতো গুছিয়ে নেয়ার। বিষয়গত দিক থেকে বইটা তুলনামূলক কঠিন বলা যায়। পাঠকের সুবিধার্থে শেষে নির্ঘণ্ট সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই, ফুয়াদ ভাইকে। সাজিদ ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া থেকে শুরু করে বইয়ের শেষ অক্ষর পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখায় তার অবদান রয়েছে। অনুবাদের পুরো সময়ই তাকে নানাভাবে যন্ত্রনা দিয়েছি। নিজের হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও, তিনি কখনও না বলেননি। হাসিমুখে সব কাজে সাহায্য করেছেন।

আবিদ ফয়সালের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশাল কলেবরের বইটায় হাত দিয়ে শুরু থেকেই কিছুটা ভয়ে ছিলাম। আমি অলস প্রকৃতির মানুষ, কাজ শেষ হবে তো? প্রথম থেকেই আমাকে সাহস জুগিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে আবিদ। ওর কারণেই নির্ধারিত সময়ের ভেতর কাজটা শেষ করতে পেরেছিলাম।

সাজিদ ভাইকে ধন্যবাদ বইটি প্রকাশের জন্য। হাসিখুশি এই মানুষটি তরুণ লেখক/অনুবাদকদের জায়গা করে দিচ্ছেন। বাস্তবায়ন করছেন অনেকের স্বপ্ন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

প্রথম বই হিসেবে ভুলত্রুটি কিছুটা থাকতে পারে, সেজন্যে আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। পাঠক বইটি পড়ে আনন্দ পেলে, তাতেই আমার আনন্দ, স্বার্থকতা।

ওয়াসি আহমেদ
ঢাকা।

কৃষ্ণসাগর পেরিয়ে কাফফা শহরে ছড়িয়ে পড়ল মহামারী। ইতালির জেনোয়াবাসী নাগরিক, বণিক ও ব্যবসায়ীদের মাঝে রোগের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল মঙ্গোলীয় টারটারেরা। মঙ্গোল সৈন্যদের শরীরে বিষফোঁড়া আর রক্তাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি করে জাঁকিয়ে বসেছিল প্লেগ। বিদ্বেষের তাড়নায় মঙ্গোলিয় প্রভুরা, রোগাক্রান্ত মৃতদের যন্ত্রের সাহায্যে জেনোয়াদের প্রাচীরের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে মারত। এভাবেই মৃতদেহ আর জঞ্জালের ঘাড়ে চেপে অসুখটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৩৪৭ সালে, বারোটা নৌকায় করে জেনোয়ার অধিবাসীরা ইতালি ফিরে যেতে সক্ষম হয়। মেসিনা বন্দরে গিয়ে পৌঁছায় তারা। আর সেই সঙ্গে আমাদের উপকূলে বয়ে আনে ব্ল্যাক ডেথ।

- ডিউক এম. জিওভান্নি (১৩৫৬), রেইনহোল্ড সেবাস্তিয়ান অনূদিত, গ্রন্থ-ইল অ্যাপোক্যালিক্স (মিলান: এ. মোনদাদুরি, ১৯২৪), ৩৪-৩৫

মধ্যযুগে চীনের গোবি মরুভূমি থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল বিউবোনিক প্লেগ, বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল নির্মমভাবে। রোগটা কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা এখনও অজানা। এমনকি গত শতাব্দীতে এশিয়া জুড়ে কেন এতরকম প্লেগ আর ইনফ্লুয়েঞ্জা–SARS, এভিয়ান ফ্লু–এর প্রকোপ দেখা দিয়েছিল, সেটাও কারো জানা নেই। তবে একটা বিষয় সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়:

বিশ্বব্যাপী আবার কোনও মহামারী ছড়াতে শুরু করলে, তার উৎপত্তি হবে এই প্রাচ্যেই!

- ইউনাইটেড স্টেটস সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশান, কম্পেন্ডিয়াম ফর ইনফেকশাস ডিজিজেস, মে ২০০৬।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

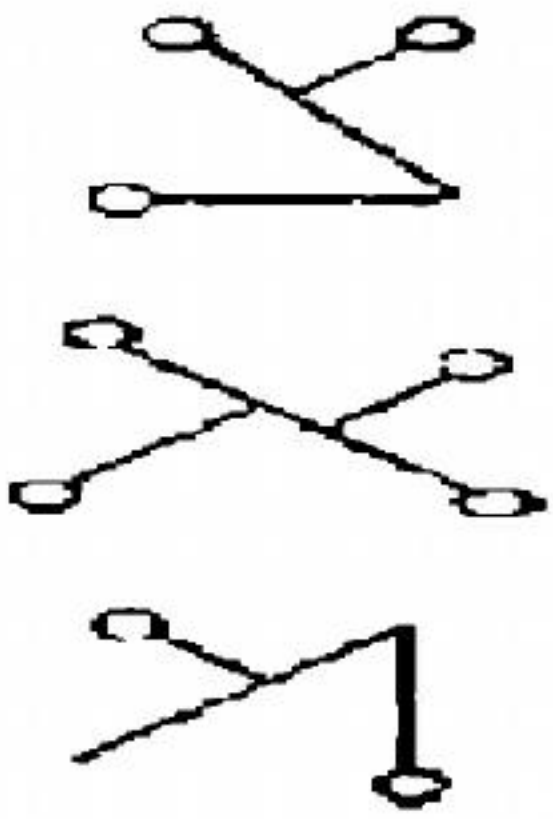

ঐতিহাসিক রেকর্ড থেকে পাওয়া তথ্য

একটি রহস্য দিয়ে শুরু করা যাক। ১২৭১ সাল, সতেরো বছর বয়স্ক ইতালীয় তরুণ মার্কো পোলো, তার বাবা আর চাচাকে সঙ্গে নিয়ে চীনের অভিমুখে যাত্রা করলেন। চীনদেশের তৎকালীন সম্রাট কুবলাই খানের প্রাসাদ তাদের লক্ষ্য। চব্বিশ বছর মেয়াদী এ যাত্রার মাধ্যমে উন্মোচিত হবে পরিচিত বিশ্বের পূর্বদিকে অবস্থিত বহিরাগত ভূমির গল্প, অবিরাম মরুদ্যান আর জেড,সমৃদ্ধ নদীর বিস্ময়কর কাহিনী। এ গল্প পরিপূর্ণ শহর ও সুবিশাল পালতোলা নৌবহরের, পুড়ে যাওয়া কালো পাথর আর কাগজের তৈরি টাকার। এ গল্প পৌরাণিক পশু আর কিম্ভুতকিমাকার উদ্ভিদের, নরখাদক আর রহস্যময় ওঝাদের।

সতেরো বছর কুবলাই খানের দরবারে কাজ করার পর মার্কো ১২৯৫ সালে ভেনিস ফিরে আসেন। তার মুখে শোনা তথ্য নিয়ে ফ্রেঞ্চ রোমান্টিসিস্ট রাস্টিচেলো আদি ফ্রেঞ্চ ভাষায় একটি বই লিখেন যার নাম *Le Divisament dou Monde*। পরবর্তীতে সমগ্র ইউরোপেই তা ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি কলম্বাস পর্যন্ত নতুন বিশ্বের অভিযানে বেরুনোর সময় মার্কোর বইটি সাথে রাখেন।

একটি গল্প বিশদভাবে কখনোই বলতে চাননি মার্কো, বইতেও ভাসা ভাসাভাবে উল্লেখ করেছেন। চীন থেকে চলে আসার সময় কুবলাই খান মার্কো পোলোর সাথে চৌদ্দটি সুবিশাল জাহাজ আর ছয়শতাধিক মানুষ দিয়েছিলেন। কিন্তু দু'বছর পর যখন মার্কো সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছান, তখন তার সাথে ছিল মাত্র দুইটি জাহাজ আর আঠারো জন মানুষ।

বাকি জাহাজ আর মানুষগুলোর ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তা আজও এক রহস্য। কিসের কবলে পড়েছিল তারা–জাহাজডুবি,ঝড় নাকি জলদস্যু? কখনোই এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি তিনি। এমনকি মৃত্যুশয্যায় যখন তার এ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিশদ জানতে চাওয়া হয়, তখন মার্কো হেঁয়ালিপূর্ণ স্বরে বলে ওঠেন, "যা দেখেছি, তার অর্ধেকও আমি বলিনি।"

১২৯৩
মধ্যরাত
সুমাত্রা দ্বীপ
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

অবশেষে চিৎকার থেমে গেল।

মাঝরাতে বারোবার আগুনের শিখা জ্বলে উঠল জাহাজঘাটে।

"ইল ডিও, লি পারডোনা।" পাশ থেকে ফিসফিসিয়ে উঠলেন বাবা। কিন্তু মার্কো জানতেন, সৃষ্টিকর্তা এ অপরাধ কখনোই ক্ষমা করবেন না।

লংবোটের পাশে অপেক্ষারত ছিলেন গুটিকয়েক লোক। অন্ধকারাচ্ছন্ন উপহ্রদে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে চিতা। চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একে একে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল বারোটি জাহাজ, মৃত আর অভিশপ্ত জীবিত ব্যক্তিসহ। জাহাজের জ্বলন্ত মাস্তুলগুলো আকাশের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছিল সেসময়। সমুদ্রসৈকত আর সাক্ষীদের উপর বৃষ্টির ধারার মতো জ্বলন্ত ছাই বর্ষিত হয়েছিল। পোড়া মাংসের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছিল রাতের আকাশ।

"বারোটা জাহাজ," অস্ফুট স্বরে বললেন ম্যাসিও। তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা রূপার ক্রসিফিক্স। "এপোস্টলদের (যিশু খ্রিস্টের বারোজন প্রধান শিষ্য) সমান সংখ্যক।"

অবশেষে থেমে গেল নির্যাতিতের আর্তনাদ। বালুময় সৈকতে শুধু অগ্নিশিখার মৃদু গর্জন ভেসে বেড়াচ্ছে। সেদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন মার্কো। কিন্তু বাকিদের হৃদয় এত কঠোর নয়, তারা পানির উল্টোদিকে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। কঙ্কালের মতো ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করেছিল তাদের মুখ।

সবাইকে বিবস্ত্র করা হয়েছিল। নিকটস্থের শরীরে নির্দিষ্ট কোনও চিহ্নের ছাপ পাওয়া যায় কিনা, প্রত্যেকে সেটাই খুঁজছিল। এমনকি মহান কুবলাই খানের কন্যাকেও বাদ দেয়া হয়নি–একমাত্র পরিধেয় বলতে শুধু রত্নখচিত সোনার মুকুট। আব্রু রক্ষার্থে তিনি পালতোলা কাপড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর এদিকে বিবসনা দাসীরা রাজকুমারীর দেহে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিল। কোকেজিন নাম তার, সতেরো বছরের নীল রাজকুমারী। ঠিক এই বয়সেই ভেনিস ছেড়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন মার্কো রাজকন্যাকে তার বাগদত্তা পার্সিয়ার রাজকুমারের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব বর্তেছিল পোলোদের ওপর। স্বয়ং কুবলাই খান তাদেরকে এ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

সে যেন এক জীবন আগের কথা।

মাত্র চারমাস আগে প্রথমবারের মতো একজন নাবিক অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার কুঁচকি আর বাহুর নিচে চাবুকের দাগের মতো ঘা ফুটে উঠেছিল। ধীরে ধীরে ফুটন্ত

তেলের প্রবাহের মতো ছড়িয়ে পড়ল অসুখটা। অসুস্থদের ভয়াল দ্বীপে ফেলে আসায়, নাবিকভরা জাহাজ একদম লোকশূন্য হয়ে পড়ল।

অবশেষে সর্বগ্রাসী আগুনের উত্তাপে পরাস্ত হতে হলো ব্যধিকে। বেঁচে রইল অল্প কয়েকজন, ক্ষতচিহ্ন যাদের ছুঁতে পারেনি।

সেটা সাত রাত আগের কথা। পরিত্যক্ত নৌকায় শিকলে বেঁধে রেখে আসা হলো অসুস্থদের। সামান্য কিছু খাবার আর পানি রাখা হয়েছিল সঙ্গে। সমুদ্র সৈকতে বসে থাকা নাবিকেরা নিজেদের মধ্যে নতুন কোনও ক্ষতচিহ্নের আলামত খুঁজে বেড়াত। ওদিকের জাহাজগুলো থেকে পানির স্রোতের সাথে ভেসে আসত নির্বাসিতদের প্রতিবাদী কান্না, প্রার্থনা, অভিশাপ আর হাহাকার। তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শোনাত তাদের উন্মাদনাপূর্ণ হাসি।

ওভাবে ফেলে আসার চাইতে ধারালো ক্ষিপ্রগতির ফলার আঘাতে তাদের কণ্ঠনালী চিরে ফেলাই ভালো ছিল। কিন্তু ওই দূষিত রক্ত স্পর্শের কথা চিন্তা করাও আতঙ্কের ব্যাপার। তাই অসুস্থ আর মৃতদের স্থান হলো পরিত্যক্ত জাহাজে।

সাগরের পানিতে অদ্ভুত এক আভা ছড়িয়ে সূর্য রাতের আঁধারে হারাল। জাহাজের তলায় ঠিকরে পড়ছিল সে আলো। ঠিক যেন থমকে যাওয়া কৃষ্ণবর্ণের জলধারায় ছড়িয়ে পড়া দুধের আস্তরণ। পালিয়ে আসা এক অভিশপ্ত শহরের পাথরনির্মিত প্রাসাদের কথা মনে পড়ছিল তাদের। সেখানকার জলাশয়ের পানিতে এই উজ্জ্বল আভা তারা আগেও দেখেছিল।

কাঠের কারাগার ভেঙ্গে পালিয়ে আসতে চাইছিল ব্যধি। পোলোদের আর কিছুই করার ছিল না। প্রস্থানের জন্য শুধুমাত্র একটি জাহাজ রেখে জ্বালিয়ে দেয়া হলো বাকি সবকয়টি। মার্কোর চাচা, ম্যাসিও অবশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। লজ্জাস্থান ঢেকে ফেলার জন্য তাদের দিকে ইশারা করলেন তিনি। কিন্তু হাতে বোনা উলের সামান্য কাপড় তাদের আত্মার লজ্জা আড়ালে অক্ষম।

"আমরা যা করেছি..." মার্কো বলে উঠলেন।

"এ ব্যাপারে কোনও কথা হবে না", মার্কোর দিকে একটি পোশাক বাড়িয়ে দিয়ে বললেন তার বাবা। "মহামারী শব্দটা উচ্চারণ করা মাত্র অন্য সব দেশ আমাদের পরিত্যাগ করবে। কোনও বন্দরেই আমরা জাহাজ ভিড়াতে পারব না। রোগের শেষবিন্দু পর্যন্ত আমরা আগুনে পুড়িয়েছি। বাড়ি ফেরার জন্যই এতকিছু।"

মার্কো পোশাকটা পরতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বাপির বুকে আঁকা চিহ্নের দিকে নজর পড়ল বাবার। চিহ্নটাকে পায়ের তলায় লুকিয়ে ফেললেন তিনি। অনুনয়মিশ্রিত চাহনীতে মার্কোর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "না মার্কো... কখনোই না...."

কিন্তু সে স্মৃতি তো এত সহজে ভোলা সম্ভব নয়।

একজন পণ্ডিত, একজন দূত, একজন মানচিত্রাঙ্কনবিদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। বহু বিজিত রাজ্যের ম্যাপ তৈরি করেছেন নিজের হাতে।

BanglaBook.org

বাবা আবারও বললেন, "আমরা যা খুঁজে পেয়েছি, তা কাউকে জানানো যাবে না। অভিশপ্ত এই আবিষ্কার।"

চুপচাপ মাথা নাড়লেন মার্কো। তার অঙ্কিত চিহ্ন সম্পর্কে কোনও মন্তব্য না করে ফিসফিসিয়ে বললেন, "সিটা দেই মরতি.।"

বাবার ফ্যাকাসে মুখটা আরও পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করল। মার্কো জানতেন, তিনি শুধুমাত্র প্লেগ নিয়েই ভীত নন।

"শপথ করো মার্কো," জোর গলায় বললেন তিনি।

বাবার বলিরেখাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকালেন মার্কো। সম্রাট খানের সাথে অতিবাহিত এক দশকে তার বয়স যত বেড়েছে, গত চার মাসে যেন তার চেয়েও বুড়িয়ে গিয়েছেন।

"তোমার মায়ের মৃত আত্মার নামে শপথ করে বলো। আমরা যা পেয়েছি, যা করেছি–তা কোনওদিন মুখে আনবে না।"

মার্কো ইতস্তত করছিলেন। তার কাঁধে একটি শক্ত হাত চেপে বসল, "শপথ কর বাবা। তোমার নিজের ভালোর জন্যই..।"

বাবার উদ্দীপ্ত চোখে আতঙ্কের ছায়া দেখতে পেলেন মার্কো। এ দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

"আমি চুপ থাকব," অবশেষে প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। "মৃত্যুশয্যায়, এমনকি তারপরেও.. শপথ করছি বাবা।"

ইতোমধ্যে মার্কোর চাচা উপস্থিত হলেন, "ওখানে অনধিকার প্রবেশ করা উচিত হয়নি আমাদের, নিকোলো।" ভাইকে তিরস্কারের স্বরে বললেন তিনি। যদিও কথাটা মার্কোর উদ্দেশ্যেই বলা।

রহস্য ভরা নীরবতা নেমে এলো সহসাই। তার চাচা ভুল বলেননি।

মার্কোর মানসপটে চার মাস আগে দেখা নদীর পার্শ্ববর্তী উপদ্বীপের ছবি ভেসে উঠল। জাহাজ মেরামতের সময় তারা সেখান থেকে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। দ্বীপে দেখতে পাওয়া নিচুপাহাড়ের ওপারে অবস্থিত শহরের গল্প শুনেছিলেন মার্কো। জাহাজ মেরামতের জন্য দশদিন সময় নির্ধারিত হয়েছিল। এরই মাঝে একদিন দুই সঙ্গীকে নিয়ে পর্বতারোহণ করতে চাইলেন তিনি। চূড়ায় ওঠার পর গভীর জঙ্গলের ভেতর থেকে একটি সুউচ্চ পাথরের দুর্গ দেখা গেল। ভোরের উজ্জ্বল আলোয় তার মধ্যে এক দুর্নিবার আকর্ষণ জেগে উঠেছিল।

দুর্গের উদ্দেশ্যে এগোনোর পুরোটা সময় চারপাশ জুড়ে কেমন যেন একটা নীরবতা বজায় ছিল। তারপরেও তাদের মনে কোনও সংশয় এল না। কোনও পাখির কলরব নেই, বানরের চিৎকার নেই। মৃতদের শহরটি যেন তাদের জন্যই অপেক্ষা করে ছিল এতদিন।

ভয়ঙ্কর এক ভুল ছিল এই অনধিকার প্রবেশ, রক্ত দিয়েও যার মাশুল দেয়া যায়নি।

মার্কো আর তার দুই সঙ্গী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন ধূমায়িত জাহাজগুলোর দিকে। হঠাৎ একটা মাস্তুল, কাটা গাছের মতো করে লুটিয়ে পড়ল।

আজ থেকে দুই দশক আগে পোপ দশম গ্রেগরির অনুমতিক্রমে পিতা,পুত্র আর চাচা মিলে ইতালি ত্যাগ করেছিলেন। মঙ্গোলদের ভূমিকে লক্ষ্য করেই শুরু হয়েছিল এ যাত্রা। তাদের লক্ষ্য ছিল কুবলাই খানের প্রাসাদ আর শাংডুর বাগান। আর সেখানে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হিসেবে তারা বহুকাল কাটিয়ে দিলেন, ঠিক যেন বন্দী তিতির পাখির মতো। এ বন্ধন অবশ্য শিকলের নয়, বরং সম্রাটের অপরিমেয় বন্ধুত্বের বন্ধন। মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। এরপর একদিন রাজকুমারী কোকেজিনকে তার পার্সিয়ান বাগদত্তার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পোলোদের উপর বর্তাল। এটাকে ভেনিস ফিরে যাবার সুযোগ হিসেবে ধরে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন তারা।

কিন্তু হায়! তাদের বহর যদি কখনোই শাংডু ছেড়ে রওনা না দিত

"কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য উঠবে," বাবা বললেন। "বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে।"

"উপকূলে পৌঁছানোর পর আমরা থিওবাল্ডোকে কী বলব?", ম্যাসিও জানতে চাইলেন। পোলো পরিবারের এই পুরনো বন্ধুকে আসল নামেই সম্বোধন করলেন তিনি। যদিও থিওবাল্ডো এখন পোপ দশম গ্রেগরি হিসেবে পরিচিত।

"তিনি এখনও আছেন কিনা, সেটাই তো আমরা জানি না," বাবার সদুত্তর। "দেশের বাইরে দীর্ঘসময় কাটিয়েছি আমরা।"

"কিন্তু যদি তিনি থাকেন, নিকোলো?", উদ্বেগ ঝরে পড়ছিল চাচার কণ্ঠে।

"মঙ্গোলদের রীতিনীতি আর শক্তি সম্পর্কে যা জানি, তাকে বলব। তাঁর নির্দেশিত অনুশাসনই তো আমরা মেনে চলেছি। কিন্তু এখানকার এই প্লেগের ব্যাপারে.... কলার মতো কিছু আর অবশিষ্ট নেই। এর অবসান ঘটেছে।"

ম্যাসিও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কিছুটা হলেও পরিত্রাণের আভাস পাওয়া গেল। মার্কো কিছু একটা বলতে চাইছিলেন।

তার বাবা আরও দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "অ-ব-সা-ন ঘ-টে-ছে।"

মার্কো দুই বয়োজ্যেষ্ঠের দিকে তাকালেন। অগ্নিসদৃশ ছাই আর ধোঁয়ার আচ্ছাদনে ঢেকে ছিল রাতের আকাশ। অবসান? এ ঘটনার কোনও অবসান নেই, তাদের স্মৃতিতেই জীবন্ত হয়ে থাকবে চিরকাল।

পায়ের আঙুলের দিকে তাকালেন মার্কো। বালি থেকে চিহ্ন মুছে ফেলা হলেও মার্কোর চোখে জ্বলজ্বল করছিল সেটা। গাছের বাকলের উপর রক্তে আঁকা একটি মানচিত্র চুরি করার কথা মনে পড়ে গেল।

জঙ্গলের ভেতর কয়েকটা মন্দির দেখতে পেয়েছিলেন তারা।

কেউ ছিল না সেখানে।

চারিদিকে শুধু মৃতদের উপস্থিতি।

মাটির ওপর অসংখ্য পাখি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল, যেন হঠাৎ করে খেই হারিয়ে আকাশ থেকে ঝরে পড়েছে। নর-নারী, শিশু, ষাঁড়, হিংস্র জন্তু-কেউ নিষ্কৃতি পায়নি। গাছের ডালে ডালে ঝুলে ছিল বিশালাকৃতির সাপের নিস্তেজ দেহ, খোলস থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

BanglaBook.org

হরেক রঙের আর আকৃতির পিঁপড়ারাই সেখানকার একমাত্র জীবিত বাসিন্দা। পাথর আর মৃতদেহের ফাঁকে ফাঁকে তারা ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু তিনি ভুল জানতেন... তখনো সূর্য ডোবার অপেক্ষায় ছিল কিছু একটা। মার্কো এই স্মৃতিগুলো মুছে ফেলতে চান।

পুরানো এক মন্দির থেকে পাওয়া ম্যাপের কথা জানামাত্র, সেটা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন মার্কোর বাবা। সাগরের পানিতে পোড়া ছাই ভেসে গিয়েছিল। তখনও কিন্তু তাদের জাহাজে কেউ অসুস্থ হয়নি।

"ভুলে যাও ওসব," বাবা সতর্ক করে দিলেন। "আমাদের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যেতে দাও একে।"

মার্কো তার প্রতিশ্রুতির সম্মান রাখতে চাইছিলেন। এই একটি ব্যাপারে তিনি কোনওদিন মুখ খুলবেন না। তারপরেও বালির বুকে ফুটে থাকা চিহ্নটা একবার স্পর্শ না করে পারলেন না তিনি। এত দীর্ঘকালের জ্ঞানকে একেবারে মুছে ফেলা কি ঠিক?

নিরাপদ কোনও উপায়ে যদি এই জ্ঞান সংরক্ষণ করা যেত...

ঠিক যেন মার্কোর চিন্তাধারা উপলব্ধি পেরে, চাচা ভীতকণ্ঠে বলে উঠলেন,

"আবার যদি কোনওদিন এই আতঙ্কের উত্থান ঘটে, নিকোলো? যদি কখনো আমাদের উপকূলে এসে পৌঁছায় ওরা?"

"তখন ধরে নিতে হবে পৃথিবীর বুকে মানুষের শাসনের দিন শেষ", তিক্ত স্বরে বললেন মার্কোর বাবা। ম্যাসিওর অনাবৃত বুকে ঝুলানো ক্রসিফিক্সে টোকা দিয়ে তিনি বললেন, "ফ্রায়ার, সবই জানতেন। তাঁর আত্মত্যাগ...."

একসময় এই ক্রশটা ছিল ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ারের। অভিশপ্ত সেই শহরে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য নিজেকেই উৎসর্গ করেন তিনি। ফ্রায়ারের কথামতো সেখানেই তাঁকে রেখে আসা হয়।

পোপ দশম গ্রেগরির ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন অ্যাগ্রিয়ার।

অগ্নিকণার শেষ শিখাটি যখন কালো পানিতে নিভে যাচ্ছিল, সেই সময়ে মার্কো নিজের অজান্তেই ফিসিফিস করে উঠলেন,"পরের বার কোন ঈশ্বর রক্ষা করবেন আমাদের?"

২২ মে, সন্ধ্যা ৬: ৩২
ভারত মহাসাগর
১০°৪৪'০৭.৮৭'' দক্ষিণ/১০৫°১১'৫৬.৫২'' পূর্ব

"আরেক বোতল ফস্টার চলবে নাকি?" ডেকের নিচ থেকে গ্রেগ টিউনিসের গলা শোনা গেল।

উন্মুক্ত স্টার্ন ডেক এর দিকে ডাইভ ল্যাডারটা নিয়ে যাচ্ছিল ড. সুজান টিউনিস। স্বামীর গলা শুনে ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল। পরনের বিসি ভেস্ট খুলে ফেলে স্কুবা

গিয়ারটা রিসার্চ ইয়াটের পেছন দিকে টেনে নিয়ে গেল সে। অন্যগুলোর পাশে রাখার সময় ওর ট্যাঙ্কগুলো ঝনঝন করে উঠল।

ভারমুক্ত হবার পর কাঁধ থেকে তোয়ালেটা নামিয়ে নিল সুজান। সূর্যের তাপ আর নোনা পানিতে সাদাটে হয়ে যাওয়া সোনালি চুলগুলো শুকাতে হবে। এরপর হ্যাঁচকা টানে পরনের ভেজা স্যুট থেকে মুক্ত করল নিজেকে।

"বুম-বাডাবুম... বাডাবুম..." পেছনের লাউঞ্জ চেয়ার থেকে ভেসে আসল শব্দগুলো।

পেছন ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না ও। কেউ একজন সিডনির স্ট্রিপ ক্লাবগুলোতে একটু বেশিই সময় কাটিয়েছে। "প্রফেসর অ্যাপলগেট, প্রতিবারই কি এমন করতে হবে নাকি আপনার?"

মাথাভরা ধূসর চুলবিশিষ্ট ভূগোলবিদ তখন নাকের উপর রিডিং গ্লাসের ভারসাম্য রক্ষা করে নিচ্ছিলেন। তার কোলের উপর ম্যারিটাইম হিস্ট্রির একটা বই খোলা। "এরকম খোলামেলা, ভরাযৌবনা নারীর উপস্থিতি অস্বীকার করাটা একদম অভদ্র আচরণ হবে যে।"

ভেজা স্যুটটা কোমর পর্যন্ত নামাল সুজান, নিচে একটা ওয়ান পিস সুইমস্যুট পরেছিল। পেছনে বসে থাকা ত্রিশ বছরের বড় প্রফেসর সাহেবকে এত কিছু দেখার সুযোগ দিতে চায় না ও।

সুজানকে দেখতে পেয়ে ওর স্বামী দাঁত বের করে হাসল। নিচ থেকে নিয়ে আসা তিন বোতল লেগার আঁকড়ে ধরে আছে।

ওপরে উঠে এল গ্রেগ। পরনে সাদা কুইকসিলভার ট্রাঙ্ক, আর ঢিলেঢালা বোতাম খোলা শার্ট। ডারউইন হারবারে একজন বোট মেকানিক হিসেবে নিযুক্ত সে। সিডনি ইউনিভার্সিটির একটা বোট মেরামতের সময় তাদের পরিচয় হয়, তাও প্রায় আটবছর হতে চলল। মাত্র তিনদিন আগে ইয়াটে বসে সম্পর্কের পঞ্চম বার্ষিকী পালন করল তারা। কিরিটিমাটি এটল, থেকে একশ নটিক্যাল মাইল দূরে।

বোতল এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল গ্রেগ, "কিছু পেলে নাকি?"

বিয়ারের বোতলে একটা লম্বা চুমুক দিল সুজান। "নাহ। বিচিং-এর কোনও উৎসই খুঁজে পেলাম না এখনও।"

দশদিন আগের কথা। জাভার উপকূলে ভারতীয় প্রজাতির আশিটি ডলফিন মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সিটেসিয়ান, প্রজাতির উপর সোনার ইন্টারফেয়ারেন্স,-এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই সুজানের গবেষণা। এসব কাজে সাধারণত একটা গবেষক দল থাকে ওর সাথে। তবে এবারের ভ্রমণের উদ্দেশ্যটা ভিন্ন। বিজ্ঞ একজন পরামর্শদাতাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটি কাটাতে এসেছে ওরা। এই অঞ্চলে এত বড় বিচিং আসলেই একটি বিচিত্র ঘটনা।

"মানবসৃষ্ট ছাড়া আর কোনও কারণ কী হতে পারে?" আঙুলের ডগা দিয়ে বিয়ারের বোতলে বৃত্ত আঁকতে আঁকতে চিন্তা করছিলেন অ্যাপলগেট। "বারবার মাইক্রোকোয়েকে কেঁপে উঠছে এই অঞ্চল।"

BanglaBook.org

"মাস কয়েক আগেই একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল", গ্রেগ বলল। প্রফেসরের পাশে একটা লাউঞ্জ পেতে স্ত্রীকে পাশে বসতে ইশারা করল। "হয়তো কোনও আফটার শক।"

সুজান তাদের যুক্তি ফেলতে পারল না। গত দুই বছরে ঘটে যাওয়া একাধিক প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পন আর সুনামীর প্রকোপে, এমনিতেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সমুদ্রের তলদেশ। যুক্তিসঙ্গত হলেও কেন যেন তা মেনে নিতে পারছিল না ও। অন্য কোনও ব্যাখ্যা আছে নিশ্চয়। নিচের প্রবালপ্রাচীর একদম পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে। এখানকার প্রাণিগুলো যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে বিপর্যয়ের।

কপালে বিরক্তির রেখা নিয়ে স্বামীর পাশে বসল সুজান। কোনও অস্বাভাবিক সিসেমিক অ্যাক্টিভিটি পাওয়া গেল কিনা, তা জানতে ক্রিসমাস আইল্যান্ডে যোগাযোগ করতে হবে। ওর কাছে যেসব তথ্য আছে, তাতে গ্রেগ-কে পানিতে নামতেই হবে।

"আমি যা পেয়েছি, তা দেখে পুরনো কোনও জাহাজের অংশ মনে হয়।"

"অসম্ভব," সোজা হয়ে বসল গ্রেগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সমুদ্রে ডুবে যাওয়া কিছু জাহাজ পাওয়া গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলের আশেপাশে। ডারউইন হারবারে থাকার সময় নিমজ্জিত জাহাজগুলো ঘুরে দেখার প্রস্তাব পেয়েছিল সে। এ ধরণের আবিষ্কারের প্রতি ওর বরাবরই ঝোঁক আছে।

"কোথায়?"

সুজান অনির্দিষ্ট ভাবে পেছনের দিকে হাত তুলে দেখাল। ইয়াট থেকে অনেকটা দূরে। "আমাদের থেকে ১০০ মিটার দূরে। বালির ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে কয়েকটা কালো বীম। শেষবারের ভূমিকম্পেও কিছু হয়নি ওগুলোর। সম্ভবত সুনামির সময় উপরের আস্তরণ সরে গিয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখার জন্য খুব বেশি সময় পাইনি। ভেবেছিলাম কোনও বিশেষজ্ঞের হাতে ছেড়ে দেব এ কাজ।" গ্রেগের বুকে চিমটি কেটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও।

সমুদ্রের বুকে লালচে আভা ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তিনজন। সমুদ্রে অবস্থানরত সময়ে, সূর্যোদয় দেখা থেকে কখনোই নিজেদের বঞ্চিত করে না ওরা। কোনও ঝড়ঝঞ্ঝা থাকলে অবশ্য ভিন্ন কথা। জাহাজটা মৃদু ভাবে দুলে উঠল হঠাৎ। দূর থেকে ঝলকে উঠল একটা চলন্ত ট্যাঙ্কারের বাতি। সেটা বাদ দিলে তাদেরকে একাকীই বলা যায়।

ঘেউঘেউ শব্দ শুনে চমকে উঠল সুজান। লাফিয়ে উঠার পর বুঝতে পারল, মাথা থেকে দুশ্চিন্তা যায়নি এখনও।

"এই! অস্কার!" প্রফেসর ডাকলেন।

সেই মুহূর্তেই সুজান উপলব্ধি করল যে, ইয়াটের চতুর্থ সদস্যটি ওদের মাঝে নেই। কুকুরটা ঘেউঘেউ করে উঠল আবার। প্রফেসরের পোষা কুইন্সল্যান্ড হিলার ওটা। বয়স হবার পর কিছুটা বাতগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, একটু সূর্যের আলো দেখলেই সেখানে হামাগুড়ি দিতে শুরু করে।

BanglaBook.org

"আমি ওকে দেখে রাখছি", অ্যাপলগেট বললেন। "তোমরা দুই টোনাটুনি বিশ্রাম নাও। একটু সামনে থেকে ঘুরে আসি। বিছানায় যাবার আগে আরেক বোতল ফস্টার গেলার জায়গা করে নিতে হবে পেটে।"

প্রফেসর সামনের দিকে পা বাড়ালেন। একটু দূর থেকে ঘুরে আসতে চাইছিলেন। কিন্তু পূর্ব দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন তিনি। ওদিকের আকাশটা কেমন যেন কালচে ভাব ধারণ করেছে।

আবার ঘেউ করে উঠল অস্কার।

এবার আর ওদিকে কান দিলেন না অ্যাপলগেট। নিচু অথচ গম্ভীর স্বরে সুজান আর গ্রেগকে ডাকলেন তিনি, "এদিকে এসো। তোমাদের এটা দেখা উচিত।"

দ্রুতবেগে উঠে দাড়াল সুজান। গ্রেগ অনুসরণ করল ওকে। প্রফেসরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

গ্রেগ অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, "কী সর্বনাশ।"

"ডলফিনগুলোকে সমুদ্র থেকে কে তাড়াল, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ।" অ্যাপলগেট বললেন।

সমুদ্রের পূর্বদিকে একটা বিস্তৃত অংশ কেমন যেন এক ভূতুড়ে আলোতে জ্বলজ্বল করছিল। ঢেউয়ের সাথে সাথে উঠানামা করছিল সে আলোকছটা। জাহাজের ডানদিকটায় দাঁড়িয়ে বুড়ো কুকুরটা ঘেউঘেউ করতে লাগল। এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়েই গোঁগোঁ করছিল ও।

"এ আবার কোন মুসিবত?" গ্রেগ জিজ্ঞাসা করলেন।

একটু সামনে এগিয়ে এসে সুজান বলল, "আমি এরকম ঘটনার কথা শুনেছি। একে মিল্কি সী বলা হয়। জুল ভার্নের গল্পের কথা মনে করে দেখো, ভারত মহাসাগরে অনেক জাহাজ এরকম আভা দেখেছে। কয়েক বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এরকম দীপ্তি কিন্তু একবার স্যাটেলাইটেও ধরা পড়েছিল। এটা একটা ছোট্ট নমুনা।"

"ছোট না ছাই।" ঘোঁত করে একটা শব্দ করল গ্রেগ। "কিন্তু এটা আসলে কী? কোনও ধরণের রেড টাইড নাকি?"

সুজান মাথা ঝাঁকাল, "তা না। রেড টাইড আসলে অ্যালগাল ব্লুমের কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু এধরনের দ্যুতির উৎস হচ্ছে বায়োলুমিনিসেন্ট ব্যাকটেরিয়া। এ ব্যাকটেরিয়া সাধারণত শৈবাল অথবা অন্য কোনও পদার্থ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে। এর থেকে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমি...."

জাহাজের নিচ থেকে ঠক করে শব্দ শোনা গেল হঠাৎ, যেন খুব বড়সড় কিছু একটার সাথে আটকে গিয়েছে। অস্কারের ঘেউঘেউ আরও জোরালো আকার ধারণ করল। রেলের পাশ দিয়ে কুকুরটা শুধু এদিক সেদিক হেটে যাচ্ছিল কুকুরটা।

মিল্কি সী এর দ্যুতিময় প্রান্ত ইয়াটের তলদেশে আছড়ে পড়ল। পানির গভীর থেকে বিরাটাকৃতির কী যেন একটা দৃশ্যমান হলো সেই সাথে। পেটটা উপরের দিকে, কিন্তু ধারালো দাঁতগুলো পরস্পরের সাথে শক্ত হয়ে আটকে আছে। ছয় মিটারের চেয়েও

BanglaBook.org

বেশি দৈর্ঘ্যের একটা হাঙ্গর। সাগরের ওই অংশের পানিতে ফেনাযুক্ত বুদবুদ সৃষ্টি হচ্ছে। দুধশুভ্র পানি ক্রমশ রেড ওয়াইনের মতো রক্তিম বর্ণ ধারণ করে যাচ্ছিল।

সুজান বুঝতে পারছিল যে বুদবুদ আসলে পানি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে না, হচ্ছে হাঙ্গরের পচে যাওয়া মাংস থেকে। হঠাৎ ডুবে যাওয়ায় অপ্রীতিকর দৃশ্যটার অবসান ঘটল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল সাগরের অন্যান্য অংশে ভেসে উঠছে অসংখ্য শুশুক, সামুদ্রিক কচ্ছপ আর মাছ–মৃতপ্রায় অথবা মৃত।

রেলের সামনে থেকে সরে আসলেন অ্যাপলগেট। "দেখা যাচ্ছে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো শৈবাল বাদেও খাদ্যের অন্য উৎস খুঁজে নিচ্ছে।"

স্ত্রীর দিকে ঘুরে তাকাল গ্রেগ, "সুজান..."

সেই মারাত্মক দৃশ্য থেকে চোখ সরাতে পারছিলনা সুজান। আতঙ্কের পাশাপাশি ওর মনে জন্ম নিচ্ছিল বৈজ্ঞানিক কৌতূহল।

"সুজান....."

অবশেষে স্বামীর দিকে ঘুরে তাকাল ও। কিছুটা বিরক্তিভরে অবশ্য।

"তুমি কিন্তু আজ সারাদিন এই পানিতেই ডাইভ করছিলে," গ্রেগ বললেন।

"তো? আমাদের প্রত্যেকেই কিছু সময়ের জন্য হলেও এই পানিতে নেমেছি। এমনকি অস্কারও..."

গ্রেগের দৃষ্টি তখন অন্যদিকে নিবদ্ধ। সুজান ওর হাতের যেখানটায় চুলকিয়ে যাচ্ছিল, সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে। ভেজা স্যুটের ঘর্ষণে মাঝে মাঝে ওর শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু গ্রেগের উদ্বিগ্ন মুখ দেখে নিজের হাতের দিকে মনোযোগ গেল ওর। চামড়ায় বড়সড় কিছু ফুসকুড়ির মতো দেখতে পেল, চুলকানোর কারণে আরও বাজে অবস্থা হয়েছে।

কিছুক্ষণের মাঝেই নিজের চামড়ায় রক্ত জমাট বাঁধা লালচে দাগ ফুটে উঠতে দেখল ও।

"সুজান....."

অবাক বিস্ময়ে হা হয়ে গেল সুজান। "হায় ঈশ্বর...."

কিন্তু ভয়াবহ সত্যটা সে ঠিকই বুঝতে পেরেছিল।

"আমি... আমার ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে এই রোগ।"

BanglaBook.org

এক্সপোজার

১৭।

০১
ডার্ক ম্যাডোনা
জুলাই ১, সকাল ১০:৩৪ , ভেনিস, ইতালি

স্টেফানো গ্যালো জানত যে ওকে খোঁজা হচ্ছে।

উন্মুক্ত প্লাজা স্কয়ারটা দ্রুত পেরিয়ে যায় সে। সকালের সূর্যের তাপে পিয়াজার পাথরের দেয়াল যেন আগুন গরম হয়ে উঠেছে। সেইন্ট মার্কস ব্যাসিলিকার ছায়াঘেরা আইসক্রিমের দোকানগুলোতে পর্যটকদের ভিড় জমেছে। ভেনিসের ল্যান্ডমার্কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ স্থান বলা যায় একে। কিন্তু এই টাওয়ারিং বাইজেন্টাইন ফ্যাকেড, ব্রঞ্জের ঘোড়া আর ডোমড কুপলাস বিশিষ্ট অট্টালিকা ওর লক্ষ্য ছিল না।

এই পবিত্র আশ্রয়স্থলও ওকে রক্ষা করতে পারবেনা।

শুধু একটা পথই খোলা।

ব্যাসিলিকা পার হবার সময় ওর পদক্ষেপ আরও দ্রুত হয়ে উঠল। ডানা ঝাঁপটানো পায়রাদের ভিড়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় হোঁচট খেতে হচ্ছিল বারবার। লুকানো সম্ভব নয় আর, ধরা পড়ে গিয়েছে। দাড়িওয়ালা মিশরীয় লোকটাকে আগেই দেখতে পেয়েছিল স্টেফানো। মিশমিশে কালো স্যুটে ওর চওড়া কাঁধগুলো আরও সুঠাম দেখাচ্ছিল। প্রথম পরিচয়ের সময় লোকটা নিজেকে বুদাপেস্টের একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে দাবী করেছিল। ইউনিভার্সিটি অফ এথেন্সের এক পুরনো বন্ধু আর সহকর্মীর প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল সে।

প্রাচীন পুরাতত্ত্বের একটি নিদর্শন খুঁজতে এসেছিল মিশরীয় লোকটা। নিজের দেশের একটা স্মৃতিচিহ্ন ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সরকারী অনুদান পেয়েছে। স্টেফানোকে বিরাট অঙ্কের ঘুষ দিয়েছিল সেখান থেকে। যাদুঘরের একজন সাধারণ কিউরেটর স্টেফানো। এতগুলো টাকা কি ফিরিয়ে দেয়া যায়? স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ যে হারে বেড়ে চলেছিল, তাতে করে ভয় হয় ওর। কখন যে নিজেদের এপার্টমেন্টটা ছাড়তে হয়! মিশরের বহু সম্পত্তি বিভিন্ন দেশের যাদুঘর আর ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। প্রায় দুই দশক ধরে, চড়া দামে নিজেদের জাতীয় সম্পত্তি ফিরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে মিশর সরকার।

BanglaBook.org

পাথরের স্মারকস্তম্ভটা দ্রুত ডেলিভারি দিতে চেয়েছিল স্টেফানো। একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাক্সবন্দি হয়ে ছিল ওটা। আর থাকবে নাইবা কেন? মার্বেল পাথরের ওই ছোট্ট বাহুল্যবর্জিত বস্তু দেখে বোঝার কোনও উপায়ই নেই যে সেটা আসলে কী! প্রয়াত রাজবংশীয় (২৬ তম রাজবংশ, খ্রিস্টপূর্ব ৬১৫ সন) আমলের এই স্মারকটা ট্যানিসে নামক প্রাচীন মিশরের একটি শহরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। খুব ভালোভাবে খুঁটিয়ে না দেখলে, বিচিত্র অথবা কৌতূহল জাগানোর মতো কোনও কিছু পাওয়ার কথা না। মিউজেই ভ্যাটিকানি-এর সংগ্রহশালায় পড়ে ছিল ওটা, গ্রেগরী ইজিপ্সিয়ান মিউজিয়াম।

জিনিসটা যে ভেনিসের এই ভল্টে এসে কীভাবে পৌছাল, তা কেউ জানেনা।

গতকাল সকালে স্টেফানো খামেভরা একটা পেপার কাটিং পায়। মোমের সীলে আবদ্ধ, নির্দিষ্ট একটি চিহ্ন অঙ্কিত।

Σ

"সিগমা"

সীলটার মাহাত্ম্য বুঝতে পারছিল না স্টেফানো। তবে খামের ভেতরের জিনিসটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। তিন দিন আগের তারিখ দেয়া খবরের কাগজের একটি অনুচ্ছেদ। জানা গেল, এজিয়ান বীচে একটা গলাকাটা লাশ পাওয়া গিয়েছে সেদিন। পেটফোলা লাশটা ইল মাছের খাদ্যে পরিণত হয়েছিল। স্টর্ম সার্জের ফলে সলিল সমাধি থেকে ডাঙ্গায় উঠে এসেছিল মৃতদেহটা। ডেন্টাল রেকর্ডে পাওয়া তথ্য থেকে লোকটাকে স্টেফানোর সেই ইউনিভার্সিটির সহকর্মী হিসেবে সনাক্ত করা গিয়েছিল। মিশরীয় লোকটার ভাষ্যমতে এই মৃত লোকটাই নাকি পাঠিয়েছিল ওকে।

কম করে হলেও সপ্তাহখানেক আগে মারা গিয়েছে সে!

বড়সড় একটা ধাক্কা খেল স্টেফানো। চটের কাপড়ে মোড়ানো ভারী জিনিসটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল নিজের অজান্তেই।

স্টেফানো জানত যে ব্যাপারটা জানাজানি হলে ও, ওর স্ত্রী আর পরিবার-সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তারপরও ঝুঁকি নিয়েই ভল্ট থেকে স্মারকস্তম্ভটা চুরি করেছিল সে।

আর কোনও উপায়ও ছিল না। খবরের পাশাপাশি হাতে লেখা একটা সতর্কবার্তা ছিল খামের ভেতর। মেয়েলী হাতের লেখা, তাতে তাড়াহুড়ার ছাপ রয়ে গিয়েছে। বিষয়বস্তু অস্পষ্ট আর অবিশ্বাস্য। কিন্তু ভালোভাবে চিন্তা করার পর, নিমিষেই ব্যাপারটার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে স্টেফানো।

দৌড়ানোর সময় চোখের পানি আটকে রাখতে পারছিল না। আতঙ্কে দম আটকে যাচ্ছিল।

কোনও উপায় নেই।

মিশরীয় লোকটার হাতে কোনভাবেই দেয়া যাবে না এই স্মৃতিচিহ্ন। সহকর্মীর ফুলে ওঠা শরীরটার কথা ভেবে শিউরে উঠল। ওর স্ত্রী, কন্যাকেও কি এই পরিণতি বরণ করে নিতে হবে?

ওহ, মারিয়া! এ আমি কী করলাম?

শুধুমাত্র এই খামের প্রেরকই ওকে বোঝামুক্ত করতে পারে। চিরকুটের শেষে একটা জায়গা আর সময়ের কথা উল্লেখ করা আছে।

তবে দেরি হয়ে গিয়েছে।

চুরির ব্যাপারটা কীভাবে যেন বুঝে ফেলেছিল মিশরীয় লোকটা। হয়তো আগেভাগে টের পেয়েছিল যে স্টেফানো ওকে ধোঁকা দেবে। আর তাই সকাল সকাল চলে এসেছিল সে। স্টেফানো তখনও অফিস থেকেই পালাতে পারেনি। দৌড়ে পালানো ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

কিন্তু অতটা দ্রুতগামী নয় স্টেফানো!

পেছন ফিরে তাকাল একবার। হাজারো পর্যটকের ভিড়ে যেন মিশরীয় লোকটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

সামনে ঘুরবার সময় স্কয়ারের বেল টাওয়ারের ছায়ায় হোঁচট খেল হঠাৎ। এক সময় শহরের ওয়াচটাওয়ার হিসেবে ভূমিকা পালন করত এই ইটের দুর্গ। আজ যদি তা স্টেফানোকে রক্ষা করতে পারত!

ওর লক্ষ্য ছিল ছোট্ট পিয়াজেটা। একটু এগোলেই পালাজ্জো ডুকাল, চতুর্দশ শতাব্দীর ডিউকদের প্রাসাদ। চিঠির প্রেরক কি এখনও আছে ওখানে? এই বোঝা কি আসলেই ওর কাঁধ থেকে নামবে?

সূর্যের আলোকচ্ছটা আর সমুদ্রের গর্জনকে তুচ্ছ করে, ছায়াকে আশ্রয়দাতা মেনে ছুটতে লাগল স্টেফানো। প্রাসাদের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যেতে হবে। এই পালাজ্জো ডুকাল শুধু ডিউকদের ব্যক্তিগত বাসভবনই নয়–সরকারী অফিস ভবন, বিচারালয়, মন্ত্রণালয় এমনকি একটি পুরনো কারাগার হিসেবেও ভূমিকা পালন করেছে। প্রাসাদের পেছনের খাল পেরিয়ে গড়ে উঠেছিল আরেকটি নতুন কারাগার। ব্রিজ অফ সাই-এর সাহায্যে প্রাসাদের সাথে যুক্ত ছিল সেটি। এই ব্রিজের ওপর দিয়ে একসময় পালিয়েছিলেন ক্যাসানোভা। একমাত্র তিনিই পালাতে পেরেছিলেন এ কারাগার থেকে।

ঝুলন্ত লদজা,-এর নিচ দিয়ে যাবার সময় মনে মনে ক্যাসানোভার আত্মার কাছে নিজের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করে চলেছিল স্টেফানো। ছায়ার ভেতর চলে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল তারপর। প্রাসাদটা ভালোই চেনা আছে ওর। করিডোরের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। গোপন সাক্ষাতের জন্যেও এর জুড়ি মেলা ভার।

সেই বিশ্বাসটাই মনের ভেতর টিকিয়ে রেখেছিল তখনও।

পশ্চিমের বাঁকানো পথ ধরে গুটিকয়েক পর্যটকের সাথে প্রাসাদে ঢুকে পড়ল স্টেফানো। ওর সামনে এখন প্রাসাদের দুই দেয়ালবিশিষ্ট চত্বর আর বিস্তীর্ণ মার্বেলের সিঁড়ি। স্ক্যালা জিগান্তি, দৈত্যের সিঁড়ি বলেই লোকে চেনে। সূর্যকে আড়াল করে চত্বরের কিনারা ধরে হেঁটে গেল সে। এরপর একটি বিশেষ দরজা দিয়ে ঢুকে পেরিয়ে গেল প্রশাসনিক কক্ষগুলো। এই কামরাগুলোর শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তার অফিসের

BanglaBook.org

অবস্থান। তদন্তের খাতিরে এককালে কত অভাগাকেই না অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে এখানে! কোথাও না থেমে পাশের স্টোন টর্চার চেম্বারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সে।

পেছনে কোথাও দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। লাফিয়ে উঠল স্টেফানো।

হাতের জিনিসটাকে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয়া ছিল চিরকুটটায়।

পেছনের সরু সিঁড়িপথ ধরে প্রাসাদের সবচেয়ে গভীর অন্ধকূপের দিকে যেতে হবে এখন। পজি নামক এই অন্ধকূপে আটকে রাখা হতো কুখ্যাত সব অপরাধীদের।

আর এখানেই মিলিত হবার কথা ওর শুভাকাঙ্খীর সাথে।

স্টেফানোর চোখে আবার সেই গ্রীক অক্ষরটা ভেসে উঠল

Σ

মানে কী এর?

স্যাঁতস্যাঁতে হলটায় ঢুকে পড়ল সে। কালো পাথরের কারাপ্রকোষ্ঠের চাপে ভেঙ্গে পড়েছিল জায়গাটা। কোনও বন্দির পক্ষে এর ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকাই দায়। কনকনে শীতের সময় ঠাণ্ডায় জমে যেত কয়েদীরা। আবার ভেনিসের সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের সময় মারা যেত তৃষ্ণায়। কেউ মনে রাখত না ওদের কথা। শুধু ইঁদুরগুলো কখনোই ভুলত না।

ছোট্ট একটা পেনলাইটে ক্লিক করল স্টেফানো।

পজির সবচেয়ে নিচের এই স্তরটা একেবারেই নির্জন। আরও গভীরে ঢুকতেই পাথরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ওর পদক্ষেপ। শুনে মনে হচ্ছিল কেউ যেন অনুসরণ করছে। ভয়ের চোটে বুক কাঁপছিল ওর। কমিয়ে দিল হাঁটার গতি। বেশি দেরি হয়ে গেল নাকি? শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর,একটু আগে পেছনে ফেলে আসা সূর্যের আলোর অভাব বোধ করছে এখন।

স্টেফানো থেমে গেল। মনে হচ্ছিল ওর দিকে একটা মৃদু কম্পন ধেয়ে আসছে।

আরেকটু হলেই ভ্রম হিসেবে ধরে নিত ব্যাপারটাকে। এমন সময় শেষের কারাপ্রকোষ্ঠের দিকে থেকে আলো জ্বলে উঠল।

"কে ওখানে? চি..য়ে...লা?"

পাথরের ওপর জুতোর ঘষা খাওয়ার শব্দ শোনা গেল। ইতালীয় উচ্চারণে বিনম্র স্বরে কথা বলে উঠল কেউ একজন, "চিঠিটা আমিই পাঠিয়েছি, সিনর গ্যালো।"

ফ্ল্যাশলাইট হাতে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ছোটখাট গড়নের একজন। চোখ ধাঁধানো আলোতে কিছুই ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। ফ্ল্যাশলাইট নামিয়ে ধরার পর কিছুটা স্পষ্ট হলো মেয়েটার দেহাকৃতি। আগাগোড়া কালো চামড়ার পোশাকে মোড়ানো নিখুঁত শরীর। মাথায় বেদুইনদের মতো করে স্কার্ফ জড়ানোর কারণে মুখটা অস্পষ্ট। স্কার্ফের আড়াল থেকে চোখগুলো বেরিয়ে আছে, আর তাতে খেলা করছে আলোর প্রতিফলন। মেয়েটার শান্ত পদক্ষেপ দেখে স্টেফানোর বুক ধড়ফড় থেমে গেল।

BanglaBook.org

ঠিক যেন ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা ডার্ক ম্যাডোনা,,।

"তোমার কাছেই তো আছে জিনিসটা?"

"ইয়ে..মানে...আমার কাছে.." তোতলাতে তোতলাতে ওর দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেল স্টেফানো। চটের আবরণ সরিয়ে স্মারকস্তম্ভটাকে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল। "আমার কোনও কাজে আসবে না এই জিনিস। আপনি বলেছিলেন নিরাপদ কোথাও রাখতে পারবেন একে।"

"হ্যাঁ, পারব", জিনিসটা মাটিতে নামিয়ে রাখার ইঙ্গিত করল সে।

মিশরীয় পাথরটা মাটিতে নামিয়ে রেখে স্টেফানো যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কালো মার্বেল পাথরের তৈরি স্মারকস্তম্ভ। গোড়ার অংশ চতুর্ভুজাকৃতি, প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার। উপরের দিকে পিরামিডের মতো ক্রমশ সরুভাবে উঠে গিয়েছে প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার ধরে।

নিচের দিকে ঝুঁকে স্মারকস্তম্ভটা হাতে তুলে নিল সেই রহস্যময়ী। একহারা গড়নের জিনিসটার ওপর আলো ফেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল কিছুক্ষণ। মার্বেল পাথরগুলো যেমন অযত্নে গড়া, ঠিক তেমনই অযত্নে সংরক্ষিত। সারা গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ফাটল। এমন জিনিসের কথা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

অথচ কত রক্ত ঝরেছে জিনিসটাকে কেন্দ্র করে!

কাছে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। আলতো ছোঁয়ায় ওর হাত থেকে পেনলাইটটা নামিয়ে নিজের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাল। সাদা আলো হারিয়ে বেগুনি বর্ণ ধারণ করল চারপাশ। ধূলিকণাগুলো দৃশ্যমান হয়ে উঠল সহসাই। স্টেফানোর শার্টের সাদা ডোরাকাটা দাগগুলো জ্বলজ্বল করছে।

অতিবেগুনি রশ্মি!

আলো আছড়ে পড়ছে স্মারকস্তম্ভের গায়ে।

স্টেফানো নিজেও একইভাবে পরীক্ষা করেছিল জিনিসটা। চিঠির বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে সাক্ষী হয়েছিল এক অলৌকিক ঘটনার। আরেকটু সামনে ঝুঁকল সে। পাথরের চারটা দেয়ালই দেখা যাচ্ছে এখন।

দেয়ালগুলো আর ফাঁকা নেই। নীলচে আলোতে চারপাশে ফুটে উঠেছে কয়েকটা লাইন-

BanglaBook.org

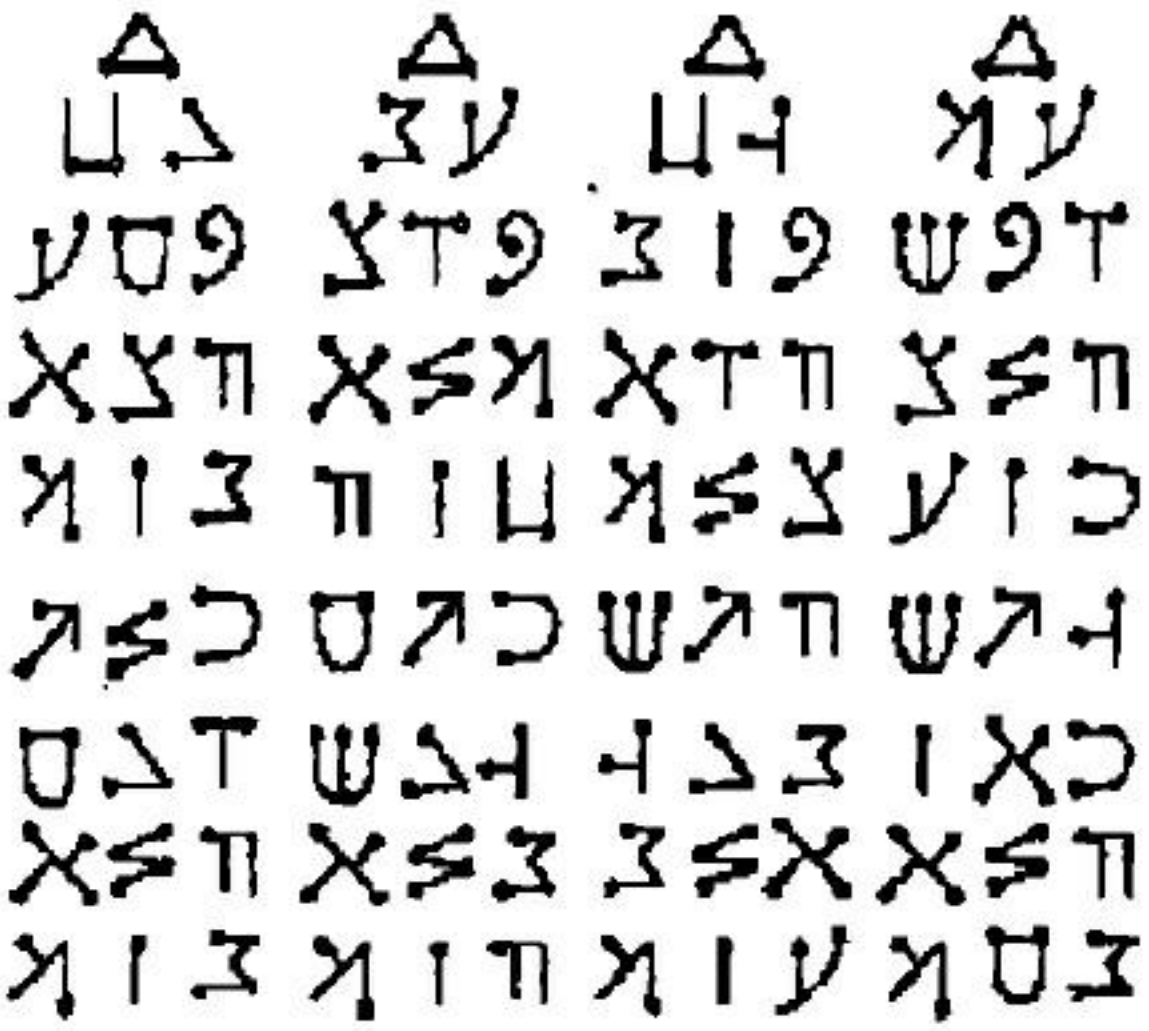

হায়ারোগ্লিফিক নয় এগুলো। আদি মিশরীয় ভাষারও আগে জন্ম এই ভাষার। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল স্টেফানো। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, "সত্যিই কি এই লেখাগুলো..."

ওপরের তলায় ফিসফিসিয়ে কথা বলে উঠল কেউ একজন। পেছন থেকে প্রতিধ্বনিত হলো সে কণ্ঠস্বর। সিঁড়ি বেয়ে কয়েক টুকরো ছোট পাথর গড়িয়ে পড়ল।

এক মুহূর্তে যেন রক্ত জমে গেল ওর। ভয়ে-আতঙ্কে ঘুরে দাঁড়াল সাথে সাথে।

অন্ধকারের এই আগন্তুককে চিনতে ভুল হয় না।

সেই মিশরীয় লোকটা।

ধরা পড়ে গেছে ওরা।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই হয়তো মেয়েটাও আলো নিভিয়ে ফেলেছে। বেগুনি রং উবে গিয়ে নিকষ আঁধারে ডুবে গিয়েছে চারপাশ।

পেনলাইটটা তুলে ধরল স্টেফানো। হয়তো ডার্ক ম্যাডোনার মুখে আশার আলো দেখা যাবে। কিন্তু নিজের মুখের দিকে তাক করা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দেখতে পেয়ে ভুল ধারণা ভাঙল ওর। আবারও বোকা বানানো হয়েছে ওকে।

"গ্রাসিয়ে, স্টেফানো।"

বজ্রপাতের মতো কাশির শব্দ... আর পিস্তলের মুখে ঝলসে উঠা আলোর আভাস। এই দুইয়ের মাঝে একটা চিন্তাই মাথায় এসেছিল ওর।

আমায় ক্ষমা করো, মারিয়া।

BanglaBook.org

০৩ জুলাই, দুপুর ১:১৬
ভ্যাটিকান সিটি

অনীহার সাথে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলেন মনসিনর ভিগর ভেরোনা। আগুনের শিখা আর ধোঁয়াশার দুঃসহ স্মৃতি তাকে তাড়া করে ফিরছিল। এতগুলো সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাঁপিয়ে গিয়েছেন। ষাট বছর বয়স্ক নিজেকে আরও বেশি বুড়ো মনে হচ্ছিল তার কাছে। মাঝপথে থেমে গিয়ে ওপরের দিকে তাকালেন তিনি। এক হাত দিয়ে কোমরটা ধরে রেখেছিলেন।

ওপরের সিঁড়ির সাথে আড়াআড়িভাবে চলে গিয়েছে অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম। শিল্পীর মইয়ের নিচ দিয়ে যাওয়াটাকে দুর্ভাগ্য মনে করা হয়, কিন্তু বাধ্য হয়েই সেটা করতে হলো। অন্ধকারে ঢেকে থাকা সিঁড়িপথ ধরে ওপরে উঠতে শুরু করলেন তিনি। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে টোরে ডেই ভেন্টিতে, যা কিনা টাওয়ার অফ উইন্ড হিসেবে পরিচিত।

নতুন রঙের ঝাঁঝালো গন্ধে প্রায় চোখের পানি বেরিয়ে আসার উপক্রম। এরইমাঝে অন্য একটা স্মৃতি ভাবিয়ে তুলছিল তাকে। অতীতের সেই আতঙ্ক কে ভুলে যেতে চান তিনি।

ঝলসানো চামড়া, অশ্রুময় ধুম্রজাল আর জ্বলন্ত ছাই...

বছর দুয়েক আগে, এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে জ্বলে উঠেছিল ভ্যাটিকানের কেন্দ্রে অবস্থিত এই গোটা ভবন। অনেক পরিশ্রমের পর ভবনটি তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে যাচ্ছে। ভিগরের প্রত্যাশা অনুযায়ী সামনের মাসে নতুন করে চালু হচ্ছে আবার। লালফিতা কেটে তিনি নিজেই উদ্বোধন করবেন।

তবে অতীতকে ভুলে যেতে হবে, এটাই আসল প্রত্যাশা।

ভবনের সবচেয়ে উপরের অংশের বিখ্যাত মেরিডিয়ান রুমের পুনরুদ্ধারের কাজও একদম শেষের দিকে। এখানে বসেই গ্যালিলিও প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। একদল কারিগর আর শিল্প ইতিহাসবিদদের তত্ত্বাবধায়নে দীর্ঘ আঠারো মাস যত্নশীলভাবে কাজ করার পর এই ঘরের মূল্যবান বস্তুগুলো ঝুল আর ছাই থেকে মুক্তি পেয়েছে।

অবশ্য তুলি আর রঙের আঁচড়ে তো আর সবকিছু পুনরুদ্ধার করা সম্ভব না!

আরকাইভো সেগ্রেত্তোর নতুন প্রিফেক্ট হিসেবে ভিগোর জানেন, ভ্যাটিকানের গোপন আর্কাইভের কতটা অংশ চিরতরে হারিয়ে গেছে আগুন,ধোঁয়া আর পানির সাথে মিশে। হাজারো প্রাচীন বই, উদ্ভাসিত নিবন্ধ আর আর্কাইভাল রেজিস্ট্রা- চামড়ার প্যাকেটে মোড়ানো পার্চমেন্ট আর কাগজাদি।

"প্রিফেত্তো ভেরোনা!"

BanglaBook.org

আরেকটা কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে আচমকাই বর্তমানে ফিরে এলেন তিনি। সিঁড়ির উপর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠটা তাঁর সহকারী ক্লডিওর। একজন সেমিনারি ছাত্র সে। আগে থেকেই মেরিডিয়ান রুমে ভিগোরের অপেক্ষায় ছিল ক্লডিও। সিঁড়ি থেকে ওপরের ঘরকে আলাদা করে রাখা প্লাস্টিকের তারপুলিনটা হাতে ধরে রেখেছিল।

ঘণ্টাখানেক আগে ভিগরকে পুনরুদ্ধারকারী দলের প্রধান কর্মকর্তা ডেকে পাঠিয়েছেন। জরুরি ভিত্তিতে তলব করা হয়েছে তাঁকে। "তাড়াতাড়ি আসুন। একই সাথে ভয়ঙ্কর এবং চমৎকার জিনিস আবিষ্কার করেছি আমরা।"

তাই নিজের অফিস ছেড়ে নতুন রঙে রাঙানো ভবনটার দিকে পা বাড়ালেন তিনি। ভ্যাটিকানের রাষ্ট্রীয় সম্পাদকের সাথে মিটিং এর জন্য কালো আলখেল্লাটা পরেছিলেন–সেটা না বদলেই রওয়ানা হলেন। ভারী পোশাকে এত দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে উঠার সময় মনে মনে আফসোসই করছিলেন ভিগর। অবশেষে সহকারীর কাছে পৌঁছে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন।

"এদিকে প্রিফেক্টো।" তেরপলটাকে একপাশে সরিয়ে নিল ক্লডিও।

ওপরের ঘরটা একদম চুলার মতো গরম হয়ে আছে। দু'বছর আগের আগুনের তাপ যেন এখনও ধরে রেখেছে দেয়ালগুলো। মধ্যাহ্নের সূর্যে ভ্যাটিকানের সবচেয়ে লম্বা এই ভবনটা একেবারে পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। পুরো রোমের তাপমাত্রা অনেক চড়া হয়ে আছে ইদানীং। ভিগর শীতল বাতাসের জন্য প্রার্থনা করলেন। একমাত্র বাতাসের ঝাঁপটাই পারে টোরে ডে ভেন্টির নামের স্বার্থকতা প্রমাণ করতে।

তার ঘর্মাক্ত কপালের কারণ শুধু এই উষ্ণ আবহাওয়া আর সিঁড়ি বেয়ে ওঠাই নয়। সেই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের পর এই ভবনের উপরতলায় পা রাখেননি তিনি।

ক্লডিওর আগে আরেকজন সহকারী ছিল তার–জ্যাকব।

আগুন শুধু এখানকার বইগুলো কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি।

"চলে এসেছেন তাহলে", গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন কেউ।

ডঃ ব্যালথেজার পিনোসো, মেরিডিয়ান রুমের পুনরুদ্ধারকার্যের পরিদর্শক। বৃত্তাকার চেম্বারে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। লম্বা সাদা পোশাকে, সাত ফুট লম্বা দৈত্যাকৃতির লোকটাকে সার্জনদের মতো দেখাচ্ছে। ভিগরের পূর্ব পরিচিত তিনি। একসময় গ্রেগরীয়ান ইউনিভার্সিটির আর্ট হিস্ট্রি বিভাগের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আর ভিগর সেখানেই পন্টিফিসিয়াল ইন্সটিটিউট অফ ক্রিশ্চান আর্কিওলজি এর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

"এত তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্য ধন্যবাদ প্রিফেক্ট ভেরোনা!" হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রিফেক্টের ধীরগতির জন্য তাঁকে ব্যঙ্গ করলেন ব্যালথেজার।

এই মৃদু ভর্ৎসনাকে সহজভাবেই গ্রহণ করলেন ভিগর–যদিও আর্কাইভের গুরুদায়িত্ব গ্রহণের পর সবাই তার সাথে শ্রদ্ধাভরেই কথা বলে। "আপনার মতো লম্বা পা যদি থাকত আমার! তাহলে একবার পা ফেলে দুই ধাপ এগোতাম আর ক্লডিওর আগেই এসে পৌঁছাতাম।"

BanglaBook.org

"তাহলে তো খুব দ্রুত কথা শেষ করতে হয়। আপনার বিকালের ঘুম নষ্ট করতে চাই না আমি।"

এই উৎফুল্লতার আড়ালে কিছুটা দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পেলেন ভিগর। পুনরুদ্ধার কাজে নিয়োজিত দলের কেউই সেখানে নেই। আগেই তাদের সরিয়ে দিয়েছেন ব্যালথেজার। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভিগর ক্লডিওর দিকে ইশারা করলেন।

"আমাদের কিছু জরুরি কথা আছে, ক্লডিও।"

"অবশ্যই প্রিফেক্টো।"

ক্লডিও চলে যাবার পর ভিগর তার প্রাক্তন সহকর্মীর দিকে মনোযোগী হলেন, "কেন এত জরুরি তলব, ব্যালথেজার?"

"আসুন, আমি দেখাচ্ছি।"

ব্যালথেজার চেম্বারের দূরবর্তী কোণ বরাবর হাঁটতে শুরু করলেন। ভিগর লক্ষ্য করলেন যে ঘরটার পুনরুদ্ধার কাজ প্রায় শেষের দিকে। গোলাকার দেয়াল আর ছাদ জুড়ে নিক্কোলো চার্চিগনানি-এর বিখ্যাত সব চিত্রকর্ম সাজানো। দেবদূত আর মেঘমালার উপস্থিতিতে বাইবেলের নানা দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটা জায়গায় এখনও সিল্ক গ্রিডের উপস্থিতি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আরও কিছু কাজ বাকি। তবে বেশির ভাগ সংস্কারই শেষ। এমনকি মেঝেতে খোদাই করা রাশিচক্রও ঝকঝক করছে।

ঘরের কোণার দিকের কাপড়ে মোড়ানো একটা অংশ সরালেন ব্যালথেজার। ছোট একটা কুঠুরির মতো দেখা যাচ্ছে সেখানে। মজবুত দরজার ভেতরের অংশটা এখনও প্রায় অক্ষত। ওপরের কাঠের অনেকটা অংশ আগুনে পুড়েছে অবশ্য।

দরজার ওপরের একটা ব্রোঞ্জের খিলে টোকা দিলেন তিনি। "এই দরজার ভেতরের মূল অংশ ব্রোঞ্জ নির্মিত। এর কারণেই ভেতরের জিনিসগুলো আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সৌভাগ্যই বলতে হয়।"

ভিগরের কৌতূহল চরম মাত্রায় পৌঁছাল, "কী আছে ভেতরে?"

দরজাটা টেনে খুললেন ব্যালথেজার। একটা সংকীর্ণ, জানালাবিহীন পাথরের ঘর।

ভেতরে পাশাপাশি দুইজন দাঁড়ানোও কষ্টসাধ্য। ঘরের দুই পাশে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত দুইটি তাক উঠে গিয়েছে। নতুন রঙের ঝাঁঝালো গন্ধকে হার মানিয়ে প্রকটভাবে ছড়িয়ে আছে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব। আধুনিকতার আবেশে প্রাচীনত্বকে মুছে ফেলা যায় না, তারই জানান দিচ্ছিল ঘরটা।

"ঘরটা পরিষ্কার করতে গিয়ে এই জিনিসগুলো পাওয়া যায়," ব্যালথেজার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। "তেমন তাৎপর্যপূর্ণ কিছু পাওয়া যায়নি অবশ্য। বেশিরভাগই জ্যোতির্বিদ্যা আর নৌসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক কাগজপত্র," ভেতরে পা দিতে দিতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, "এখানকার শ্রমিকদের ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমার। মেরিডিয়ান রুম নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলাম। তবে রাতে পাহারা দেবার জন্য একজন সুইস গার্ডকে রাখা হয়েছিল। ভেবেছিলাম সবকিছু নিরাপদ থাকবে।"

লম্বা লোকটাকে অনুসরণ করে ছোট্ট ঘরটায় ঢুকলেন ভিগর।

BanglaBook.org

"যন্ত্রপাতি রাখার কাজেও এই ঘরটাই ব্যবহার করেছি আমরা।" একটা তাকের নিচের দিকে নির্দেশ করলেন ব্যালথেজার।

মাথা ঝাঁকালেন ভিগর, গরমে অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। "বুঝলাম না। তাহলে আমাকে ডাকা হলো কেন?"

"এক সপ্তাহ আগে..." বিড়বিড় করে উঠলেন ব্যালথেজার। "একজনকে এই ঘর থেকে বেরোতে দেখে ধাওয়া করে দারোয়ান।"

"আমাকে জানানো হয়নি কেন? কিছু চুরি হয়েছে?" ভিগর জিজ্ঞাসা করলেন।

"নাহ। শুধু এইটুকুই। আপনি মিলানে ছিলেন তখন। আমি ভেবেছিলাম ছিঁচকে চোর হবে হয়তো, কর্মীদের আসা যাওয়ার ফাঁকে ঢুকে পড়েছে। ওই ঘটনার পর এখানে আরেকজন পাহারাদার নিয়োগ করেছিলাম।"

কথা চালিয়ে যাবার জন্য ইশারা করলেন ভিগর।

"আজ সকালে, একজন আর্ট রিস্টোরার এসেছিলেন ঘরটায়। তিনি ঢোকার সময় বাতি জ্বালানো ছিল।"

পাশের ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে ভিগরের পেছনে এসে দাঁড়ালেন ব্যালথেজার। দরজা বন্ধ করে একটা ছোট্ট হ্যান্ড ল্যাম্প জ্বালালেন। বেগুনি আলোয় ছেঁয়ে গেল পুরো ঘর। "পুনরুদ্ধার কাজের সময় আমরা অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহার করে থাকি। খালি চোখে দেখা যায় না, এমন অনেক কিছুই ধরা পড়ে এই আলোতে।"

মার্বেলের মেঝের দিকে নির্দেশ করলেন ব্যালথেজার।

ল্যাম্পের আলোতে ফুটে ওঠা ছবিটা আগেই লক্ষ্য করেছিলেন ভিগর। মেঝের ঠিক মাঝ বরাবর অপরিপক্ব হাতে আঁকা একটি নকশা।

কুঁকড়ে থাকা একটা ড্রাগনের প্রতীক, লেজটা শরীরের ওপর পেঁচিয়ে রাখা।

ছবিটা দেখে ভিগরের দম আটকে যাচ্ছিল। আতঙ্ক আর অবিশ্বাস ভরা মনে এক পা পিছিয়ে গেলেন তিনি। রক্তমাখা চিৎকার এর কথা মনে পড়ে গেল সহসাই।

কাঁধে হাতে রেখে ব্যালথেজার তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। "আপনি ঠিক আছেন তো?"

কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিলেন ভিগর। "আমি...আমি ঠিকই আছি।"

নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করতেই হয়তো তিনি উজ্জ্বল নকশাটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলেন। এই প্রতীক তার বেশ পরিচিত, দ্য সিজিল অফ অর্ডিনিস ড্রাকোনিস–সার্বভৌম রাজকীয় ড্রাগন কোর্ট।

ব্যালথেজার তার চোখের দিকে তাকালেন। বেগুনি আলোতেও ধবধবে সাদা চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে। দু'বছর আগে এই ড্রাগন কোর্টের কারণেই ঘটেছিল সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। গোপন আর্কাইভের প্রাক্তন বিশ্বাসঘাতক প্রিফেক্ট, পিফেট্রো আলবেরো জড়িত ছিলেন সে ঘটনার সাথে। মারা গেছেন তিনি। ভিগর ভেবেছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে এ গল্পেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আগুন আর ছাইয়ের ভেতর থেকে ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠা এই ভবন ভুলিয়ে দিয়েছে সবকিছু।

কিন্তু এই চিহ্নটা এখানে কী করছে?

BanglaBook.org

নতজানু হয়ে বসতে গিয়ে বাম হাটুতে সামান্য ব্যথা অনুভব করলেন ভিগর। চিহ্নটা বেশ তাড়াহুড়া করে আঁকা। ঠিকঠাক মতো আঁকার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যালথেজার তার কাধের কাছে ঝুঁকলেন। "ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। সম্প্রতিই আঁকা হয়েছে চিহ্নটা। আমার মনে হয় এই সপ্তাহেই।"

"সেই চোর..." ঘটনার শুরুর দিকের কথা স্মরণ করে অস্ফুট স্বরে বললেন ভিগোর।

"কোনও সাধারণ চোর বলে মনে হচ্ছে না।"

নিজের হাঁটু মালিশ করতে করতে ভাবলেন তিনি। এই চিহ্নের নিগূঢ় কোনও অর্থ রয়েছে। কোনও হুমকি অথবা সতর্কবার্তা, হয়তোবা ভ্যাটিকানের অন্য কোনও ড্রাগন কোর্টের প্রতি প্রেরিত বার্তা। ব্যলথেজারের ম্যাসেজের কথা মনে পড়ল তার ভয়ঙ্কর আর চমৎকার জিনিস আবিষ্কার করেছি আমরা। ড্রাগনের দিকে তাকিয়ে ভিগর ভয়াবহতার ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।

ব্যলথেজারের দিকে ঘুরে তিনি বললেন, "আপনি কিন্তু চমৎকার কিছু একটার কথাও বলেছিলেন।

মাথা নাড়লেন ব্যালথেজার। পেছনে গিয়ে ঘরের দরজা খুলে দিলেন। ছোট্ট ঘরটা বাইরের ঘর থেকে আসা আলোতে এক মুহূর্তের মাঝে আলোকিত হয়ে উঠল। উজ্জ্বল আলোকছটায় জ্বলন্ত ড্রাগনটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

একই সাথে ভিগর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"এদিকে দেখুন।" ভিগরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন ব্যালথেজার। "ড্রাগনের ছবিটা না থাকলে এটার কথা জানতাম না আমরা।"

এক হাতের ওপর ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন ভিগর। পাথরের মেঝের উপর হাত বুলিয়ে কিছু একটা অনুভব করলেন।

"ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখার পর এটা খুঁজে পেয়েছি। ফ্লুরোসেন্ট পেইন্টটা পরীক্ষা করছিলাম তখন। আপনার জন্য অপেক্ষা করার সময় খোদাই করা জায়গাটার ধুলা ময়লা পরিষ্কার করেছি।

পাথরের মেঝের দিকে তাকিয়ে ভিগর বললেন, "কী ধরনের খোদাই?"

"আরেকটু কাছে আসুন। হাত দিয়ে অনুভব করুন এখানটায়।"

সেদিকে মনোযোগ দিলেন ভিগর। চোখে যা দেখেছিলেন,হাতের ছোঁয়ায় তার চেয়ে বেশি অনুভব করলেন–অন্ধ লোকেরা যেভাবে ব্রেইল পড়ে থাকে। পাথরের উপর অস্পষ্টভাবে একটা লিপি উল্লেখিত-

খোদাইকৃত এই অংশটা যে অনেক পুরনো কিছু নির্দেশ করছে, সেটা বোঝার জন্য ব্যালথেজারের মতামত জানার প্রয়োজন নেই। চিহ্নগুলোকে বৈজ্ঞানিক কিছু বলেই মনে হয়। তবে পদার্থবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত কিছু নয়। পন্টিফিসিয়াল ইন্সটিটিউট

BanglaBook.org

অফ খ্রিষ্টিয়ান আরকিওলজি এর প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এককালে দায়িত্ব পালন করেছেন ভিগর। চিহ্নগুলোর মাহাত্ম্য ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন।

ব্যালথেজার তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন। গলা নিচু স্বরে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি যা ভাবছি, এটা কি সত্যিই তাই?"

হাতের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বসলেন ভিগর। "হিব্রু ভাষার চেয়েও পুরনো এই লিপি।"

"কিন্তু এই লিপি এখানে এলো কীভাবে? এর মানেই বা কী?

মাথা নাড়লেন ভিগর। মেঝের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার সময় মনে আরেকটা প্রশ্ন জাগল। ড্রাগন সিজিলটা আবারও ভেসে উঠল-এবার অবশ্য তার মনের চোখে। অতিবেগুনি রশ্মি নয়, দ্বিধাই আলোকিত করেছিল সেই চিহ্নকে। পাথরের ওপর ড্রাগনটা এই প্রাচীন লিপিকে রক্ষাকর্তার মতো করে ঘিরে রেখেছে।

বন্ধুর কথাগুলো আবারও মনে পড়ল-"ড্রাগনের ছবিটা না থাকলে এটা খুঁজে পেতাম না আমরা।" হয়তো এই প্রাচীন লিপিকে রক্ষা করা, ড্রাগনের উদ্দেশ্য নয়। লেখাটাকে আলোকিত করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই মুখ্য।

কিন্তু কার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়?

ড্রাগনের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবারও নিজের হাতের উপর জ্যাকবের দেহের ভার অনুভব করলেন তিনি। ঝলসে যাওয়া ধূমায়মান মৃতদেহ!

সেই মুহূর্তে হঠাৎ করেই সত্যটা উপলব্ধি করলেন ভিগর। এই বার্তা বিশ্বাসঘাতক প্রিফেক্ট আলবার্তোর মতো অন্য কোনও ড্রাগন কোর্টের কর্তাব্যক্তির উদ্দেশে নয়। এই বার্তা এমন কারো জন্য, যিনি ড্রাগন কোর্টের ইতিহাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আর তিনিই বুঝবেন এর মাহাত্ম্য।

ভিগরের জন্য এই বার্তা।

কিন্তু কেন? মানে কী এর?

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন ভিগর। তিনি জানতেন, এ ব্যাপারে একজনই তাকে সাহায্য করতে পারবে। এক বছর যাবত অবশ্য লোকটার সাথে কোনও যোগাযোগ নেই। বিশেষ করে তার ভাতিজির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর, যোগাযোগ রাখার আর কোনও প্রয়োজনও ছিল না। তবে ভিগর জানতেন যে, শুধু ভগ্ন হৃদয়ের কারণে এই মৌনতার সৃষ্টি নয়। এই ভবনের মতো করেই তাকে রক্তাক্ত অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয় সেই লোকটা। যে অতীতকে তিনি ভুলে যেতে চান।

কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নেই।

ড্রাগন সিজিলটা সতর্ক বার্তা জানাচ্ছে।

তাঁর এখন সাহায্য প্রয়োজন।

BanglaBook.org

জুলাই ৪, রাত ১১:৪৪
টাকোমা পার্ক, মেরিল্যান্ড

"গ্রে, রান্নাঘরের আবর্জনাগুলো ফেলে আসতে পারবে?"

"এখনই আসছি, মা।"

লিভিং রুম থেকে বিয়ারের আরেকটা খালি বোতল কুড়ালো কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স। ওর বাবা মায়ের বাড়িতে চৌঠা জুলাই উদযাপন চলছে আজ। হাতে ধরে রাখা প্লাস্টিক বিনে বোতলটাকে চালান করে দিল সে। অবশেষে পার্টি ঝিমিয়ে পড়েছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল একবার। প্রায় মাঝরাত হতে চলল।

প্রবেশপথের টেবিল থেকে আরও দুটো বোতল পাওয়া গেল। খোলা দরজার সামনে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থামল গ্রে। ফুরফুরে বাতাস বইছে বাইরে। জেসমিন ফুলের গন্ধে ভরা আজকের রাতটা। উৎসব উপলক্ষে আতশবাজি হয়েছিল সন্ধ্যার পর। ফুলের গন্ধের পাশাপাশি সে ধোঁয়ার গন্ধও ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। একটু দূর থেকে শিস বাজানোর শব্দ আর আনন্দধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সে আওয়াজে ক্ষিপ্ত হয়েই বাড়ির আঙ্গিনায় একটা কুকুর ডেকে উঠল।

গ্রে'র বাবা মায়ের এই বাড়িটা ক্র্যাফটম্যানস বাংলো ধাঁচের। মেরিল্যান্ডের অগ্নিঝরা গ্রীষ্মের দাবদাহের পর শীতের আগমন ঘটেছে। অল্প ক'জন অতিথি বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে শীতল রাতটাকে উপভোগ করছিলেন। ঘণ্টাখানেক আগে এখানে দাঁড়িয়েই আতশবাজি দেখছিলেন তারা। রাত বাড়ার সাথে সাথে অতিথিরা আস্তে আস্তে চলে যেতে শুরু করলেন। শক্তপোক্ত ধাঁচের কয়েকজন তখনও বহাল তবিয়তে ছিলেন অবশ্য।

এমনই একজন হচ্ছেন গ্রে'র বস।

ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো একটা থামের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পাশে অবস্থানরত লোকটা গ্রে'র মায়ের অধীনস্থ একজন টিচিং এসিস্ট্যান্ট। দেশের যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করছিলেন মিস্টার ক্রো। উৎসবের দিনেও যেন সিগমা ফোর্সের পরিচালক সাহেব, সুনিপুণ চিকিৎসকের মতো আঙুল দিয়ে নাড়ি পরীক্ষা করছিলেন গোটা বিশ্বের।

আর সেকারণেই একজন সুযোগ্য পরিচালক হতে পেরেছেন তিনি।

সিগমা ফোর্স মূলত ডারপা-এর গবেষণা এবং উন্নয়ন বিভাগের গোপন পরিচালনাক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে থাকে। সদস্যগণ আমেরিকার নিরাপত্তার সাথে জড়িত প্রযুক্তিগত বিষয়গুলোর সুরক্ষা প্রদান এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য নিযুক্ত। দলটি গঠিত হয়েছে প্রাক্তন স্পেশাল ফোর্স সোলজারদের সমন্বয়ে। গোপনে বাছাইকৃত সদস্যদের বিভিন্ন কঠোর ডক্টোরাল প্রোগ্রামে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আর এভাবেই, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই সামরিক দল।

BanglaBook.org

অবশ্য গ্রে'র বন্ধু এবং সিগমা ফোর্স-এর সদস্য মঙ্ক, তামাশার ছলে এই দলের লোকদের খুনে *বিজ্ঞানী* বলে অভিহিত করে।

সঙ্গত কারণেই ডিরেক্টর ক্রো এর কাঁধে বিরাট দায়িত্বভার অর্পিত। বারান্দার রেলিংয়ে রাখা সিঙ্গেল মল্ট স্কচটাকেই তার আজ রাতের বিনোদনের উৎস বলে মনে হচ্ছিল। সারা সন্ধ্যা ধরে এর পরিচর্যা করে চলেছেন তিনি।

মোমবাতির স্তিমিত আলোতে, ডিরেক্টরের দীর্ঘ ছায়া সৃষ্টি হয়েছিল। কালো পায়জামা আর ইস্ত্রি করা লিনেনের শার্ট পরে আছেন তিনি। বংশসূত্রে হাফ নেটিভ আমেরিকান, চেহারার ভাজগুলো দেখে সহজেই তা আন্দাজ করা যায়।

সেই ভাঁজের দিকেই তাকিয়ে ছিল গ্রে। হাবভাবের কোনও পরিবর্তন ঘটে কিনা তাই লক্ষ্য করছিল বোধহয়। অনেক চাপের ভেতর আছেন পেইন্টার। সিগমা ফোর্সের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে এনএসএ এবং ডারপা-এর ব্যাপক হিসাবনিকাশ চলছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো করেই যেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে এক ধরনের মেডিকেল ক্রাইসিস দানা পাকিয়ে উঠেছে। সিগমার ভূগর্ভস্থ অফিসের বাইরে কিছুটা সময় কাটানো দরকার ছিল পেইন্টারের।

আজ রাতের মতো একটা উপযুক্ত সময়।

তবুও, কর্তব্যকে নিজের মাথা থেকে কখনোই সরিয়ে রাখতে পারেন না ডিরেক্টর।

যেন সেটা প্রমাণ করতেই, উঠে পড়লেন পেইন্টার। হাতঘড়ি দেখতে দেখতে গ্রে'র উদ্দেশে বললেন, "আমার যাওয়া উচিত। ভাবছিলাম একবার অফিস হয়েই যাই, লিসা আর মঙ্ক ঠিকমতো পৌঁছালো কিনা!"

ডঃ লিসা কামিংস আর মঙ্ক কক্কালিস-এই দুই বিজ্ঞানীকে একটি মেডিকেল ক্রাইসিসের তদন্ত করার জন্য ইন্দোনেশীয়ান দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো হয়েছিল। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন-এর পক্ষ থেকে পাঠানো এই বিজ্ঞানীদ্বয় আজ সকালেই যাত্রা করেছে।

এগিয়ে এসে করমর্দন করল গ্রে। সে জানত, লিসা আর মঙ্কের এই যাত্রা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন পেইন্টার। ফিল্ড ডিরেক্টরের দায়িত্বকে ছাপিয়ে গিয়েছে ভালবাসার সাথে মিশে থাকা উদ্বেগ।

"লিসা ঠিকই আছে," গ্রে আশ্বস্ত করল তাকে, "কখনোই এত দীর্ঘ সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন থাকেননি লিসা আর পেইন্টার। "শুধু কোনে তুলা গুঁজে রাখলেই হবে আর কি! মঙ্কের নাক ডাকার আওয়াজে তো জেট প্লেটের ইঞ্জিনও বিগড়ে যাবার কথা। আর হ্যাঁ, মঙ্ক-এর কথায় মনে পড়ল, যেকোনও খবর পাওয়া মাত্র ক্যাটকে জানাবেন-"

পেইন্টার ওকে থামিয়ে দিলেন। "ক্যাটের কল্যাণে আজ সন্ধ্যায় আমার ব্ল্যাকবেরি দুইবার বেজেছে। কোনও খবর পেয়েছি নাকি জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে ও," স্কচের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। "যেকোনও খবর পেলেই ওকে ফোন করব।"

BanglaBook.org

"আমার ধারণা, মঙ্কই আপনার আগে ফোন করবে ওকে। দুই দুইজন মানুষ ওর অপেক্ষায় মুখ চেয়ে আছে।"

ক্লান্তিমিশ্রিত ম্লান হাসি ফুটে উঠল পেইন্টারের মুখে।

মাস তিনেক আগে মঙ্ক আর ক্যাটের ঘরে নতুন অতিথি এসেছে। ছয় পাউন্ড তিন আউন্স ওজনের মেয়েটির নাম রাখা হয়েছে, পেনেলোপে অ্যান। সাম্প্রতিক এই ফিল্ড অপারেশনে নিযুক্ত হবার পর, মঙ্ক ঠাট্টায় মেতে উঠেছিল-যাক বাবা, মাঝরাতে বাচ্চার ডায়াপার বদলানো আর খাওয়ানোর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। কিন্তু নিজের স্ত্রী আর সদ্যপ্রসূত কন্যাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় বন্ধুর হৃদয়ে যে হাহাকার হচ্ছিল, তার কিছুটা হলেও টের পাচ্ছিল গ্রে।

"আসার জন্য ধন্যবাদ, ডিরেক্টর। সকালে দেখা হচ্ছে আপনার সাথে।"

"তোমার বাবা-মা কে আমার ধন্যবাদ জানিও।"

বাড়ির পেছনদিকে একটা বিচ্ছিন্ন গ্যারেজ। সেদিক থেকে ভেসে আসা আলোর দিকে তাকাল গ্রে। ওর বাবা কিছুক্ষণ আগে সেখানে ঢুকেছেন। ইদানীং সামাজিক পরিস্থিতিগুলো কিছুতেই সামলাতে পারছেন না তিনি। অ্যালঝেইমারস তাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে সবার নাম। বারবার একই প্রশ্ন করছেন। এই হতাশা থেকেই মন কষাকষি হয়েছে বাপ-ছেলের মাঝে। তারপর গ্যারেজে উঠে গিয়েছেন, কী করছেন কে জানে!

বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন গ্যারেজটায় নিজেকে আড়াল করে রাখার প্রবণতা তার দিন দিন বেড়ে চলেছে। গ্রে'র ধারণা, ওর বাবা নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য এ কাজটা করেন না। বরং নিজের চিন্তাধারা অন্য কারো সাথে খাপ না খাওয়ায়, সবাইকে এড়িয়ে চলেন তিনি। কাঠের তক্তার ওপর করাত ঘষে নিজেকে সান্ত্বনা দেন। তারপরেও সবকিছুকে ছাপিয়ে, বাবার চোখে আতঙ্কের আভাস দেখতে পায় গ্রে।

"জানিয়ে দেব," অস্ফুট স্বরে বলল সে।

আস্তে আস্তে সবাই চলে যেতে শুরু করল। কিছুক্ষনের মধ্যেই খালি হয়ে গেল বারান্দাটা।

"গ্রে," ভেতর থেকে মায়ের গলা শোনা গেল। "আবর্জনা...."

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাজে লেগে গেল গ্রে। ঝুঁকে পড়ে সংগ্রহ করতে শুরু করল ছড়িয়ে থাকা খালি বোতল, ক্যান আর প্লাস্টিকের কাপ। মাকে সাহায্য করার পর সাইকেলে করে নিজের এপার্টমেন্টে ফিরে যাবে আবার। বারান্দার দরজা পেরিয়ে এসে বাতি নিভিয়ে দিল ও তারপর কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। থালাবাসন পরিষ্কার করার শব্দ ভেসে আসছিল সেখান থেকে।

"আমি করছি মা," রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল গ্রে। "তুমি শুয়ে পড়।"

সিঙ্ক থেকে সরে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। সুতি স্ল্যাকস, সাদা সিল্কের ব্লাউজ আর চেক আপ্রন পরে আছেন তিনি। মায়ের বেড়ে চলা বয়স প্রায়ই বিস্মিত করে গ্রে'কে। আজও কিছুক্ষনের জন্য থমকে দাঁড়াল সে, মা'র রান্নাঘরে এই বৃদ্ধা কোত্থেকে আসল?"

একটা ভেজা তোয়ালে ছুড়ে দিয়ে ওর বিভ্রান্তির অবসান ঘটালেন মা।

"আবর্জনাগুলোর ব্যবস্থা কর। এখানে আমার কাজ প্রায় শেষের দিকে। আর বাবাকে ঘরে আসতে বল। রাতের বেলা ওর কাঠের কারবারে পাশের বাড়ির এডেলম্যান পরিবার খুব বিরক্ত হয়। ওহ...বেঁচে যাওয়া বারবিকিউ চিকেনগুলো মুড়িয়ে রেখেছি। গ্যারেজের ফ্রিজে রেখে আসতে পারবে ওগুলো?"

"আরেকবার আসতে হবে তাহলে," ময়লা ভর্তি প্লাস্টিকের বস্তাটা এক হাতে তুলে নিল গ্রে। খালি বোতলে ভরা বাক্সটা বাহুর নিচে আঁকড়ে ধরল। "এখুনি আসছি।"

পেছনের দরজাটা ঠেলে খোলার জন্য নিজের পশ্চাৎদেশের সাহায্য নিল সে। সতর্কতার সাথে দু'ধাপ পেছানোর পর গ্যারেজ বরাবর এগোতে লাগল। গার্বেজ ক্যানগুলো সারিবদ্ধভাবে রাখা ওদিকটায়। বোতলগুলো যাতে কোনও শব্দ না করে, সেটা মাথায় রেখেই ধীরপায়ে এগোচ্ছিল সে। একটা পানির ফোয়ারা বাঁধ সাধল তাতে।

হোঁচট খাওয়ার পর ভারসম্য রক্ষা করতে যাবে, আর ঠিক তখনই বাক্সবন্দী বোতলগুলো ঝনঝন করে উঠল। পাশের বাড়ির স্কটিশ টেরিয়ার কুকুরটা অভিযোগের সুরে ঘেউঘেউ করতে লাগল সাথে সাথেই।

ধ্যাত্তেরি.....

গ্যারেজ থেকে চিৎকার করলেন বাবা, "কে ওখানে? গ্রে নাকি? এখানে এসে আমাকে সাহায্য কর তো।"

গ্রে বুঝতে পারল না, কী করা উচিত ওর। বাবার সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় এক দফা কথা কাটাকাটি হয়েছে। মাঝরাতের এই সময়ে সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চায় না। বলতে গেলে প্রায় সারাজীবনই বাবা-ছেলের মধ্যে মন কষাকষি লেগে থাকত। বিগত কয়েক বছরে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু গত মাসে বাবার কগনিটিভ টেস্টের অবনতি ঘটার পর থেকে আবার দু'জনের সম্পর্কে কেমন যেন থমথমে ভাব ফিরে এসেছে।

"গ্রে!"

"একটু অপেক্ষা কর বাবা!" আবর্জনাগুলো একটা খোলা ক্যানে ঢেলে বোতলের বাক্সটা তার পাশে নামিয়ে রাখল ও। তারপর নিজেকে গালি দিতে দিতে গ্যারেজের দিকে এগোতে শুরু করল।

কাঠের গুঁড়ো আর তেলের গন্ধ খারাপ দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। স্ট্র্যাপটা ধর, গাধা কোথাকার...আমার যন্ত্রপাতিতে হাত দেয়ার আগে যাতে তোমার দুইবার ভেবে নিতে হয়, সে ব্যবস্থা করব আজ...তোমার মোটা মাথাটা কাজে লাগাও বেকুব, নাহলে কিন্তু.....

হাঁটু গেড়ে বসে আছেন বাবা। পাশে একটা খালি কফির কৌটাভর্তি ছয়পেনি দামের পেরেক। ওগুলোকে ঝাড়ামোছা করছিলেন তিনি। মেঝের ওপর রক্তের ধারা দেখতে পেল সে। বাবার বাম হাত থেকে রক্ত পড়ছে!

BanglaBook.org

গ্রে ঢোকামাত্র উঠতে গেলেন তিনি। ফ্লুরোসেন্ট লাইটের আলোতে, তাদের মুখের ছাপ আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে–যা দেখে রক্তের সম্পর্ক বুঝতে ভুল হয় না। বাবার নীল চোখগুলো ঠিক গ্রে'র মতোই দৃঢ়। দু'জনের সেই একই ধারালো গড়নের মুখ আর লম্বাটে চোয়াল-ওয়েলশ হেরিটেজের প্রতীক আর কি! অস্বীকারের কোনও উপায়ই নেই। দিন দিন বাবার মতো হয়ে যাচ্ছে ও, পার্থক্য শুধু মিশমিশে কালো চুলেই। বয়সের ভারে বাবার কয়েকগাছি চুল ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে।

রক্তাক্ত হাত দেখতে পেয়ে বাবার উদ্দেশে বলল গ্রে, "হাতটা পরিষ্কার করে এসো, বাবা।"

"আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না।"

তর্ক বাধা গিয়েও কী মনে করে যেন থেমে গেল ও। তার চেয়ে বরং বাবাকে সাহায্য করা যাক। সামনের দিকে ঝুঁকে বসে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?"

"কাঠের স্ক্রু খুঁজছিলাম।" কেটে যাওয়া হাতটা দিয়ে কর্মস্থলের দিকে ইশারা করলেন তিনি।

"কিন্তু এগুলো তো পেরেক।"

বাবার চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। "গোয়েন্দাগিরি ফলাতে এসোনা, শার্লক!" তার স্থির দৃষ্টিতে ঠিকরে পড়ছিল রাগের আভাস। অবশ্য গ্রে জানত যে, এই রাগ শুধু ওর ওপরে নয়।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই চুপচাপ পেরেকগুলো কফির কৌটায় ভরে রাখছিল ও। নিজের দুই হাতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ওর বাবা–একটা রক্তাক্ত, আরেকটা স্বাভাবিক।

"বাবা?"

মাথা নাড়ালেন গম্ভীর লোকটা, তারপর নিচু গলায় বললেন, "যত্তোসব..."

কোনও তর্কে জড়ালোও না ও।

গ্রে'র ছোটবেলায়, ওর বাবা টেক্সাসের একটি তেলের খনিতে কাজ করতেন। এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা তাকে বিকলাঙ্গ করে দেয়। হাঁটুর নিচ থেকে কেটে বাদ দেয়া পা-টা, রাতারাতি তাকে শ্রমিক থেকে একজন গৃহবধূতে পরিণত করে। বাবার হতাশার বোঝাটা বয়ে বেড়াতে হয়েছে গ্রে'কে। লোকটার চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে পারেনি সে।

কিছু একটা বলতে চাইছিল গ্রে। হঠাৎ মোটরসাইকেলের গর্জনে ওর চিন্তায় ছেদ পড়ল। বাইরে চাকার কর্কশ শব্দ শোনা গেল, রাবারের ঘর্ষণে যেন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে রাস্তার পিচ।

কফির কৌটাটা দ্রুত বেঞ্চের উপর রেখে দিল গ্রে। অসভ্য চালককে অভিশাপ দিচ্ছে ওর বাবা। হবে হয়তো কোনও বেয়াক্কেল মাতাল! গ্রে কী মনে করে যেন বাতি নিভিয়ে দিল।

"কী করতে চা....?"

"চু-উ-উ-প," আদেশের সুরে বলে উঠল গ্রে।

কোনও একটা ঝামেলা হয়েছে।

তখনই একটা মোটরসাইকেল চোখে পড়ল–বড়সড় আকারের ইয়ামাহা ভি-ম্যাক্স। একপাশে কাত হয়ে গর্জে চলেছে ওটা, হেডলাইট নেভানো। গ্রে'র শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। ক্রমশ অন্ধকারের দিকে ছুটে চলেছে মোটরসাইকেলটা।

গতি কমার কোনও লক্ষণ নেই, একপাশে কাত হয়ে পড়েছে ওটা। গ্রে'দের বাড়ির ড্রাইভওয়েতে সজোরে বাইকটাকে ঘুরিয়ে নিতে চাইছিল চালক। আর তাতেই পেছনের চাকা থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে হোঁচট খেল সহসাই।

"কী শুরু হলো এখানে!" গর্জে উঠলেন গ্রে'র বাবা।

বাইক ঘুরানোর প্রচেষ্টায় কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে আরোহী। কাঁপতে কাঁপতে প্রায় উল্টে পড়তে যাচ্ছিল ওটা। নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে চালক। বাইকের পেছনের ফেন্ডার হঠাৎ করে বারান্দার এক কোণার সাথে আটকে গেল।

ঠিক আতশবাজির মতো করেই লালরঙা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটতে শুরু করল বাইকের ইঞ্জিন থেকে। ইতোমধ্যে ছিটকে পড়েছে চালক। মাটির ওপর গড়াতে গড়াতে প্রায় গ্যারেজের সামনে এসে পড়ল সে।

সামান্য দূর থেকে শেষবার গর্জে উঠে থেমে গেল বাইকের ইঞ্জিন।

আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে না আর। অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে চারপাশ।

"হায় ঈশ্বর!" গ্রে'র বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন।

বাবাকে গ্যারেজের ভেতর থাকার জন্য এক হাতে ইশারা করল গ্রে। গোড়ালির খাপ থেকে অন্য হাত দিয়ে টেনে বের করে আনল নয় মিলিমিটার গ্লক পিস্তল। চিত হয়ে পড়ে থাকা মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেল সে। কালো চামড়ার জ্যাকেট, স্কার্ফ আর হেলমেট পরে আছে বাইকচালক।

কোমল স্বরের গোঙানি থেকে দু'টো জিনিস বোঝা যাচ্ছে–বাইকচালক এখনও জীবিত, আর সে একজন মেয়ে। রাস্তার উপর কুঁকড়ে আছে সে, চামড়ার জ্যাকেটটা অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে।

বাড়ির পেছনের দরজায় দেখা গেল গ্রে'র মাকে। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তিনি বেরিয়ে এসেছেন তিনি। "গ্রে....?"

"ওখানেই থাকো, মা!"

মাটিতে পড়ে থাকা চালকের সামনে এসে দাঁড়াল সে। বাইক থেকে কয়েক ধাপ সামনে পড়ে থাকা কিছু একটা চোখে পড়ল। ড্রাইভওয়ের সাদা সিমেন্টের ওপর কালো রঙের জিনিসটা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। কালো পাথরের স্তম্ভের মতো দেখাচ্ছে ওটা, দুর্ঘটনার কারণে ফাটল ধরেছে কয়েক জায়গায়। ভেতরের ধাতব আস্তরণে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

BanglaBook.org

কিন্তু ওর চোখ আটকাল আরেক জায়গায়। মেয়েটার গলায় রুপালি রঙের একটা ছোট্ট লকেট জ্বলজ্বল করছে।

ড্রাগনের আকৃতির একটি লকেট।

দেখামাত্রই জিনিসটা চিনতে পারল। নিজের গলাতেও এমন একটা জিনিস পরে আছে সে। পুরনো এক শত্রুর কাছ থেকে পাওয়া উপহার, একই সাথে সতর্ক বার্তা আর প্রতিজ্ঞার স্বরূপ।

পিস্তলটা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল গ্রে।

যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মেয়েটা পাশ ফিরল। কালচে রক্তের ধারায় ভিজে গিয়েছে সাদা সিমেন্ট। ওর শরীর থেকে গুলি বেরিয়ে যাবার তাজা ক্ষতচিহ্ন লক্ষ্য করল গ্রে।

পেছন থেকে গুলি করা হয়েছে।

হেলমেটটা খুলে ফেলার পর যন্ত্রণায় শক্ত হয়ে যাওয়া পরিচিত একটি মুখ দেখা গেল। গ্রে'র দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও। একরাশ কালো চুল আর বাদামী চামড়া দেখে ইউরেশীয় বংশোদ্ভুত মেয়েটাকে সহজেই চেনা যায়।

"শেইচান... ...." চিনতে ভুল করেনি গ্রে।

একটা হাত এগিয়ে এলো ওর দিকে, "কমান্ডার পিয়ার্স... সাহায্য...."

কণ্ঠে মিশে থাকা যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পারল গ্রে। কিন্তু আরও একটি ব্যাপার ছিল, যা এই শত্রুর কণ্ঠে আশা করেনি সে।

আতঙ্ক–আদি এবং অকৃত্রিম !

BanglaBook.org

০২
ব্লাডি ক্রিসমাস
৫ জুলাই, সকাল ১১:০২
ক্রিসমাস আইল্যান্ড

সাগরপাড়ে আরও একটা অলস দিন...

সঙ্কীর্ণ বালুতটের পথ ধরে সঙ্গীর পেছন পেছন হেটে যাচ্ছে মঙ্ক কক্কালিস। দু'জনের পরনেই বায়োকন্টামিনেশন স্যুট। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সমুদ্র সৈকতে হেঁটে বেড়ানোর জন্য এধরনের পোশাক একদম উপযুক্ত নয়। স্যুটের নিচে শুধু একজোড়া বক্সার পরে থেকেও মঙ্কের শরীরটা যেন ঝলসে যাচ্ছিল। মধ্যাহ্নের সূর্যের ঝাঁঝালো আভাকে ছাপিয়ে সামনের ভয়াবহ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

চারিদিকে নিথর হয়ে পড়ে থাকা প্রাণীদের নিস্তব্ধতায় যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে ক্রিসমাস আইলান্ডের পশ্চিম উপকূল। ছড়িয়ে থাকা মাছেদের মৃতদেহ জানান দিচ্ছে গতরাতের জলোচ্ছাসের কথা। অসংখ্য হাঙর, ডলফিন, কচ্ছপ, এমনকি নীলতিমি দিয়ে ভরে আছে গোটা উপকূল–আদিঅন্ত বোঝা দায়! পচে গলে যাওয়া হাড় মাংস একাকার হয়ে জায়গায় জায়গায় উঁচু ঢিপির মতো সৃষ্টি করেছে। অগণিত সামুদ্রিক পাখির কুঁচকে যাওয়া মৃতদেহ সৈকতের বুকে লেপ্টে আছে অথবা সাগরের পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে। হয়তো মৃত্যুর হাতছানিতে উন্মত্ত হয়ে সেই একই নিয়তি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে ওরা।

আচমকা এক পাথরের ফোকর থেকে উচ্চনাদে ছিটকে বেরিয়ে এলো লবণাক্ত পানির ফোয়ারা। সুনীল সাগর যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে।

পানির ধারা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে ওরা মাথা নামিয়ে নিল। সৈকতের উত্তর পাড়ের টাইডাল জোন আর ঝোঁপঝাড়ে আচ্ছাদিত পর্বতের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে বালুপথ। সরু অথচ পরিচ্ছন্ন সেই পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে দুজন।

"জাহাজে ফেরার পর আমাকে সামুদ্রিক খাবার থেকে দূরে থাকার কথা মনে করিয়ে দিও।" রেস্পিরেটরের ভেতর থেকে সঙ্গীর উদ্দেশে বিড়বিড় করল মঙ্ক। স্যুটের সাথে সংযুক্ত অক্সিজেন ট্যাঙ্কের কথা ভেবে মনে মনে খুশিই হয়েছে, দুর্গন্ধটা নাকে এসে লাগছে না।

সহকর্মীকে নিয়েও সন্তুষ্ট মঙ্ক। ডঃ লিসা কামিংস-দ্বীপের অন্যপাশে থামানো ক্রুজশিপে রয়ে গিয়েছে। ফ্লাইং ফিশ কোভে ভেসে আছে দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য সীজনামের জাহাজটা। দ্বীপের পশ্চিমদিক থেকে ভেসে আসা বিষাক্ততা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছে এখন।

তবে সবার ভাগ্য এতটা সুপ্রসন্ন হয় না!

BanglaBook.org

বেলাশেষে এখানে এসে পৌঁছেছিল ওরা। শত শত পুরুষ, মহিলা আর শিশুদেরকে দ্বীপ থেকে সরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া চলছিল তখন। অন্ধত্ব, ফোস্কা পড়া ঘা থেকে শুরু করে রোগের বিভিন্ন পর্যায়ের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। অনেকের শরীর থেকে পুঁজ মিশ্রিত চামড়া খসে পড়ছে। বিষাক্ততার মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে অবশ্য। তবুও নিরাপত্তার খাতিরেই গোটা দ্বীপটা খালি করে ফেলা হচ্ছে।

বিলাসবহুল ক্রুজশিপ–দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য সীজ, প্রথমবারের মতো ইন্দোনেশীয়ান দীপপুঞ্জের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ইমার্জেন্সি মেডিকেল শিপে বদলে ফেলা হয়েছে জাহাজটাকে। চারপাশের সমুদ্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ততার কারণ আর উৎস খুঁজে বের করতে হবে। সে উদ্দেশ্যেই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন প্রেরিত দলের মূল কার্যসম্পাদন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এটি।

আজ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছে মঙ্ক। এই ভয়াবহতার সাথে জড়িয়ে থাকা অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। ওর এতদিনের প্রশিক্ষণও যেন কোনও কাজে আসছে না। ফরেনসিক, চিকিৎসাশাস্ত্র আর জীববিজ্ঞান–এই তিন বিষয়েই পারদর্শিতার জন্য ওকে সিগমার এই নির্দিষ্ট অভিযানে বেছে নেয়া হয়েছিল। পারিবারিক কারণে দুই মাস ছুটিতে ছিল সে। জড়তা কাটিয়ে তুলতে স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে মঙ্ককে এ কাজে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

নিজের ছোট্ট বাবুটার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঙ্ক। এই নোংরা আবর্জনা ঘাটার সময় বাচ্চার কথা ভুলে থাকতে চেয়েছিল সে। কিন্তু কিছুতেই পারেনি। পেনেলোপের মায়াভরা নীল চোখ, ফোলা গাল আর চোখ ঝলসানো স্বর্ণকেশ বারবার ভেসে উঠছিল ওর মনে। বাবার টেকোমাথা অথবা এবড়োথেবড়ো চেহারার কোনও কিছু পায়নি মেয়েটা। মায়ের চেহারা পেয়েছে নির্ঘাৎ। এখানে এসেও, স্ত্রী-কন্যার জন্য বুকে ব্যথা অনুভব করে মঙ্ক। পারিবারিক বন্ধনের টানকে ভুলে থাকতে পারে না এক মুহূর্তও। মায়ের সাথে সন্তানের যে নাড়ির বন্ধন থাকে, ঠিক যেন সেরকম এক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ওরা তিনজন। ওদেরকে দূরে ফেলে রেখে সুখে থাকা অসম্ভব।

মঙ্কের উপদেষ্টা ডঃ রিচার্ড গ্রাফ একটু দূরে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দক্ষ সামুদ্রিক গবেষক সে। পাথরের সমতল অংশের ওপর প্লাস্টিকের নমুনা সংগ্রাহক রেখে পরীক্ষা চালাচ্ছে কিছুক্ষণ ধরে। ফেস শিল্ডের আড়ালে চিন্তায় আড়ষ্ট হয়ে ছিল তার শ্মশ্রুধারী মুখাবয়ব।

কাজে লেগে যেতে হবে।

রাবারের নৌকায় করে তাদের এখানে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। রয়াল অস্ট্রেলিয়ান নেভির একজন নাবিক নৌকাটা চালিয়ে এসেছিল। মৃত্যুপুরীর সীমানার বাইরে নৌকায় বসে অপেক্ষা করছে সে।

পার্থ-এর ১৫০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত হয়েও, এখনও অস্ট্রেলিয়ার অংশ এই দ্বীপটা ১৬৪৩ সালে ক্রিসমাস উৎসবের দিন আবিষ্কৃত হয়েছিল। জনবসতিহীন এই এলাকাতে অবশেষে ব্রিটিশদের আগমন ঘটে। এখানকার জমে

BanglaBook.org

থাকা ফসফেটকে কাজে লাগিয়ে তারা একটা বড়সড় খনি গড়ে তোলে। ইন্দোনেশীয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করেছিল তারা। খনিগুলো এখনও সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও, পর্যটনশিল্প এখানকার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য দু'একের মধ্যে আর কোনও পর্যটকেরই এদিকে আসার কথা না!

ডঃ রিচার্ড গ্রাফের পাশে এসে দাঁড়াল মঙ্ক।

ওকে এগিয়ে আসতে দেখে হাত নাড়ল সামুদ্রিক গবেষক। "স্থানীয় জেলেদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, চার সপ্তাহে আগে এ ঘটনার সূত্রপাত। গলদা চিংড়ির বাঁধে খালি খোলক আটকা পড়েছিল, ভেতরের মাংস একদম পচে গলে গিয়েছে। সাগর থেকে মাছ ধরার জাল উঠাতে গিয়ে জেলেদের হাতেও ফোস্কা পড়তে শুরু করে। ব্যাপারটা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকে।

"কী হতে পারে বলে তোমার ধারণা? বিষাক্ত কোনও রাসায়নিক দ্রব্য ছড়িয়ে পড়ল নাকি?"

"বিষাক্ততার ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ছড়িয়ে যাওয়া রাসায়নিক দ্রব্য নয়।"

রাসায়নিক সতর্কবার্তা সম্বলিত কালো রঙের একটা ব্যাগ বের করলেন গ্রাফ। এরপর নিকটস্থ সমুদ্রতরঙ্গের ফেনিল অংশের দিকে নির্দেশ করলেন। গলিত হাড়মাংস মিশে ঘন হলুদাভ বিষাক্ত ঝোলের মতো দেখাচ্ছিল সেখানকার পানি।

আবারও হাত নাড়লেন তিনি, "এসব-ই কিন্তু প্রকৃতি মাতার হস্তশিল্পের নমুনা।"

"কী বোঝাতে চাইছ?"

"তুমি স্লাইম মোল্ডের দিকে তাকিয়ে আছ, বন্ধু। আধুনিক ব্যাকটেরিয়া আর শৈবালের পূর্বসুরী সায়ানোব্যাকটেরিয়া দ্বারা গঠিত এটা। আজ থেকে ত্রিশ কোটি বছর আগে সমুদ্রের বুকে আবির্ভাব ঘটে এ ধরনের স্লাইমের। এতদিন পর আবার গজাচ্ছে এসব। এ ধরনের জীব নিয়ে গবেষণায় বিশেষ দক্ষতার কারণেই আমাকে এখানে ডাকা হয়েছে। আমি গ্রেট ব্যারিয়ার রীফের আশপাশে গজানো এরকম স্লাইমের ওপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। বিশেষ করে ফায়ারউইড-শৈবাল আর ব্যাকটেরিয়ার মিশ্রণ। দুপুরের খাবার খেতে যত সময় লাগে তোমার, তার চেয়েও কম সময়ে একটা আস্ত ফুটবল মাঠকে ঢেকে ফেলতে পারে এরা। এই জঘন্য জীব অন্তত দশ ধরনের বায়োটক্সিন নিঃসরণ করে, যা চামড়ায় ফোস্কা তোলা ঘা সৃষ্টি করে খুব সহজেই। শুকিয়ে যাবার পর, মরিচের গুঁড়ার মতো দ্রুতবেগে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা রাখে এরা।"

কিছুক্ষণ আগে দেখা ধ্বংসযজ্ঞের কথা মনে পড়ে গেল মঙ্কের। "তুমি কি বলতে চাইছ, এখানে তাই ঘটেছে?"

"ওরকমই কিছু একটা। নরওয়ের ফিয়র্ড থেকে শুরু করে গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ পর্যন্ত–সারা বিশ্বের সমুদ্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে ফায়ারউইড আর সায়ানো ব্যাকটেরিয়া। মাছ, প্রবাল আর সামুদ্রিক প্রাণী মরে সাফ হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই প্রাচীন স্লাইম আর

বিষাক্ত জেলিফিশে ভরে যাচ্ছে সাগর। দেখে মনে হয় যেন বিবর্তন উল্টোধারায় চলতে শুরু করেছে। মহাসাগর আবার আদিসাগরের রূপ ধারণ করছে। এর জন্য কিন্তু আমরা নিজেরাই দায়ী। রাসায়নিক সার, কলকারখানার বর্জ্য, নর্দমার ময়লা এসে জড়ো হচ্ছে বদ্বীপ আর নদীর মোহনায়। গত পঞ্চাশ বছরে মাছ ধরার প্রবণতা বেড়েছে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে। এতে করে বড় মাছের সংখ্যা প্রায় নব্বই শতাংশ হ্রাস ঘটেছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সাগরের পানির উষ্ণতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অম্লের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। এতে করে অক্সিজেন ধরে রাখার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে। মারা পড়ছে সামুদ্রিক প্রাণীরা। পরিস্থিতি সামাল না দিয়ে বরং আরও বেশি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছি আমরা।"

"কিন্তু এখানে এরকম হওয়ার কারণ কী?" কৌতূহলী হয়ে উঠল মঙ্ক।

এই প্রশ্নটাই ওদের সবাইকে এখানে টেনে এনেছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে গ্রাফ আবারও বলতে শুরু করল, "একদম নতুন ধরণের স্লাইম মোল্ড। এরকম কিছু আগে কখনো দেখিনি। সামুদ্রিক বায়োটক্সিন আর নিউরোটক্সিন পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ বিষ। এতই বাজে যে, মানুষ এখন পর্যন্ত এর অনুরূপ কিছু বানাতে পারেনি। শেলফিশে অবস্থানকারী ব্যাকটেরিয়া এক ধরনের বিষ নিঃসরণ করে। জানো, জাতিসংঘ সেটাকে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করেছে?"

মঙ্কের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল। "মমতাময়ী প্রকৃতি মাঝে মাঝে এতো নৃশংস আচরণ করে!"

জীববিজ্ঞানের বক্তৃতা শেষ হবার পর, ঝুঁকে পড়ে নমুনা সংগ্রহের কাজে লেগে গেল মঙ্ক। প্লাস্টিকের গ্লাভস পরে থাকায় জিনিসগুলো ধরতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। অসাড় বাম হাতটার কারণে আরও বেশি অসুবিধা। এক অভিযানে হাতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর পাঁচ আঙুলবিশিষ্ট যান্ত্রিক হাত লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল ওকে। ডারপা'র সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে ওতে। কিন্তু কৃত্রিম বায়োইলেকট্রনিক হাত তো আর রক্তমাংসের হাতের জায়গা নিতে পাওে না! বালির ভেতর একটা সিরিঞ্জ হাতড়াতে হাতড়াতে নিজেকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছিল সে।

"সাবধান!" গ্রাফ ওকে সতর্ক করে দিল। "খোঁচা খেতে চাও নাকি? যদিও বিষাক্ততার মাত্রা ধীরে ধীরে কমে আসছে, তবু আমাদের সচেতন থাকতে হবে।"

মঙ্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই বিশ্রী স্যুটটা খুলে জাহাজে নিজের কামরায় ফিরে যেতে চায় সে।

তবে ল্যাবরেটরির জন্য প্রচুর নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। মাছ, হাঙর, স্কুইড আর ডলফিনের রক্ত, দেহকোষ, হাড় জোগাড় করার জন্যই এখানে আসা।

"অদ্ভুত ব্যাপারে তো," সৈকতের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠল গ্রাফ।

মঙ্ক তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। "কিসের কথা বলছ?"

"দ্বীপে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে থাকা প্রাণী হচ্ছে জিওসারকোইডা ন্যাটালিস।"

"সাধারণ ভাষায়, ওটাকে কী বলে...?"

"ক্রিসমাস আইল্যান্ডের রেড ল্যান্ড কাঁকড়া।"

BanglaBook.org

উপকূলীয় প্রাণী আর উদ্ভিদ বিষয়ে কিছুটা পড়ালেখা করে এসেছে মঙ্ক। ভাতের থালার মতো আকৃতির স্থলজ লাল কাঁকড়া এই দ্বীপের বিখ্যাত প্রাণী। প্রতিবছর নভেম্বর মাসে, জঙ্গল থেকে সাগরের দিকে ছুটে আসে প্রায় দশ মিলিয়নেরও বেশি লাল কাঁকড়া। বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে মিলিত হয় ওরা। প্রকৃতির এক অবাক বিস্ময় এই বার্ষিক স্থানান্তর।

গ্রাফ বলতে থাকল, "এই কাঁকড়ারা কিন্তু আবর্জনা খাদক। এত এত মাছের মৃতদেহ দেখে সামুদ্রিক পাখিদের মতোই আকৃষ্ট হবার কথা ওদের। কিন্তু জীবিত বা মৃত–একটা কাঁকড়াও তো দেখতে পাচ্ছি না এখানে।

"হয়তো এই বিষের কথা বুঝতে পেরে ওরা জঙ্গলেই রয়ে গিয়েছে।" মঙ্ক বলল।

"তাহলে ধরে নিতে হয়, এই ব্যাকটেরিয়া অথবা বিষের সাথে ওদের পরিচয় আছে। হয়তো আগেও এধরনের মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে ওরা। আর তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলেছে এখন। যত তাড়াতাড়ি এর উৎস খুঁজে বের করতে পারব, ততোই মঙ্গল।"

"দ্বীপবাসীদের সাহায্য করতে....."

গ্রাফ শ্রাগ করল, "তা তো অবশ্যই। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এ জীবাণুকে ছড়িয়ে পড়ার হাত থেকে বাঁধা দেয়া," দুশ্চিন্তায় ওর কণ্ঠ ভারী হয়ে এলো। "এরকম কিছু একটার আবির্ভাব নিয়েই ভয়ে আছেন সামুদ্রিক বিজ্ঞানীরা।"

বিস্তারিত শোনার আশায় তার দিকে তাকাল মঙ্ক।

"সাগরের সমস্ত প্রাণীদের জীবন কেড়ে নেয়ার মতো ক্ষমতাশালী এই ব্যাকটেরিয়া।"

"এরকম কিছু হতে পারে নাকি?"

কাজ শুরু করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসল গ্রাফ। "হয়তো ইতিমধ্যে সে প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে।"

এই ভয়াবহ আলোচনার পর মঙ্কও কাজে লেগে পড়ল। শিশি, প্যাকেট আর প্লাস্টিক কাপের ভেতর নমুনা সংগ্রহ করতে করতে পরবর্তী এক ঘণ্টা কেটে গেল। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পাহাড়ের পেছনে লুকাল সূর্য। বায়োস্যুটের ভেতর গরমে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল মঙ্ক। ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে এক গ্লাস শরবত হাতে নিয়ে বসে থাকার কল্পনায় বিভোর হয়ে পড়েছিল।

কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল ওরা দুজন। পর্বতপৃষ্ঠের কাছাকাছি মঙ্ক বালিতে পোঁতা একগুচ্ছ পোড়া ধুপকাঠি দেখতে পেল। একটা বুদ্ধমূর্তিকে কাটাতারের বেড়ার মতো করে ঘিরে রেখেছে ওগুলো। মূর্তির চোখমুখ পানি আর বালির কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, শুধু বসে থাকার ভঙ্গিটা বোঝা যায়। মাথার ওপরের বেড়ার আবরণ পাখির বিষ্ঠায় ঢেকে আছে। মঙ্ক অনুভব করল, অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা পেতে হয়তো ধুপকাঠি জ্বালানো হয়েছিল।

BanglaBook.org

ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় শব্দ শুনে সাগরের দিকে চোখ ফেরাল মঙ্ক। নমুনা সংগ্রহ করতে করতে সৈকতের অনেকটা অংশ পার হয়ে এসেছে ওরা। যে রাবারের নৌকায় করে এখানে এসেছিল, সেটাও এখন চোখে পড়ছে না।

মঙ্ক ভালো করে তাকানোর চেষ্টা করল। ওদের অস্ট্রেলিয়ান নৌচালক, নৌকাটাকে এগিয়ে আনছে নাকি?

রাইফেলের গুলির শব্দ পানিতে প্রতিধ্বনিত হলো। সাথে সাথে দৃশ্যপটে হাজির হলো নীল রঙের একটি স্পিডবোট। পেছনে বসে থাকা সাতজন মানুষকে লক্ষ্য করল মঙ্ক। সবার মুখ স্কার্ফে ঢাকা, হাতের রাইফেল গুলো সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে।

ওর পেছনে নিজেকে আড়াল করল গ্রাফ। "জলদস্যু...."

মাথা দোলাতে দোলাতে ভাবল মঙ্ক, বাহ! দারুণ...!

বোটটা ওদের দিকে ঘুরে গিয়ে পানির ওপর ভেসে আসতে লাগল।

গ্রাফের কলার ধরে তাকে সূর্যোজ্জ্বল সৈকত থেকে সরিয়ে নিতে চাইল মঙ্ক।

বিশ্বজুড়ে জলদস্যুদের উৎপাত বেড়ে চলেছে। তবে ইন্দোনেশীয়ান দ্বীপপুঞ্জে এদের দাপট সবসময় ছিল। অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ আর প্রবালপ্রাচীর, হাজারো গুপ্ত বন্দর, ঘন জঙ্গল–এসবকে কেন্দ্র করেই ওদের বেড়ে ওঠা। কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া সুনামির বিশৃঙ্খলার সুযোগে, স্থানীয় জলদস্যুদের সংখ্যা আরও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উত্তাল সময়ই হয়তো উন্মত্ত মানুষের জন্ম দেয়!

কিন্তু এই ঝুঁকিপূর্ণ সাগরে কারা এতো মরিয়া হয়ে উঠল? মঙ্ক লক্ষ্য করল বন্দুকধারীরা বায়োস্যুটে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। বিষাক্ততার মাত্রা নেমে আসছে জেনেই কি এই আক্রমণ?

পানি থেকে সরে গিয়ে, নিজেদের রাবারের নৌকাটাকে খোঁজার চেষ্টা করল মঙ্ক। দ্বীপের কালোবাজারে ওদের নৌকাটা বিক্রি করলে ভালো দাম পাওয়ার কথা! গবেষণার মূল্যবান উপকরণগুলোর কথা নাহয় বাদ-ই দেয়া যাক। এ অবস্থায় ওদের নৌচালকের ফিরতি গুলি করা উচিত। কিন্তু সেরকম কিছু তো চোখে পড়ছে না। সম্ভবত প্রথম আক্রমণেই লোকটাকে ঘায়েল করে ফেলেছে এই জলদস্যুরা। যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে থাকা রেডিওটাও ওর কাছে ছিল। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে আগেই।

ক্রুজ শিপে অবস্থানরত লিসার কথা মনে পড়ল মঙ্কের। অস্ট্রেলীয় কোস্টগার্ড কাটার অবশ্য সেদিকেই টহল দিচ্ছে। নিরাপদে থাকার কথা ওর।

বড়সড় একটা পাথরের পেছনে গ্রাফকে টেনে নিয়ে গেল মঙ্ক। ওদের একমাত্র আশ্রয় এখন এটাই।

স্পিডবোটটা ওদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। গুলির শব্দে মুখরিত হলো চারপাশ। ওদের লুকিয়ে থাকা জায়গাটার দিকে ধুলো উড়ে আসতে শুরু করল। আরও নিচু হয়ে বসল ওরা।

সাগরপাড়ের এক অলস দিনে একসাথে এত কিছু!

BanglaBook.org

ব্যথায় কাঁদছিল মেয়েটা। ডঃ লিসা কামিংস্ ওর পিঠে ব্যথানাশক ক্রিম মাখিয়ে দিচ্ছিল। রোগীর হাত ধরে রেখেছে ওর মা। দুশ্চিন্তায় কুঁচকে আছে মালয়েশিয়ান এই মহিলার বাদামী চোখ। লিডোকেইন আর প্রিলোকেইন-এর মিশ্রণে খুব দ্রুত বাচ্চাটার পিঠের জ্বালাপোড়া কমে গেল।

"দ্রুত সেরে যাবে ও," ইংরেজিতেই বলল লিসা। স্থানীয় এক হোটেলের কর্মচারী হওয়ায় মহিলাটি ইংরেজি বোঝে। "খেয়াল রাখবেন, তিনবেলা যাতে সময় মতো অ্যান্টিবায়োটিক খায়।"

মাথা নত করে অভিবাদন জানাল রোগীর মা। "টেরিমা কাইশ। ধন্যবাদ।"

সাদা আর নীল ইউনিফির্ম পরা একদল কর্মীর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াল লিসা, দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জ-এর কর্মচারীবৃন্দ।

"আপনার এবং আপনার মেয়ের জন্য কেবিন খুঁজে দেয়া হবে।"

উল্টোদিকে ঘুরল লিসা। জাহাজের ডেকে অবস্থিত খাবার ঘরটা জরুরি চিকিৎসাকেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। দ্বীপের অধিবাসীদের প্রত্যেককে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সঙ্কটপূর্ণ রোগীদের আলাদা করে ফেলা হচ্ছে। ক্রাইসিস মেডিসিনে লিসার খুব বেশি অভিজ্ঞতা না থাকায়, প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। সিডনির একজন নার্সিং স্টুডেন্ট ওকে সহযোগিতা করছে। ভারতীয় বংশোদ্ভুত হ্যাংলা-পাতলা যুবক জেসপাল, ডব্লিউএইচও এর একজন স্বেচ্ছাসেবক।

দুজনকে একসাথে কিছুটা বেখাপ্পা দেখায়। একজন ধবধবে সাদা আর স্বর্ণকেশী, অন্যদিকে আরেকজনের কফির মতো চামড়া আর মিশমিশে কালো চুল। তবে একসাথে কাজ করতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে ওরা।

"জেসি, সেফালেক্সীন-এর কি অবস্থা?"

"কাজ চলে যাবার কথা, ডঃ লিসা।" একহাতে অ্যান্টিবায়োটিকের বড়সড় বোতলটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অন্য হাতে লিখে চলছিল জেসপাল। একসাথে কয়েকটা কাজ করতে পারে সে।

চারপাশ ভালো করে দেখে নিল লিসা। তাৎক্ষণিক সেবার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে না। খাবার ঘরের বাকি অংশে তেমন একটা হইচই হচ্ছে না এখন। মাঝে মাঝে একটু আধটু কান্নার আওয়াজ অথবা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে ওদের স্টেশনটা একদম নীরব।

"আমার ধারণা দ্বীপের অধিকাংশ মানুষকেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে," জেসি বলল। "শুনেছি বন্দর থেকে ফিরে আসা নৌকার অর্ধেকও ভরেনি শেষ দুইবার। আমার ধারণা, এখন আমরা আশেপাশের ছোটখাট গ্রাম থেকে আসা মানুষদের দেখতে পাচ্ছি।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

BanglaBook.org

সকাল থেকে প্রায় দেড়শোরও বেশি রোগীর চিকিৎসা করেছে লিসা। দগ্ধ, ফুসকুড়ি ওঠা ঘা, কাশি, আমাশয় এমনকি পড়ে গিয়ে হাত মচকে যাওয়া-সবকিছুই ছিল বলতে গেলে। এখনও অনেক রোগী দেখা বাকি। ওদের ক্রুজশিপটা মাত্র গতরাতে এসে পৌঁছেছে দ্বীপে। সকালবেলা লিসা হেলিকপ্টারে করে আসতে আসতে, এদিকে কাজ প্রায় শেষ। ছোট্ট এই দ্বীপের প্রায় দুই হাজার মানুষের বসবাস। একটু চেপেচুপে হলেও জাহাজের ভেতর সবার এঁটে যাওয়ার কথা। আর তাছাড়া, মৃতের সংখ্যা দুঃখজনকভাবে চারশো ছাড়িয়েছে ইতিমধ্যে.... আর বেড়েই চলেছে।

টানা কাজ করার সময় কিছুটা যান্ত্রিক হয়ে যাওয়া যায়। একের পর এক রোগীকে চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়ার সময় এত চিন্তাভাবনা মাথার ভেতর ঘুরপাক খায় না।

কিন্তু এখন, এই আকস্মিক নীরবতার মাঝে যেন লিসা দুর্যোগের বিশালতা-কে অনুভব করতে পারছিল। গত দুই সপ্তাহ ধরে, রোগের খুব বেশি প্রাদুর্ভাব ছিল না। তাৎক্ষনিক সংক্রমণ হিসেবে রোগীর শরীরে শুধু পোড়া ঘায়ের মতো দেখা দিত। কিন্তু দু'দিন আগে যেন হঠাৎ করেই সমুদ্র থেকে ভেসে উঠল বিষাক্ত মেঘ। তারপর আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ে চারদিকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দিল। দ্বীপের এক পঞ্চমাংশ মানুষকে হত্যা করে গেল। আর ক্ষতিগ্রস্থ করল বাকিদের।

ছড়িয়ে গিয়েও ক্ষান্ত দেয়নি এই বিষাক্ততা। এর প্রভাবে আরও নানাভাবে সংক্রমিত হতে শুরু করল রোগীরা: ফ্লু, জ্বর, মেনিনজাইটিস, অন্ধত্ব। রোগের এই ক্ষীপ্রতা বেশ ভয় পাইয়ে দেবার মতো।

লিসা করছেটা কী এখানে?

প্রথমবারের মতো এই মেডিকেল ক্রাইসিস দেখা দেয়ার পরপর, এখানে আসার জন্য পেইন্টারের কাছে আবেদন করেছিল ও। মেডিকেল ডিগ্রির পাশাপাশি হিউম্যান ফিজিওলজিতে পি.এইচ.ডি. আছে লিসার। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে মেরিন সায়েন্সে। এক দশকের প্রায় অর্ধেক সময় লিসা ডিপ ফ্যাথম নামের একটি স্যালভেজ শিপে শারীরবৃত্তীয় গবেষণার কাজ করেছে।

তাই, এখানে আসার জন্য খুব বেশি তর্ক করতে হয়নি ওকে।

অবশ্য এটাই একমাত্র কারণ নয়।

গত কয়েক বছর ধরে ওয়াশিংটনে আটকে পড়ে আছে লিসা। ধীরে ধীরে যেনপেইন্টারের ছায়া ওর সত্ত্বাকে গ্রাস করে ফেলছিল। এই ঘনিষ্ঠতাকে উপভোগ করে সে। তবুও নিজের জন্য একান্ত কিছু সময় চায়। পেইন্টারের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে যাচাই করে দেখতে চায়। সম্পর্কের উন্নতির জন্য মাঝে মাঝে কিছুটা দূরত্ব প্রয়োজন।

তবে এবার দুরতটা বোধহয় বেশিই হয়ে গিয়েছে।

খাবার ঘর থেকে ভেসে আসা একটা কর্কশ আর্তনাদ ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। দু'জন নাবিক মিলে এক রোগীকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসছে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে

BanglaBook.org

যাচ্ছে লোকটা। গলদা চিংড়ির খোলসের মতো লাল হয়ে আছে ওর চামড়া, যেন আগুনে সিদ্ধ করা হয়েছে। বহনকারীরা খুব দ্রুত ওকে জরুরি চিকিৎসা বিভাগে নিয়ে গেল।

অভ্যাসবশতই, লিসার মাথায় চিকিৎসার পরিকল্পনা জমাট বাঁধতে শুরু করল- ডায়াজেপাম আর মরফিন ড্রিপ। তবে মনের গভীরে, সত্যটা জানা ছিল ওর। সবাই জানে সেটা। নিছক উপশমের জন্যই এই রোগীর চিকিৎসা। হয়তো কিছুটা দুর্ভোগ কমবে। কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না ওকে।

"ঝামেলা!" পেছন থেকে বিড়বিড় করে উঠল জেসি।

ঘুরে তাকাল লিসা। ডঃ জিন লিন্ডহোম ওর দিকেই এগিয়ে আসছেন। লিকলিকে পা আর লম্বা ঘাড়সর্বস্ব লোকটাকে উটপাখির মতো দেখা যায়। ডব্লিউএইচও দলের প্রধান কর্তা তিনি। লিসার দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আবার কী হলো!

হাভার্ডফেরত এই চিকিৎসককে খুব বেশি একটা পাত্তা দেয় না লিসা। লোকটা খুব অহংকারী। এখানে আসার পর থেকে একফোঁটাও সাহায্য করেননি তিনি। পুরোটা সময় এই ক্রুজ লাইনের মালিক, অস্ট্রেলীয় ধনকুবের রাইডার ব্লান্টের সঙ্গে থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেছেন। রাইডার লোকটা তার ব্যবসা-পদ্ধতির জন্য বেশ কুখ্যাত। জাহাজ চলতে শুরু করার পর তার নেমে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে এখানেই থেকে গেল। এই উদ্ধারকার্যের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রচারণা চালানোর সুযোগ পাচ্ছে সে।

আর লিন্ডহোম এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

"ডঃ কামিংস, কাজকর্ম ফেলে রেখে অলস সময় কাটাতে দেখে খুশি হলাম," বিরক্তিকর গলায় বললেন ডক্টর।

রাগে গা জ্বলে গেল লিসার। জেসিও পেছন থেকে বিরক্তিসূচক শব্দ করল।

লিন্ডহোম জেসির দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন ওর উপস্থিতি এতক্ষণ লক্ষ্যই করেননি। পরের মুহূর্তেই আবার লিসার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

"এই রোগ সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করার কাজে তোমাদের নিয়োগ দেয়ার জন্য আমাকে বলা হয়েছিল। ডঃ কক্কালিস তো মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। তাই ভাবলাম, ব্যাপারেটা আবার তোমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেই।"

লিন্ডহোম একটা মোটাসোটা মেডিকেল ফাইল খুলে ধরলেন। ক্রিসমাস আইল্যান্ডের একমাত্র ছোট্ট হাসপাতালের লোগোটা দেখে চিনতে পারল লিসা। তারা শুধুমাত্র অন-কল ডাক্তার আর একজোড়া পূর্ণকালীন নার্সের তত্ত্বাবধায়নে সেবা দিয়ে থাকে। আকাশপথে জরুরি রোগীদের দ্রুত পার্থে পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল এতদিন। কিন্তু পুরো দ্বীপজুড়ে দাবানলের মতো বিপর্যয় ছড়িয়ে যাবার পর, তা আর কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না। ক্রুজশিপ-টা আসার পর, সবার আগে হাসপাতালের রোগীদেরই নিয়ে আসা হয়েছে এখানে।

ফাইলটা মেলে ধরে জন ডো হিসেবে তালিকাভুক্ত এক রোগীর নাম দেখতে পেল লিসা। সেখানে থাকা যৎসামান্য তথ্যের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল সে। ষাটোর্দ্ধ এই বৃদ্ধকে সপ্তাহ পাঁচেক আগে নগ্ন অবস্থায় জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। লোকটা ডিমেনশিয়ায় ভুগছিল। কথা বলতে পারত না। ধীরে ধীরে শিশুসুলভ অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল–নিজের যত্ন নিতে পারতো না, মুখে তুলে খাইয়ে দিতে হতো। আঙুলের ছাপ আর নিখোঁজ ব্যক্তিদের রেকর্ডের সাথে মিলিয়ে তার পরিচয় সনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি তাতে।

"আমি বুঝলাম না.... এখানকার পরিস্থিতির সাথে জন ডো'র কী সম্পর্ক?" লিসা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

লম্বা শ্বাস ছেড়ে ওর পেছনে এসে দাড়ালেন লিন্ডহোম। কাগজের ওপর টোকা দিয়ে বললেন, "নিচের দিকে দেখ। রোগের উপসর্গ আর শারীরিক তথ্যের তালিকায়।"

"মাঝারি থেকে তীব্র লক্ষণ।" বিড়বিড় করে পড়ে গেল লিসা। শেষ লাইনে লেখা ছিল–পায়ের গোড়ায় ডিপ ডার্মাল সেকেন্ড ডিগ্রি সানবার্ন, ইডেমা আর ফোস্কা পড়া ঘা।

সারা সকাল ধরে এরকম উপসর্গের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিল লিসা। "রোদে পোড়া ঘা তো এরকম হওয়ার কথা না।" দাবি করল সে।

"দ্বীপের চিকিৎসকবৃন্দ কিন্তু এক লাফে এই উপসংহারেই পৌছেছেন।" বিরক্তি সহকারে বললেন লিন্ডহোম।

লিসা অবশ্য কোনও ডাক্তার অথবা নার্সকে দোষারোপ করতে পারছিল না। এ ধরনের পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে কারো অবগত থাকার কথা নয়। আবারও তারিখটা দেখে নিল সে।

পাঁচ সপ্তাহ আগে।

"একদম প্রথম রোগীটাকে খুঁজে পেয়েছি বলে আমার ধারণা," লিন্ডহোম বললেন। "অথবা একেবারে শুরুর দিকের একজন।"

লিসা ফাইলটা বন্ধ করে রাখল। "লোকটাকে দেখা যাবে?"

লিন্ডহোম মাথা নাড়লেন। "আমার এখানে নেমে আসার দ্বিতীয় কারণ আসলে এটাই," তার কণ্ঠে মিশে থাকা দায়সারা ভাবে লিসা বেশ বিরক্ত হলো। কোনও ব্যাখ্যা না দিয়েই লিন্ডহোম উল্টো ঘুরে হাঁটা দিলেন। "আমাকে অনুসরণ কর।"

খাবার ঘর পেরিয়ে জাহাজের একটা এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। তৃতীয় তলায় ওঠার জন্য বোতাম চেপে ধরলেন।

"আইসোলেশন ওয়ার্ড?" লিসা জিজ্ঞাসা করল।

শ্রাগ করলেন ডাব্লিউএইচও. লিডার।

দরজা খুলে গেল কিছুক্ষণ পর। একটি অস্থায়ী ক্লিন রুমে এসে নামল তারা। লিসাকে বায়োস্যুট পরে নিতে বললেন লিন্ডহোম। এরকম একটা স্যুট পরেই মঙ্ক নমুনা সংগ্রহের কাজে গিয়েছে।

BanglaBook.org

স্যুটে মাথা গলানোর সময় ঘামের মৃদু দুর্গন্ধ পেল লিসা। প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর, লিডারকে অনুসরণ করে একটা কেবিনের দিকে নেমে যেতে লাগল। কেবিনের দরজা খোলাই ছিল। প্রবেশমুখে একঝাঁক চিকিৎসকের ভিড় জমে আছে।

দরজার সামনে থেকে সবাইকে সরে যেতে বললেন লিন্ডহোম। তাড়াহুড়ো করে পথ ছেড়ে দিল তারা। লিডারের পেছন পেছন জানালাবিহীন ছোট ঘরটায় প্রবেশ করল লিসা। ঘরের একমাত্র বিছানাটা পেছনের দেয়ালের সাথে লাগানো।

পাতলা কম্বলে ঢাকা একটা লোক বিছানায় শুয়ে আছে। মৃত লাশের মতো দেখাচ্ছে তাকে। তবে কম্বলের মৃদু উত্থান-পতন আর দুর্বল নিঃশ্বাসের শব্দে লিসা জীবনের স্পন্দন খুঁজে পেল।

রোগীর মুখের দিকে তাকাল লিসা। কে যেন তাড়াহুড়া করে দাঁড়ি কেটে দিয়েছে। পাতলা হয়ে আসা এলোমেলো ধূসর চুলের কারণে তাকে কেমোথেরাপি দেয়া ক্যান্সার রোগীর মতো দেখাচ্ছিল। লিসাকে দেখে চোখ মেলে তাকাল সে।

এক মুহূর্তের জন্য লিসার কাছে মনে হল, বৃদ্ধের চোখে চাঞ্চল্য ফুটে উঠেছে। লোকটা যেন ওকে চিনতে পেরেছে। এমনকি দুর্বলভাবে ওর দিকে হাত তোলার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ তাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন লিন্ডহোম। রোগীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, পায়ের কাছ থেকে কম্বলটা গুটিয়ে নিলেন তিনি। লিসা ভেবেছিল হয়তো সেকেন্ড ডিগ্রী বার্নের ফলে সৃষ্ট মরা চামড়া দেখতে পাবে-যেমনটা আজ সারা সকাল দেখে এসেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে অদ্ভুত লালচে বেগুনি কালশিটে পড়া ত্বক দেখতে পেল। একদম কুচকি থেকে শুরু করে পায়ের আঙুল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। জায়গায় জায়গায় কালচে ফুসকুড়িতে ফুলে উঠেছে।

"রিপোর্ট পড়া থাকলে জানার কথা," লিন্ডহোম বলতে শুরু করলেন। "এই নতুন উপসর্গগুলো মাত্র চারদিন আগে দেখা দিয়েছে। হাসপাতাল কর্মীরা প্রথমে ট্রপিকাল গ্যাংগ্রিন হিসেবে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু আসলে...."

"নেক্রোটাইজিং ফাসাইটিস," শেষ করল লিসা।

লিন্ডহোম কম্বল নামিয়ে দিলেন। "ঠিক বলেছ। আমরাও তাই ভেবেছি।"

নেক্রোটাইজিং ফাসাইটিস, মাংসখেকো রোগ হিসেবে বহুল পরিচিত। ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট এই রোগটি সাধারণত বিটা-হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাই দ্বারা হয়ে থাকে।

"শেষ পর্যন্ত কী বুঝলেন?" লিসা জিজ্ঞেস করল। "ঘায়ের ওপর নতুন করে সংক্রমণ হচ্ছে নাকি?"

"একজন ব্যাক্টেরিওলজিস্টকে নিয়ে এসেছিলাম আমি। গতরাতে গ্রাম স্টেইনিং করার পর প্রচুর পরিমাণে প্রপিওনিব্যাকটেরিয়ামের বিস্তার দেখা গিয়েছে।

লিসা ভ্রূ কুঁচকালো। "কীভাবে সম্ভব? এরকম নিরীহ এপিডার্মাল ব্যাকটেরিয়ার তো কোনও রোগ সৃষ্টি করার কথা না। সংক্রমণের কারণেও তো পাওয়া যেতে পারে! আপনি কি নিশ্চিত?"

BanglaBook.org

"ফুসকুড়িগুলোর ভেতর যে সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া পেয়েছি, তা থেকে আর সাধারণ সংক্রমণ বলা যায় না। শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে টিস্যু স্যাম্পল নিয়ে কয়েকবার করে স্টেইন করা হয়েছে। ফলাফল সেই একই। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখা গেল, আশেপাশের অনেক টিস্যুতে পচন ধরেছে। কখনো কখনো শরীরের নির্দিষ্ট কোনও অংশে এধরনের ক্ষয় দেখা যায়। দেখে মনে হতে পারে নেক্রোটাইজিং ফাসাইটিস।

"কিসের দ্বারা হয়?"

"স্টোনফিশের হুল থেকে হতে পারে। এমনিতে মাছটাকে পাথরের মতো দেখা যায়। কিন্তু এর পিঠের কাঁটায় ভয়াবহ বিষগ্রন্থি থাকে। পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক বিষগুলোর মধ্যে একটা। টিস্যু স্যাম্পল পরীক্ষা করার জন্য আমি ডঃ বার্নহার্ট কে ডেকে এনেছি।"

"টক্সিকোলজিস্ট ভদ্রলোক?"

মাথা নাড়লেন লিন্ডহোম।

ডঃ বার্নহার্ট আকাশপথে অ্যামস্টার্ডাম থেকে এখানে এসেছেন। এনভাইরোনমেন্টাল পয়জন এ্যান্ড টক্সিকোলজি বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ তিনি। সিগমার পৃষ্ঠপোষকতায়, পেইন্টার ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে দলে নিতে অনুরোধ করেছিলেন।

"ঘণ্টাখানেক আগে ফলাফল জানা গিয়েছে। রোগীর শরীরে সক্রিয় বিষ পেয়েছেন বার্নহার্ট।" লিন্ডহোম বললেন।

"আমি বুঝলাম না। বিকারগ্রস্ত একটা লোককে জঙ্গলের ভেতর স্টোনফিশ কামড়েছে?" লিসা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

পেছন থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ওর প্রশ্নের উত্তর শোনা গেল, "না।"

ঘুরে তাকাল লিসা। লম্বা চওড়া একজন লোক দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তার ভালুকের মতো শরীরের সাপেক্ষে পরিধেয় কন্টামিনেশন স্যুটটাকে বেশ ছোট বলা চলে। শ্মশ্রুমন্ডিত ধূসর মুখটা আকৃতির সাথে মানিয়ে গেলেও, তার জ্ঞানের পরিধির সাথে একেবারেই খাপ খায় না।

ডঃ হেনরিক বার্নহার্ট ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "আমার ধারণা লোকটাকে কখনোই কোনও স্টোনফিশ কামড়ায়নি। অথচ ওই বিষেই ভুগছে সে।"

"তা কীভাবে সম্ভব?" লিসা আরও অবাক হলো।

ওর প্রশ্নকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ডব্লিউএইচও লিডারের উদ্দেশে বলে গেলেন বার্নহার্ট, "আমি এটাই সন্দেহ করেছিলাম, ডঃ লিন্ডহোম। ডঃ মিলারের প্রপিওনিব্যাকটেরিয়াম কালচার নিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করিয়েছি আমি। এখন আর কোনও সন্দেহ নেই।

আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল লিন্ডহোমের মুখ।

"কিসের কথা বলছেন?" লিসা জিজ্ঞাসা করল।

ডঃ বার্নহার্ট সামনে এগিয়ে এলেন। জন ডো'র গায়ের কম্বলটা ঠিক করে দিতে দিতে বললেন, "ব্যাকটেরিয়া। প্রপিওনিব্যাকটেরিয়াম.. স্টোনফিশের বিষের সমতুল্য

BanglaBook.org

কিছু একটা উৎপাদন করছে। এত বেশি পরিমাণে, যা মানুষের টিস্যুকে গলিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট।"

"অসম্ভব।"

"আমিও তাই বলেছিলাম।" কর্কশ কণ্ঠে বললেন লিন্ডহোম।

তার কথাকে উপেক্ষা করে গেল লিসা। "কিন্তু প্রপিওনিব্যাকটেরিয়াম তো কোনও বিষ উৎপন্ন করে না।"

"কীভাবে অথবা কেন-এর উত্তর আমার কাছে নেই," বার্নহার্ট বললেন। "নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্য, অন্তত একটা স্ক্যানিং মাইক্রোস্কোপ দরকার। তবে একটা জিনিস আমি নিশ্চিতভাবে বলে দিতে পারি ডঃ কামিংস, এই ব্যাকটেরিয়া আর আগের মতো নিরীহগোছের নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে বিপদজনক জীবাণুর একটাতে রূপান্তরিত হয়েছে এখন।"

"রূপান্তরিত বলতে কী বোঝাচ্ছেন?" লিসা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"আমার ধারণা এই জীবাণু রোগীর সাধারণ ব্যাকটেরিয়াল ফ্লোরার অংশ। লোকটা এমন কোনও কিছুর সংস্পর্শে এসেছিল, যা এই ব্যাকটেরিয়ার জৈবরসায়ন পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। প্রাথমিক জেনেটিক গঠনকে পাল্টে দিয়ে বিষাক্ত মাংসখাদকে পরিণত করে ফেলেছে।"

লিসা একথা মানতে নারাজ। আরও প্রমাণ ছাড়া কোনওভাবেই বিশ্বাস করতে রাজি নয় সে।

"আমার সহকর্মী ডঃ কক্কালিস এখানে একটা সাময়িক ফরেন্সিক ল্যাব স্থাপন করেছেন। আপনি যদি পারেন..."

গ্লাভস পরা হাতের পেছনে কিসের যেন আলতো ছোঁয়া অনুভব করল লিসা। চমকের চোটে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই। পেছনে শুয়ে থাকা বুড়োকে আবারও ওর দিকে হাত বাড়াতে দেখে নিজেকে সামলে নিল। উন্মত্ত দৃষ্টিতে ওর চোখে চোখ রাখল লোকটা। খসখসে ফাটা ঠোঁটগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুক থেকে বেরিয়ে আসছে শুকনো দীর্ঘশ্বাস।

"সু.....সুজান....."

রোগীর আঙুলগুলোকে আঁকড়ে ধরল লিসা। এখনও বিভ্রান্তিতে ভুগছে জন ডো, অন্য কারো সাথে ওকে মিলিয়ে ফেলছে। হাত চেপে ধরে সান্ত্বনা কিছুটা দেয়ার চেষ্টা করল ও।

"সুজান....অস্কার কোথায়? জঙ্গলের ভেতর থেকে ওর ঘেউঘেউ শুনতে পাচ্ছি...," লোকটার চোখগুলো প্রায় কপালের ওপর উল্টে এলো। "ওকে সাহায্য কর...কিন্তু খবরদার...ভুলেও যেন পানিতে নেমো না...।" হাতটা শিথিল হয়ে লিসার মুঠের ভেতর থেকে পিছলে গেল। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে অবসান ঘটাল ক্ষণিকের বিভ্রান্তির।

BanglaBook.org

একজন নার্স এগিয়ে এসে লোকটার নাড়ি পরীক্ষা করতে শুরু করল। আবারও জ্ঞান হারিয়েছে জন ডো। লিসা ওর হাতটাকে কম্বলের নিচে ঢুকিয়ে দিল।

লিন্ডহোম সামনে এগোলেন। "ডঃ কক্কালিসের ফরেনসিক ল্যাবে আমাদের কাজকর্ম শুরু করা প্রয়োজন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ডঃ বার্নহার্টের ভয়াবহ অনুমানকে নিশ্চিত অথবা খারিজ করতে হলে এর কোনও বিকল্প নেই।"

"মঙ্কের ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত," লিসা বলল। "বিশেষ গঠনের এমন কিছু যন্ত্রপাতি আছে, যা চালাতে গেলে ওর দক্ষ হাত প্রয়োজন।"

"ঠিক আছে।" লিন্ডহোম কিছুটা মুখ বিকৃত করলেন। "ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তোমার সহকর্মীর এখানে ফিরে আসার কথা। ডঃ বার্নহার্ট, আপনি বরং ততোক্ষণে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করে ফেলুন।"

আদেশের সাথে তাল মিলিয়ে মাথা নাড়লেন ডাচ টক্সিকোলজিস্ট। যদিও লিন্ডহোম বেরিয়ে যাবার সময় বার্নহার্টের চোখে লিসা তাচ্ছিল্যের ছাপ দেখতে পেল। লিডারের পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও।

ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন বার্নহার্ট। "ডঃ কক্কালিস ফিরে আসার পর আমাকে জানিও, কেমন?"

"অবশ্যই।" এখানকার ভয়াবহ বাস্তব উপলব্ধি করে অন্য সবার মতোই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল লিসা। আশা করছিল, মঙ্ক ফিরতে দেরি করবে না।

বেরিয়ে আসার পর, রোগীর শেষ কথাগুলো ওর মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। খবরদার...ভুলেও যেন পানিতে নেমো না।"

সকাল ১১:৫৩

"সাঁতরে এগোতে হবে আমাদের," মঙ্ক বলল।

"পা... পাগল হয়ে গেছো?" বড়সড় একটা পাথরখন্ডের পেছনে লুকানোর পর জিজ্ঞাসা করল গ্রাফ।

জলদস্যুদের স্পিডবোট কিছুক্ষণ আগে একটা নিমজ্জিত প্রবালপ্রাচীরের ধার ঘেষে থেমেছে। গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না এখন। তবে তার বদলে ইঞ্জিনের বিকট শব্দ ভেসে আসছে।

কী হচ্ছে দেখার জন্য মঙ্ক সামান্য মাথা উঁচু করল। আরেকটু হলেই স্নাইপাররের বুলেটের আঘাতে ওর একটা কান উড়ে যেত। আটকা পড়েছে ওরা। শত্রুর মুখের সামনে না পড়ে পালানোর কোনও উপায় নেই।

বায়োস্যুটের হাঁটুর কাছে থাকা একটা জিপার টেনে নামাল মঙ্ক। ভেতরের ফাঁকা জায়গায় হাত ঢুকিয়ে গোড়ালির কাছ থেকে ৯মি.মি. গ্লক পিস্তলটা বের করে আনলো একটানে।

পিস্তল দেখে গ্রাফ চোখ বড় বড় করে তাকাল। "কী মনে হয়? সবগুলোকে শেষ করে দিতে পারবে না? গুলি করে গ্যাস ট্যাঙ্কটা ফাটিয়ে দেবে তো, নাকি?"

BanglaBook.org

মাথা নাড়তে নাড়তে জিপার লাগালো মঙ্ক। "ইদানীং খুব বেশি সিনেমা দেখছো বোধহয়! এই ছোট্ট পিস্তলের গুলিতে হয়তো একবার মাথা নিচু করবে ওরা। আর ততোক্ষণে আমরা বড়জোর ওই জায়গাটায় যেতে পারব।"

পানির ওপর ছড়িয়ে থাকা নুড়িপাথরের সারির দিকে ইঙ্গিত করল সে। যদি ওদিকটায় পৌছে পাথরগুলোকে নিজেদের আর নৌকার মাঝামাঝি অবস্থানে রাখতে পারে, তাহলে পরবর্তী ধাপ বুঝে ফেলার কথা। তারপর জলদস্যুরা নৌকা খালি করে দেয়ার আগেই যদি ওরা সৈকতে পৌছাতে পারে...যদি দ্বীপের ভেতর যাবার কোনও রাস্তা থেকে থাকে...

নাহ! এত যদি দিয়ে কাজ হবে না!

তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চয়তা আছে।

এখানে দাড়িয়ে খরগোশের মতো কাঁপতে থাকলে ওদের বাঁচার আশা নেই।

"পানির নিচে লুকিয়ে থাকতে হবে, যতটা সম্ভব," মঙ্ক সতর্ক করে দিল। হুডের ভেতর বাতাস ধরে রাখতে পারলে হয়তো দুই-একবার শ্বাসও নিতে পারব।"

কিছুটা সান্ত্বনা পেল গ্রাফ। এই উপসাগর এখনও বিষাক্ত। এমনকি বন্দুকধারী লোকগুলোও নৌকা থেকে নামতে সাহস পাচ্ছে না। দাঁড় বেয়ে পাথরের ফাঁক দিয়ে নৌকা টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ভার কমানোর জন্য কেউ নেমে আসতে রাজি হচ্ছে না।

জলদস্যুরাই যদি পানিতে নামতে ভয় পায়....

হঠাৎ নিজের পরিকল্পনা নিয়ে সন্দেহ হলো মঙ্কের। তাছাড়া পানিতে ডুবে থাকতে একদমই পছন্দ করে না সে।

ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখে গ্রাফ জিজ্ঞাসা করে বসলো, "কী হয়েছে? তোমার পরিকল্পনা যে কোনও কাজে আসবে না, সেটা বুঝে ফেলেছ?"

"আমাকে ভাবতে দাও!"

পেছনে তাকাতেই বেড়ার নিচের বুদ্ধমূর্তিটার দিকে চোখ পড়ল মঙ্কের। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া ধুপকাঠিগুলো যেন চারপাশ থেকে ঘিরে রেখে সুরক্ষিত করে রেখেছে। ঘুরে না তাকিয়েই গ্রাফের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিল সে, "প্রার্থনাকারীরা এখানে কীভাবে এসেছিল? উপকূলরেখা বরাবর কয়েক মাইল জুড়ে কোনও গ্রাম নেই। পাহাড়ের প্রাচীরে সুরক্ষিত এই দ্বীপ। আর তাছাড়া এই খাড়া পর্বত বেয়ে ওঠাও সম্ভব নয়।"

গ্রাফ মাথা নাড়ল। "তাতে কী-ই বা আসে যায়?"

"দুই-একদিনের মাঝে কেউ একজন ধুপকাঠি জ্বালিয়েছে। সৈকতের দিকে তাকাও। আমাদের পায়ের ছাপ বাদে আর কিছু নেই। তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কেউ হাঁটুগেড়ে বসে কাঠি জ্বালিয়েছে। অথচ সৈকতের ধারে অথবা পানি থেকে বেরিয়ে আসা কোনও পায়ের ছাপ নেই! তার মানে, উপর থেকে নেমে আসতে হয়েছে ওদের। কোনও না কোনও পথ তো আছেই।" এক নিঃশ্বাসে বলে গেল মঙ্ক।

BanglaBook.org

স্পিডবোটের ইঞ্জিন গর্জে ওঠার শব্দে ঢোক গিলল গ্রাফ। জলদস্যুরা কাজ গুছিয়ে ফেলছে। ও মঙ্কের দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা... বুদ্ধমূর্তির পেটে ঘষা দিলে নাকি তা সৌভাগ্য বয়ে আনে?"

মাথা নাড়ল মঙ্ক। "কোথায় যেন পড়েছিলাম এ সম্পর্কে। আশা করি বুদ্ধ ব্যাপারটা জানেন।"

পিস্তল উঁচিয়ে ধরে মঙ্ক কিছুটা সরে এল। "আমার গোনা শেষ হওয়া মাত্র ঝেড়ে দৌড় লাগাবে। নৌকার দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তোমার পেছনেই ছুটব আমি। তোমার মনোযোগ থাকবে ওই বুদ্ধমূর্তির দিকে। কোনও একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে।"

পায়ের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নেয়ার জন্য কয়েকবার ঝাঁকিয়ে নিল ও। তারপর গুনতে শুরু করে দিল-"তিন...দুই...এক...!"

খরগোশের মতো দৌড়াতে শুরু করল গ্রাফ। ওর পায়ের গোড়ালি ঘেঁষে একটা বুলেট ছুটে বেরিয়ে গেল।

মঙ্কের খুব রাগ হলো। বিড়বিড় করে বলেই ফেলল, "যাও বলার জন্য তো অপেক্ষা করবে!" নৌকার দিকে তাক করে ট্রিগার চেপে ধরল সাথে সাথেই।

এদিক থেকে গুলি হতে দেখে স্নাইপাররা এক মূহূর্তের জন্য নিজেদের গুটিয়ে নিল। হাত উঁচিয়ে একজনকে পানিতে পড়ে যেতে দেখল মঙ্ক। উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হয়েছে। অবশ্য তারপরেই একরাশ গুলি ছিটকে এলো ওর দিকে। পাল্টা আক্রমণে রাগের ছাপ একদম স্পষ্ট।

বালিতে হোঁচট খেতে খেতে বুদ্ধমূর্তির কাছে পৌছে গেল গ্রাফ। ভারসাম্য ঠিক করে নিয়ে বেড়ার পেছনে পা মেলে বসে পড়ল।

মঙ্ক আরও সরাসরি পথে এগোতে গিয়ে একটা বালুময় কাঁটাঝোপের সাথে ধাক্কা খেল। অবশ্য তারপরেই গ্রাফের কাছে পৌছে গেল সে।

"যাক বাবা! এখানে আসতে পেরেছি!" বিস্ময় ঝরে পড়ল গ্রাফের কণ্ঠে।

"আর ওদের মাথায়ও আগুন ধরিয়ে দিয়েছি।"

বিষাক্ত পানিতে পড়ে যাওয়া লোকটার কথা মনে পড়ল মঙ্কের।

সম্ভবত রাইফেলের শক্তিশালী বিস্ফোরণে বেড়ার কিছুটা অংশ ছিঁড়ে গিয়েছে। পর্বতের একপাশে ঝালর দেয়া আঙুরলতা বিদীর্ণ হয়ে পড়েছে। পাথরনির্মিত বুদ্ধের পেছনে একসাথে আশ্রয় নিয়েছে মঙ্ক আর গ্রাফ।

আশ্রয় ছাড়া আর দেবার মতো কিছুই নেই এই বুদ্ধমূর্তির।

কাঠের খুপরির পেছনের পর্বতটাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করল মঙ্ক।

ঋজু এবং আরোহণের অযোগ্য।

কোনও পথ নেই।

"এখানে দৌড়ে এসে বুদ্ধের পেটে ঘষা দেয়া উচিত ছিল হয়তো," তিক্তস্বরে বলল মঙ্ক।

"তোমার পিস্তল কোথায়?" গ্রাফ জিজ্ঞাসা করল।

BanglaBook.org

"এই যে। আরেক রাউন্ড গুলি করা যাবে। তারপর আক্রমণ করতে চাইলে ওদের দিকে পিস্তলটা ওদের দিকে ছুঁড়ে মারব। শুনেছি এতে নাকি ভালই কাজ হয়।" ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে পিস্তল উঁচিয়ে ধরল মঙ্ক।

অবশেষে গর্জন করতে করতে নৌকাটা মুক্ত হলো। উল্টো আরও ক্ষতি হলো তাতে। দ্বীপের ধারে থেমেছে নৌকাটা। মৃতদেহের পাশ দিয়ে সৈকতের পাড়ে ভেসে রয়েছে

একটু এদিক-সেদিক হলেই আরও দুটো মৃতদেহ যুক্ত হবে ওখানে।

বেড়ার ছাউনি ভেদ করে বুদ্ধমূর্তির দিকে আরেক দফা গুলি ছিটকে এলো। ঝরে পড়ল আরও খানিকটা আঙুরলতা। একটা বুলেট মঙ্কের নাকের ঠিক পাশ দিয়ে ছুটে গেল–কিন্তু সে নড়ল না। এক ধার থেকে লতার আচ্ছাদন খসে পড়ায় একটা গুহার মুখ দেখা যাচ্ছে।

হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল মঙ্ক। লতাপাতার আবরণ হাত দিয়ে সরিয়ে নিল। সূর্যের আলোয় একটা ধাপ দেখা যাচ্ছে। তার ওপর আরেকটা...

"একটা সুড়ঙ্গপথ, গ্রাফ!"

মঙ্ক দেখতে পেল, একপাশে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছে ওর সঙ্গী। কাঁধের ওপর চেপে ধরে রেখেছে একটা হাত। আঙুলের ফাঁক থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

হায় হায়....

মঙ্ক দৌড়ে গেল ওর কাছে। "জলদি করো। এখন এটাকে ড্রেসিং করার মতো সময় নেই। হাঁটতে পারবে তো?"

দাঁতে দাঁত চেপে রেখে বলল গ্রাফ, " যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা আমার পায়ে গুলি করছে..."

লতার আচ্ছাদনের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে সুড়ঙ্গের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। ভেতরে ঢোকার পর তাপমাত্রা প্রায় দশ ডিগ্রি কমে এসেছে। মঙ্ক শক্ত করে ধরে রেখেছে গ্রাফের কনুই। ব্যথায় কেঁপে উঠছে বেচারা। অন্ধকারের ভেতর নেমে যেতে থাকল ওরা।

পেছন থেকে জলদস্যুদের উল্লাসধ্বনি শোনা যাচ্ছে। শিকারকে ফাঁদে ফেলার খুশিতে উন্মত্ত হয়ে পড়েছে ওরা। মঙ্ক এগিয়ে যেতে থাকল। অন্ধকারে পথ হাতড়ে যেতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

সুড়ঙ্গটা খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগবে না জলদস্যুদের। কিন্তু তারপর কী করবে ওরা? পেছন পেছন আসবে নাকি সরে যাবে? উত্তর পেতে দেরি হলো না।

নিচ থেকে আলো জ্বলে উঠল...হিংস্র উন্মত্ত চিৎকার ভেসে আসছে সেখান থেকে। মঙ্ক সচকিত হয়ে উঠল।

ওদের গলায় রাগের সুর ঝরে পড়ছে।

দস্যুদের বেশিই ক্ষেপিয়ে দিয়েছে ও!

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে অন্ধকারে চোখ সয়ে এলো। দেয়ালগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। কিছুটা শান্ত হলো ওরা। গ্রাফ বিড়বিড় করে কী যেন বলে যাচ্ছে–হয়তো প্রার্থনা, অথবা অভিশাপ।

অবশেষে সিঁড়ির ওপরের প্রান্ত খুঁজে পাওয়া গেল। সুড়ঙ্গ থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে এলো ওরা দুজন। পর্বতের ওপর, এপারে ঘন জঙ্গল। হঠাৎ উপলব্ধি করল মঙ্ক, বিষাক্ত মৃত্যুপুরী শুধু সমুদ্রসৈকতেই সীমাবদ্ধ নয়। জঙ্গলের মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য মৃত পাখি। পায়ের কাছে একটা বাদুড়ের মৃতদেহ দেখতে পেল সে।

তবে জঙ্গলের সব অধিবাসী কিন্তু মৃত নয়।

সামনে তাকাল মঙ্ক। জঙ্গলের মাটিতে যেন লালরঙা ঢেউ উথলে পড়ছে। লাখো কাঁকড়ার ভিড়ে ছেয়ে গেছে চারপাশ। ক্রিসমাস আইল্যান্ডের হারিয়ে যাওয়া কাঁকড়ার দল এখানেই আশ্রয় নিয়েছে তাহলে!

আগের গবেষণার কথা মনে পড়ে গেল ওর। সারাবছর জুড়ে এই কাঁকড়াগুলো নিরীহ অবস্থায় থাকে। কিন্তু বার্ষিক স্থানান্তরের সময় এসে ওরা আলোড়িত হয়ে ওঠে। এমনকি ক্ষুরধার থাবার আঘাতে চলন্ত গাড়ির টায়ার ফুটো করে দেয়ারও নজির আছে।

মঙ্ক এক পা পিছিয়ে গেল। কাঁকড়াগুলো যেন উন্মাদ হয়ে পড়েছে। একে অপরের দেহের ওপর চড়ে বসছে উত্তেজিত অবস্থায়।

এখন বোঝা গেল, কেন ওদেরকে সৈকতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এত খাবার রেখে নিচে যাওয়ার কি দরকার?

কাঁকড়াগুলো শুধু মরা পাখি আর বাদুড় খেয়েই সন্তুষ্ট নয়-সহজাত ভাইবোনদেরও ছাড়েনি ওরা। চারদিকে কেমন একটা রাক্ষুসে ভাব! মানুষের উপস্থিতিতে যেন ওরা থাবা তুলে সতর্কবার্তার আদান প্রদান করে নিল।

পেছন থেকে একঝাঁক উত্তেজিত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ভেসে এলো তখনই।

জলদস্যুরা সুড়ঙ্গের অপর প্রান্ত খুঁজে পেয়েছে।

সামনের দিকে পা বাড়াল গ্রাফ। ফার্ন পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা বড়সড় কাঁকড়া ওর পায়ের ওপর দৌড়ে পালাল।

আবার পিছিয়ে গেল ডক্টর। আগের মতোই বিড়বিড় করে কী যেন বলতে লাগল। তবে মঙ্ক এবার বুঝতে পারল কথাটা। একমত না হয়ে উপায় নেই..

"বুদ্ধমূর্তির পেটে সত্যি সত্যিই ঘষা দেয়া উচিত ছিল আমাদের।"

BanglaBook.org

০৩
অ্যামবুশ
৪ জুলাই, রাত ১২:২৫
টাকোমা পার্ক, মেরিল্যান্ড

"কী হচ্ছে এখানে?"

"জানি না বাবা," গ্রে গ্যারেজের দরজা বন্ধ করতে ইশারা করল। "আমি বোঝার চেষ্টা করছি।"

পড়ে থাকা মোটরসাইকেলটা দু'জনে মিলে টেনে গ্যারেজে ঢোকালো। গ্রে ওটাকে খোলা জায়গায় ফেলে রাখতে চাইছিল না। সত্যি বলতে, শেইচানের কোনও চিহ্নই ফেলে রাখতে চাচ্ছিল না সে। এখন পর্যন্ত আক্রমণকারীদের কাউকে আশেপাশে দেখা যায়নি। কিন্তু তার মানে তো আর এই না যে, হুট করে কেউ বেরিয়ে আসবে না!

গ্রে দ্রুত ওর মায়ের কাছে ফিরে গেল। মিসেস হ্যারিয়েট একজন বায়োলজি প্রফেসর হিসবে দীর্ঘদিন জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিটে দায়িত্ব পালন করেছেন। শেইচানের ক্ষতস্থানের যত্ন কীভাবে নিতে হবে, সেটা ভালোভাবে জানা আছে তার। কোনও ভাবেই আর রক্তপাত হতে দেয়া যাবে না।

চেতনা আর অচৈতন্যের সন্ধিস্থলে অবস্থান করছে শেইচান।

"দেখে মনে হচ্ছে শরীর থেকে বুলেটটা বেরিয়ে গেছে," গ্রে'র মা বলে উঠলেন। "কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছ তো, নাকি?"

কিছুক্ষণ আগে একটা এমার্জেন্সি কল অবশ্য করেছে গ্রে–তবে ৯১১ নম্বরে নয়। শেইচানকে কোনও স্থানীয় হাসপাতালে নেয়া যাবে না এখন। গুলির চিহ্ন দেখা মাত্র একের পর এক জেরা শুরু করবে কর্তৃপক্ষ। তবে, ওকে এখান থেকে সরাতে হবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

"গ্রে, অ্যাম্বুলেন্স আসছে তো?" এবার আরও শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন মা।

চুপচাপ মাথা নাড়ল ও, মায়ের সাথে মিথ্যা বলতে ইচ্ছা করছে না। বাবার দিকে ঘুরে তাকাল এরপর। কখন যেন ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। জিন্সের পোশাকে হাত মুছছেন। ডি.সি. রিসার্চ কোম্পানিতে সাদামাটা একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করে গ্রে–এটাই জানে ওর বাবা-মা। একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের গায়ে হাত তোলার কারণে ওকে আর্মি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে।

এ ঘটনাটাও কিন্তু সত্যি নয়।

সবই পরিকল্পনার অংশ, ছদ্মবেশ।

BanglaBook.org

ও যে সিগমার ফোর্সের একজন সদস্য, সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না বাবা-মা। গ্রে-ও সেটাই চায়। আর সেজন্যেই, যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

"আমি কি তোমার টি-বার্ড গাড়িটা নিতে পারি,বাবা? স্বাধীনতা দিবসের চাপে ইমার্জেন্সি সার্ভিস আজকে বেশ ব্যস্ত। মেয়েটাকে আরও দ্রুত হাসপাতালে নিতে পারব আমি।"

মিঃ পিয়ার্সের চোখগুলো সন্দেহে কুঁচকে গেল। তবে তিনি রান্নাঘরের পেছনের দরজার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, "হুকে চাবি ঝুলানো আছে।"

বারান্দার সিঁড়িগুলো একদৌড়ে পার হলো গ্রে। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার পর হুক থেকে চাবির গোছা নামিয়ে নিল। ১৯৬০ সালের একটা থান্ডারবার্ড কনভার্টিবল আছে ওর বাবার। মিশমিশে কালো রঙের গাড়ি, ভেতরটা লাল চামড়ায় মোড়ানো। নতুন কার্বুরেটর, ফ্লেমথ্রোয়ার কয়েল আর ইলেক্ট্রিক চোক লাগানো–ঘষেমেজে একদম চকচকে বানিয়ে রেখেছেন। আজকের পার্টির জন্য ওটাকে বাইরে বের করা হয়েছে।

গ্রে গাড়ি রাখার জায়গাটায় দৌড়ে গেল। একলাফে চড়ে বসলো চালকের আসনে। এক মুহূর্তের মাঝেই গাড়িটাকে পেছন দিকে চালিয়ে ড্রাইভওয়ের দিকে নিয়ে গেল। ইঞ্জিন চালু রেখেই নেমে পড়ল এরপর। শেইচানের পাশে ওর বাবা-মা হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। বাবা হাতের ওপর ধরে রেখেছেন মেয়েটাকে।

"আমি দেখছি" গ্রে বলল।

"ওকে এখান থেকে সরানো উচিত হবে না মনে হয়," মা তার মতামত ব্যক্ত করলেন।

কারো দিকেই কর্ণপাত করলেন না বাবা। শেইচানকে দুই হাতের ওপর তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তার এক পায়ের কিছুটা অংশ নেই, মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত বলা যায়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যেন টগবগে ঘোড়ার মতোই শক্তিশালী তিনি।

"দরজা খোল," গ্রে-কে আদেশ করলেন তিনি। পেছনের সিটে শুইয়ে দেই ওকে।"

বিনা তর্কে চুপচাপ আদেশ মেনে নিল গ্রে। শেইচানকে ভেতরে ঢুকাতে সাহায্য করতে লাগল। গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে সামনের সিটটাকে ভাজ করে নিল। গাড়িতে তুলে সতর্কতার সাথে মেয়েটাকে পেছনের সিটে শুইয়ে দিলেন বাবা।

"বাবা...."

চালকের পাশের আসনে বসে পড়লেন মা। "বাড়ির দরজায় তালা দিয়ে এসেছি। এখন রওনা দেই, চলো।"

"আমি...আমি একাই নিয়ে যেতে পারব ওকে," গ্রে'র সদুত্তর। ইশারায় দুইজনকে নেমে যেতে বলল।

BanglaBook.org

গ্রে অবশ্য কোনও হাসপাতালের উদ্দেশে বের হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ আগে ইমার্জেন্সি ডিসপ্যাচে ফোন করেছিল ও। সেখান থেকে ডিরেক্টর ক্রো-এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা গিয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি এখনও আছেন সেখানে!

শেইচানকে একটি নির্দিষ্ট সেফ হাউজে নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল গ্রে-কে। সেখানে ওর চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করবে একটি মেডিকেল ইভ্যাকুয়েশান টিম। পেইন্টার কোনও ফাঁক রাখতে চাচ্ছিলেন না। কোনও ফাঁদও তো হতে পারে এটা। তাই সিগমার সদরদপ্তরে কোনওভাবেই মেয়েটাকে নেয়া যাবে না। ইন্টারপোলসহ গোটা বিশ্বজুড়ে আরও কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকাভুক্ত গুপ্তঘাতক এবং সন্ত্রাসী এই শেইচান। জনশ্রুতি আছে যে, ইসরায়েলের মোসাদ বাহিনী ওকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ আরোপ করেছে।

এ ঘটনায় বাবা-মাকে জড়ানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

বাবার ইস্পাতসদৃশ চাহনির দিকে তাকাল গ্রে। মা তার হাতগুলোকে বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে রেখেছেন। সহজে তাদেরকে এখান থেকে নাড়ানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

"তোমাদের আসার দরকার নেই। নিরাপদ হবে না খুব একটা.."

"এখানে থাকাটা বোধহয় খুব নিরাপদ!" গ্যারেজের দিকে হাত তুলে বললেন বাবা। যে গ্যাং এর লোকজন অথবা মাদকবিক্রেতার দল ওকে গুলি করেছে, তাদের কেউ যে এখানে এসে পড়বে না–তা কেউ বলতে পারবে?"

ব্যাখ্যা দেবার মতো সময় ছিলনা গ্রে'র। ডিরেক্টর পেইন্টার ইতোমধ্যে ওর বাবা-মায়ের ওপর নজর রাখবার জন্য একটি নিরাপত্তা প্রদানকারী দল পাঠিয়ে দিয়েছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়ার কথা ওদের।

"আমার গাড়ি...আমার নিয়ম-কানুন," দৃঢ়কণ্ঠে আলোচনার সমাপ্তি টানলেন বাবা। "এখন যাও। ব্যান্ডেজের ভেতর থেকে রক্ত গড়িয়ে চামড়ার সিটকাভারের বারোটা বাজার আগেই ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।"

ব্যথায় কাতরাচ্ছিলো শেইচান। বিভ্রান্ত অবস্থায় ব্যান্ডেজে মোড়ানো জায়গাটা হাত উচিয়ে ধরে রেখেছিল। আলতো করে আঙুল ধরে হাতটা নামিয়ে দিলেন বাবা। আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে ধরে রাখলেন।

"চলো যাই," অস্থির হয়ে পড়েছেন তিনি। তার বিরক্তিভাবের আড়ালে প্রচ্ছন্ন কোমলতার আভাস পাওয়া গেল।

"উঠে পড়।" চালকের আসনে বসে বাবাকে বলল গ্রে। যত তাড়াতাড়ি সেফ হাউজে পৌঁছানো যাবে, ততই ভালো। এ ঝামেলা নাহয় পরে সামলানো যাবে।

গাড়ি চালু করার সময় মাকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল। "আমরা বোকা নই। তুমি ভালোভাবেই জানো গ্রে," রহস্যভরা কণ্ঠে কথাটা বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

গ্রে বিরক্তি সহকারে ভ্রূ কুঁচকালো। দ্রুত গিয়ার পাল্টে ড্রাইভওয়ে থেকে একটানে রাস্তায় নেমে গেল তারপর।

BanglaBook.org

"সাবধান!" চিৎকার করে উঠলেন বাবা। "একদম নতুন কেলসি ওয়্যার চাকা লাগিয়েছি আমি। একটা দাগও যদি পড়ে.....খবর আছে তোমার!"

বেশ দ্রুত চালাচ্ছিলো গ্রে। নতুন চাকার কথা মাথায় রেখে মাঝেমধ্যে জোরে বাঁক ঘুরছিল। ভালোই লাগছে চলতে। ৩৯০ ভিএইট ইঞ্জিনটা যেন জন্তুর মতো গর্জন করে যাচ্ছে।

গাড়িটাকে হাসপাতালের উল্টোপথে ঘুরিয়ে নেবার সময় রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন মা। কোনও কথা না বলে নিজের সিটে আরও গভীরভাবে গা এলিয়ে দিলেন তিনি। সেফ হাউজে পৌঁছানোর পর গ্রে কোনও না কোনওভাবে বাবা-মাকে সামলে নেবে।

মাঝরাতে শহরের রাস্তায় ছুটতে ছুটতে গ্রে'র কানে আতশবাজির শব্দ বেজে উঠছিল। শেষ হয়ে গেল ছুটির দিনটা! কিন্তু মনে মনে ভয় পাচ্ছিল ও। আসল বাজি পোড়ানো তো এখনও শুরুই হয়নি!

রাত ১২:৫৫
ওয়াশিংটন ডি.সি.

ছুটির দিনে এত কাজ....

ডিরেক্টর ক্রো হল পেরিয়ে নিজের অফিসের দিকে যাচ্ছিলেন। সেন্ট্রাল কমান্ডের নাইট স্টাফের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সাধারণ সতর্কতা জারি করা হয়েছে এ বিষয়ে। স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ইতোমধ্যে দুইবার ডাক পড়েছে তার। এমন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীকে তো আর প্রতিদিন হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় না! তাও আবার যেনতেন সন্ত্রাসী নয়, একেবারে ছায়াচ্ছন্ন সংগঠন দ্য গিল্ড এর সদস্য।

সিগমা'র সাথে হরদম পাল্লা দেয় দ্য গিল্ড। সামরিক, জৈবিক, রাসায়নিক, পারমাণবিকসহ আরও বিভিন্ন খাতের উঠতি প্রযুক্তি চুরির সাথে জড়িত এই সংঘ। বর্তমান বিশ্বের ধারা অনুযায়ী–জ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃত ক্ষমতার উৎস তেল অথবা অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। গিল্ডের উদ্দেশ্য অবশ্য আলাদা। উদঘাটিত বস্তুগুলোকে নিলামে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি করে তারা। মধ্যপ্রাচ্যের আল কায়েদা আর হিজবুল্লাহ থেকে শুরু করে জাপানের অম শিনরিকিও, এমনকি পেরুর দ্য শাইনিং পাথ–এদের ক্রেতা। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো দলের সাহায্যে কার্যপরিচালনা করে দ্য গিল্ড। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার, গোয়েন্দা সংস্থা, আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থাসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে ওঁত পেতে আছে তাদের গুপ্তচর। এমনকি একসময় ডারপাতে-ও গুপ্তচর খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। সেই বিশ্বাসঘাতকার হুল যেন এখনও পেইন্টারের গায়ে বিঁধে আছে। আর সেই কুখ্যাত গিল্ডেরই একজন সদস্য এখন তাদের হেফাজতে!

পেইন্টার অফিসঘরে প্রবেশ করা মাত্র তার সহযোগী ও সম্পাদক ব্র্যান্ট মিলফোর্ড ডেস্ক থেকে সরে আসলো। হুইলচেয়ারে চলাফেরা করে লোকটা। বসনিয়ার একটি সিকিউরিটি পোস্টে গাড়ি বোমা হামলার ঘটনায় ওর মেরুদণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

BanglaBook.org

"স্যার, ডঃ কামিংস এর কাছ থেকে একটা স্যাটেলাইট কল পেয়েছি কিছুক্ষণ আগে।"

বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালেন পেইন্টার। লিসার তো এত তাড়াতাড়ি রিপোর্ট করার কথা না।

আজ রাতে অনেকগুলো কাজের চিন্তা তার মাথার ভেতর জট পাকিয়ে আছে। উদ্বেগের ভারে ছেদ ঘটল চিন্তাভাবনায়।

"অফিসে বসে ফোনটা ধরছি। ধন্যবাদ, ব্র্যান্ট।"

দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন ডিরেক্টর। তার ডেস্কের চারপাশের দেয়ালে ঝুলানো রয়েছে অসংখ্য প্লাজমা মনিটর। সবগুলোর পর্দাই এখন অন্ধকার, তবে রাত বাড়ার সাথে সাথে হাজারো তথ্য ভেসে উঠবে যাবে সেগুলোতে। সবকিছু গিয়ে জমা হবে সেন্ট্রাল কমান্ডে। থাক ওসব, আগে লিসার সাথে কথা বলতে হবে। পেইন্টার ডেকের কাছে গিয়ে ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। আলো জ্বলতে থাকা বোতামটায় হাত রাখলেন তিনি।

ভোরের দিকে রিপোর্ট করার কথা লিসার, ইন্দোনেশীয়ান দ্বীপপুঞ্জে অবশ্য তখন সন্ধ্যারাত। লিসা বিছানায় যাবার ঠিক আগে আগে সারাদিনের বিবরণ শুনতে চেয়েছিলেন পেইন্টার। সময়সূচিটা মানলে ওকে শুভরাত্রি জানানোর সুযোগ পেতেন তিনি।

"লিসা?"

কথার মাঝখানে কেটে কেটে যাচ্ছিলো।

"ও গড, পেইন্টার, তোমার গলা শুনে...খুব ভালো লাগছে। জানি তুমি ব্যস্ত। ব্র্যান্ট কী যেন একটা ঝামেলার কথা বলল... একটু অন্যরকম..."

"চিন্তার কিছু নেই। এত ঝামেলার কিছু না, বরং একটা সুযোগ পাওয়া গিয়েছে ধরে নাও," ডেস্কের এক কোণায় হেলান দিলেন তিনি। "এত আগে ফোন করলে যে?"

"এখানে কোনও একটা সমস্যা হচ্ছে। আমি গবেষণার জন্য প্রচুর টেকনিক্যাল ডাটা পাঠিয়েছি। ওদিকটায় এমন কাউকে চাচ্ছি, যে ডঃ বার্নহার্টের পাওয়া ফলাফলগুলো আবার মিলিয়ে দেখবে।"

"সে ব্যবস্থা করছি আমি। কিন্তু এত তাড়াহুড়ো কিসের?" লিসার কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা টের পাচ্ছিলেন পেইন্টার।

"আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক পরিস্থিতি এখানে।"

"জানি। দ্বীপের উপর দিয়ে ভেসে বেড়ানো বিষাক্ত মেঘের কথা শুনেছি আমি।"

"না....হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুবই ভয়ঙ্কর-কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। আমরা কিছু অদ্ভুত জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি খুঁজে বের করেছি। আমি ভাবলাম তথ্যগুলো যত দ্রুত সম্ভব সিগমার গবেষকদের জানানো উচিত। ডঃ বার্নহার্ট তার প্রাথমিক পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন করতে করতে, ওদিকেও কাজ চলতে থাকুক।"

"মঙ্ক কি ডক্টরকে সাহায্য করছে?"

BanglaBook.org

"ও এখনও নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত। সবকিছুই দরকার হবে আমাদের।"

"আমি ডঃ জেনিংসকে জানিয়ে দেব। ওর দল নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলব। এখান থেকে সবকিছু তত্ত্বাবধান করবে ওরা।"

"এটাই তো চাই। ধন্যবাদ।"

সমাধান দেয়া সত্ত্বেও চিন্তামুক্ত হতে পারলেন না পেইন্টার। মিশনের শুরু থেকে তিনি পরিচালক হিসেবে নিজের দায়িত্বের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করেছেন। লিসার সাথে পেশাদারী দূরত্ব বজায় রাখতে চেয়েছেন, কিন্তু কোনওভাবেই পারেননি। গলা খাঁকারি দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কী খবর?"

ক্লান্তিমাখা আনন্দের ছাপ পাওয়া গেল লিসার কণ্ঠে, "ভালোই আছি বলা যায়। কিন্তু এ জীবনে আর কোনওদিন জাহাজে করে সমুদ্র ভ্রমণ করছি না আমি। এবারই শেষ।"

"আমি কিন্তু সাবধান করেছিলাম। উপকার করতে চাইলে তো কেউ পাত্তা দেয় না। *আমি কাজ করতে চাই, পরিবর্তন আনতে চাই...*" হাসতে হাসতে লিসার কণ্ঠ অনুকরণ করলেন পেইন্টার। "বোঝো এখন কী পেয়েছ!"

ডিরেক্টরের কথায় মৃদু হেসে উঠল লিসা। কিন্তু পরক্ষণেই ওর কণ্ঠে কিছুটা গাম্ভীর্য ফুটে উঠল, "পেইন্টার, এটা সম্ভবত একটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল.....এখানে আসাটা... জানি আমি সিগমার অফিসিয়াল সদস্য নই।"

"ভুল ভাবলে তোমাকে এ কাজে জড়াতাম না আমি। সত্যি বলতে, যেকোনো একটা অজুহাত দিয়ে তোমাকে সরিয়ে রাখতাম। ভুলে যেও না আমি সিগমার ডিরেক্টর। এরকম একটা মেডিকেল ক্রাইসিস পর্যবেক্ষণের জন্য যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করাই আমার দায়িত্ব। তোমার মেডিকেল ডিগ্রি, ফিজিওলজিতে ডক্টরেট, এতদিনের ফিল্ড রিসার্চের অভিজ্ঞতা–আমি সঠিক মানুষকেই পাঠিয়েছি, লিসা।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো ফোনের ওপাশে। পেইন্টার ভাবলেন কেটে গিয়েছে হয়তো।

"ধন্যবাদ," অবশেষে লিসার গলা শোনা গেল।

"তাই বলছি, আমাকে নিরাশ করো না। আমার সম্মান বজায় রাখতে হবে।"

পরিতৃপ্ত কণ্ঠে লিসা বলে উঠল, "কাউকে সাহস যোগাতে হলে কীভাবে কথা বলতে হয়, সেটা ভালো করে শিখে নেয়া উচিত তোমার।"

"তাহলে একটু অন্যভাবেই বলি–সাবধানে থেকো। নিজের দিকে খেয়াল রেখো আর যত দ্রুত সম্ভব ফিরে এসো এখানে।"

"হুমম..আগের চেয়ে ভালো হচ্ছে।"

"এবার আরেকটু সুন্দর করে বলি। ভীষণ মিস করছি। অনেক ভালবাসি তোমাকে। বুকে জড়িয়ে রাখতে চাই সবসময়।"

সত্যি সত্যি লিসার কথা খুব মনে পড়ছিল তার। ভাবতেই বুকের ভেতরে কেমন যেন ব্যথা অনুভব করেন।

"দেখেছ? সামান্য প্র্যাকটিস করলেই কিন্তু তুমি বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারো।"

BanglaBook.org

"জানি আমি," বললেন পেইন্টার। "কিছুক্ষণ আগে মঙ্ক-কে এই কথাগুলোই বলেছি।"

সশব্দে হেসে উঠল দু'জনেই। পেইন্টারের মন থেকে উদ্বেগের মেঘ কিছুটা হলেও কেটে গেল। লিসা পারবে, ওর ওপর আস্থা রাখা যায়। আর তাছাড়া, নিরাপত্তার জন্য মঙ্ক তো আছেই।

পেইন্টার কোনও সাড়া দেবার আগেই, দরজায় মৃদুভাবে টোকা দিল সহকারী ব্র্যান্ট। হাতের ইশারায় ওকে কথা বলতে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

"বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, ডিরেক্টর। কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত লাইনে আরেকটি ফোন এসেছে। রোম থেকে মনসিনর ভেরোনা ফোন করেছেন। মনে হলো খুব জরুরি দরকারে আপনাকে খুঁজছেন।"

ভ্রূকুটি করলেন পেইন্টার। কানে ধরে থাকা ফোনে বললেন, "লিসা-"

"শুনলাম, তুমি ব্যস্ত। মঙ্কের সাথে কাজটা একটু গুছিয়ে নিয়ে আমরা কনফারেন্স কলে জেনিংসের সাথে এখনাকার পরিস্থিতি আলোচনা করব। এখন তুমি কাজে ফিরে যাও।"

"সাবধানে থেকো।"

"হুমম থাকব। আর হ্যাঁ, আমিও তোমাকে ভালবাসি।"

ফোনের লাইনটা কেটে গেল।

লম্বা একটা শ্বাস নিলেন পেইন্টার। তারপর ঘুরে গিয়ে ব্যক্তিগত ফোনটার দিকে হাত বাড়ালেন। মনসিনর ভেরোনা কেন খুঁজছেন তাকে? কমান্ডার পিয়ার্সের সাথে মনসিনরের ভাতিজীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল একসময়–বিষয়টা জানতেন পেইন্টার। কিন্তু সেটা তো প্রায় বছরখানেক আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে।

"মনসিনর ভেরোনা, পেইন্টার ক্রো বলছি।"

"ফোন ধরার জন্য ধন্যবাদ, ডিরেক্টর ক্রো। গত দুই ঘণ্টা যাবত গ্রে'র সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি আমি। কিন্তু ছেলেটা কিছুতেই ফোন ধরছে না।"

"শুনে দুঃখিত হলাম। জরুরি কিছু হলে আমাকে বলতে পারেন। আমি জানিয়ে দেব ওকে।"

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন না পেইন্টার। অতীতে মনসিনর ভেরোনা বহুবার সিগমা'র সাহায্যে এসেছেন। কিন্তু আজকের বিষয়টা ভিন্ন। কাউকে জানানোর প্রয়োজন না হলে এ বিষয়ের অবতারণার কোনও কারণ নেই।

"ভ্যাটিকানে একটি ঘটনা ঘটেছে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সিক্রেট আর্কাইভে একটা জিনিস পাওয়া গিয়েছে। ওটা কীভাবে এখানে এলো, তা আমি নিশ্চিতভাবে জানি না। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য আমাকে সতর্কবার্তা জানানো। আমার এবং সম্ভবত কমান্ডার পিয়ার্সের জন্য এই বার্তা।

উঠে দাঁড়ালেন পেইন্টার। চেয়ারের চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরলেন কিছুক্ষণ। "কী ধরনের বার্তা?"

BanglaBook.org

"গত সপ্তাহে কেউ একজন লুকিয়ে ভল্টে ঢুকেছিল। তারপর মেঝেতে ড্রাগন কোর্টের প্রতীক এঁকেছে সে।"

কাকতালীয় ব্যাপারটায় বেশ খানিকটা বিরক্ত হলেন পেইন্টার। বছর দুয়েক আগে গ্রে এবং মনসিনর ভেরোনা একটা বিশেষ কাজে জোট বেঁধেছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল ড্রাগন কোর্ট খ্যাত এক নৃশংস সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা। কাজটায় সফল হয়েছিলেন তারা–তবে আরেকজনের সাহায্য নিতে হয়েছিল। শত্রুকে দলে ভেড়াতে হয়েছিল তাদের। দ্য গিল্ডের একজন সক্রিয় সদস্য।

শেইচান...

আর সেই গুপ্তঘাতক কিনা আজ এখানেই !

কাকতালীয় কোনও ব্যাপার সহজেই হজম করে ফেলার মতো লোক নন পেইন্টার। অতীতেও কখনো মেনে নেননি–আর এখন তো প্রশ্নই আসে না।

"কেউ কি এই অনধিকার প্রবেশকারীকে দেখেছে?" জিজ্ঞাসা করলেন ডিরেক্টর।

"যেই হোক না কেন–একাই এসেছিল। ভ্যাটিকানের সব নিরাপত্তাকে লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়েছিল। সিকিউরিটি ক্যামেরায় আমরা শুধু একটি ছায়া দেখতে পেয়েছি। আমার পরিচিত একজনই আছে–যে বিনাবাধায় ভেতরের স্যাঙ্কটামে ঢুকে আবার বেরিয়ে যেতে পারে। অতীতে তার সাথে মিলেই আমরা ড্রাগন কোর্টের বিরুদ্ধে লড়েছিলাম।"

মনসিনর ভেরোনা ঠিক যেন পেইন্টারের মতোই সন্দেহপ্রবণ আচরণ করছিলেন।

"আর মেঝেতে আঁকা ড্রাগনের ছবিটা..." বলে চললেন ভিগর। "স্পষ্ট একটা বার্তা ছিল ওটা। হয়তো অপরিশোধিত কোনও এক ঋণের কথা মনে করিয়ে দিতে.."

"আপনার ধারণা–এটা শেইচানের কাজ। সে-ই তো ড্রাগন কোর্টের ঘটনায় আপনাদের সাহায্য করেছিল, তাই না?"

"একদম ঠিক। আমরা যদি ওকে খুঁজে বের করতে পারি, জিজ্ঞাসা করতে পারি...."

পেইন্টার বুঝতে পারলেন, সত্য গোপন করলে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করা যাবে না কোনওভাবেই। বিষয়টার গুরুত্ব সুদূর রোম পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে।

"শেইচান কিন্তু এখানেই আছে," মনসিনরের কথার মাঝে বাঁধ সাধলেন তিনি। "আমাদের হেফাজতে।"

"কী????"

আজ রাতের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত বলে গেলেন পেইন্টার। কীভাবে সেই গুপ্তঘাতককে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, তা।

এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন ভিগর। তারপর হড়বড় করে বলতে লাগলেন, "ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে শুধু একটা কারণে হলেও - কেন ভল্টের মেঝেতে এই ছবিটা এঁকে গেল ও।"

BanglaBook.org

"সেটাই করব আমরা। আগে ওর চিকিৎসা হোক। তারপর জেলে ঢুকিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাব।"

"আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। বড়সড় কিছু একটা ঘটছে। সম্ভবত গিল্ডের ব্যাপ্তির চেয়েও বড় কিছু।

"কী বোঝাতে চাচ্ছেন আপনি?"

"ড্রাগনের ছবিটা আর্কাইভ ভল্টের মেঝেতে খোদাই করা এক প্রাচীন লিপিকে ঘিরে অঙ্কিত হয়েছে। যতদূর মনে হলো, একেবারে ভ্যাটিকানের নির্মানের সময় খোদাইকৃত। সেই গ্যালিলিও'র আমলের কথা আর কি। সম্ভবত পৃথিবীর সবচাইতে প্রাচীন ভাষায় লেখা এই লিপি। এমনকি প্রোটো হিব্রুর চেয়েও পুরনো। হয়তো বা মানবজাতির বিকাশেরও আগে জন্ম ঘটেছিল এই ভাষার।

ভিগরের কণ্ঠে ঝরে পড়া আতঙ্ককে অনুভব করলেন পেইন্টার। "মানবজাতির আগে বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?"

ভিগর উত্তর দিলেন সে প্রশ্নের।

জবাবের প্রেক্ষিতে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না পেইন্টার, যদিও ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। অবিশ্বাসের সাথে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। কপালে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। মনসিনরের ধারণা পুরোপুরি অবাস্তব। তবে সত্য হোক আর না হোক–লোকটার দুশ্চিন্তার কারণটা বুঝতে পারছিলেন তিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেইচানকে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় নিতে হবে। ওর সাথে খারাপ কিছু ঘটে যাবার আগেই!

সেফহাউজে পাঠানো মেডিকেল টিম সম্পর্কে খোঁজ নিলেন পেইন্টার। ওখানে পাহারাদার হিসেবে কে আছে, সেটা জানা দরকার। সহকারী ব্র্যান্টকে ডেকে ওখানকার নিরাপত্তাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করতে বললেন। তার অফিসের প্লাজমা মনিটরে, সেফ হাউজ থেকে সরাসরি পাঠানো ভিডিও চিত্র দেখতে চান তিনি।

ভিগরের শেষ কথাগুলো বারবার কানে বাজতে লাগল।

পাথরে খোদাই করা লিপিটা আসলে...

আনমনে মাথা নাড়লেন পেইন্টার। অসম্ভব!

ফেরেশতাদের ভাষা ওটা।

রাত ১:০৪

ফক্সহল গ্রামের অন্তর্ভুক্ত গ্রিনউইচ পার্কের কাছাকাছি এসে গতি কমিয়ে দিল গ্রে।

শেষ মাথায় এসে বাম দিকে ঘোরাল গাড়িটাকে। রাস্তার দুই ধারে গাছের সারি।

ধীরগতিতে এগোতে এগোতে সেফ হাউজটা চোখে পড়ে গেল। লাল ইটের দোতলা বাড়ি, মধ্যযুগীয় গড়নের। গ্লোভার আর্চবোল্ড পার্কে অবস্থিত এই বাড়িটা। পার্কের সাথে মিল রেখে কপাটগুলোও গাঢ় সবুজ।

চারিদিকে বনের ভেজা মাটির স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ পাচ্ছিল গ্রে।

BanglaBook.org

বাড়িটার কাছাকাছি এসে দেখা গেল, সামনের বারান্দায় আলো জ্বলছে। ওপরতলার কোণার জানালা দিয়েও জ্বলন্ত বাতি দেখা যাচ্ছে।

সবকিছু ঠিকঠাক আছে তাহলে।

ঘুরে গিয়ে গাড়িটাকে ড্রাইভওয়ের দিকে নিয়ে গেল সে। পেছন থেকে আহত যাত্রীর ব্যথাভরা আর্তনাদ শুনতে পেল আবার।

"কোথায় এলাম আমরা?" মা জিজ্ঞাসা করলেন।

বাড়ির বামদিকে পার্কিংয়ের জায়গায় গাড়ি থামালো গ্রে। পাশের দরজা থেকে একটা সিঁড়ি নেমে এসেছে। আসার পথে বাবা-মাকে বেশ কয়েকবার গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চেয়েছিল ও। রাস্তায় একের পর এক হাসপাতাল আর চিকিৎসাকেন্দ্র চোখে পড়ছিল তাদের। সেগুলো পেরিয়ে যাবার সময়, তারা যেন আরও বেশি একগুঁয়ে হয়ে উঠছিলেন। বিশেষ করে মা! ওর বাবা তো সবসময়ই একরোখা।

"এটা একটা সেফ হাউজ মা," গ্রে ভাবলো এখন আর কথা লুকিয়ে লাভ নেই। "কিছুক্ষণের মধ্যেই মেডিকেল হেল্প চলে আসবে। আপাতত এখানে অপেক্ষা করি।"

ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সে।

সামান্য দূরে বাড়ির আরেকপাশের দরজা খুলে গেল হঠাৎ। দীর্ঘ জমাটবাঁধা একটা ছায়া পড়ল দরজায়। কোমরের হোলস্টারে রাখা অস্ত্রের ওপর একটা হাত রাখা। "আপনিই পিয়ার্স?" কঠোর গলায় প্রশ্ন করল লোকটা। গাড়ির অন্যান্য যাত্রীদের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

"হ্যাঁ।"

সামনে এগিয়ে আলোর ভেতর দাঁড়াল সে। পেশিবহুল হাত-পা বিশিষ্ট দশাসই আকৃতির মানুষ। বাদামী চুলগুলো একদম মাথার সাথে মিশিয়ে ছাঁটা, প্রায় ন্যাড়াই বলা চলে। পরনে মিলিটারিদের পোশাক–দৃষ্টি আকর্ষণে বাধ্য।

"আমার নাম কোয়ালস্কি। ক্রো আপনার জন্য ফোনে অপেক্ষা করছেন।" আরেক হাতে ধরা মোবাইল ফোনটা গ্রে'র দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

ফোন হাতে নিয়ে গাড়ির পেছনদিকে চলে এলো গ্রে। ছদ্মবেশ উন্মোচিত হয়ে যাওয়ার বিষয়টা নিয়ে ডিরেক্টরের সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না ওর। গোপন অভিযানে আসার সময় বাবা-মাকে সাথে নিয়ে আসলে, পরিচয় গোপন থাকবে কীভাবে!

এমনকি এখানকার গার্ড কোয়ালস্কি ওর বাবা-মাকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। লোকটার কপালে পড়া সংশয়ের ভাঁজগুলো লক্ষ্য করল গ্রে। থুতনি চুলকাতে চুলকাতে ভাবতে লাগল কী করা যায়!

"তিনশো বাহান্ন ?" গ্রে-কে জিজ্ঞাসা করল কোয়ালস্কি।

কিসের কথা বলছে লোকটা? বুঝতে পারল না সে।

পেছনের সীট থেকে উত্তরটা বাবাই দিলেন। "নাহ তিনশো নব্বই ব্লক এটা। ফোর্ড গ্যালাক্সি গাড়ি থেকে পুনর্গঠিত ভি-এইট ইঞ্জিন।"

"দারুণ!"

BanglaBook.org

তারমানে গার্ড এতক্ষণ ওর বাবা-মাকে পর্যবেক্ষণ করছিল না। গাড়ির দিকেই ছিল ওর মনোযোগ।

পেছনের সিটে নড়েচড়ে উঠল শেইচান। দুর্বলভাবে উঠে বসার চেষ্টা করছে এখন।

"মেয়েটাকে ভেতরে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে?" গার্ডকে জিজ্ঞাসা করল গ্রে। লোকটার ডান বাহুতে ইউ.এস. নৌবাহিনীর নোঙরের প্রতীক দেখতে পেল সে। সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্মকর্তা, কোনও সন্দেহ নেই। অভিধানে নৌসেনার কোনও ছবি দেয়া থাকলে, এই লোকের ছবি-ই সবচেয়ে মানানসই হতো।

মিসেস হ্যারিয়েট গাড়ি থেকে নামলেন। "কোথায় তোমাদের মেডিকেল হেল্প?" বিশালদেহী লোকটার দিকে সাহায্যের আশায় তাকালেন তিনি।

হাত উচু করে মাকে থামতে বলল গ্রে। একটু ধৈর্য ধরতে হবে তো!

"ম্যাম.." রান্নাঘরের দিকে নির্দেশ করল কোয়ালস্কি। টেবিলে একটি মেডিকিট রাখা আছে। মরফিন ইঞ্জেকশান, স্মেলিং সল্ট, সেলাইয়ের উপকরণ-সবকিছু আলাদা করে রেখেছি।"

প্রশংসার দৃষ্টিতে গার্ডের দিকে তাকালেন মা। "ধন্যবাদ, ইয়্যাং ম্যান।"

আরেক দফা বিধ্বংসী নজরে গ্রে'র দিকে তাকিয়ে ভেতরে রান্নাঘরটার দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

খানিকটা সরে দাঁড়িয়ে ফোনের দিকে মনোযোগ দিল গ্রে। "ডিরেক্টর ক্রো, কমান্ডার পিয়ার্স বলছি।"

"গাড়ি থেকে এইমাত্র যে মহিলাটি নেমে গেলেন, উনি কি তোমার মা?"

কিন্তু.... কীভাবে সম্ভব!!!

চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে পার্কিং-এর জায়গায় একটা ভিডিও ক্যামেরা দেখতে পেল গ্রে। এটাই তাহলে সরাসরি সব খবরাখবর সেন্ট্রাল কমান্ডে পাঠাচ্ছে! ওর মনে হলো, গলায় যেন কিছু একটা আটকে আছে।

"স্যার...."

"আচ্ছা বাদ দাও। পরে শুনব এই কাহিনী। আমাদের এই বন্দীর ব্যাপারে রোম থেকে একটা খবর এসেছে। কী অবস্থা ওর এখন?"

গাড়ির পেছনের সিটের দিকে তাকাল কমান্ডার। কীভাবে গাড়ি থেকে আহত মেয়েটাকে নামানো যায়, সে ব্যাপারে আলোচনা করছেন ওর বাবা আর গার্ড। শেইচানের পেটে মোড়ানো ব্যান্ডেজের মাঝখানের অংশে তাজা রক্তের ছাপ লক্ষ্য করল সে।

"জরুরি ভিত্তিতে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রয়োজন, স্যার। আর দেরি করা চলবে না।"

"যেকোনো মুহূর্তে সাহায্য পৌঁছে যাবে গ্রে।"

তখনই ভারী পাল্লার গাড়ির ঘরঘর আওয়াজ শুনে পেছনে তাকাল সে। বড়সড় একটা কালো ভ্যান এদিকেই এগিয়ে আসছে।

BanglaBook.org

"আমার মনে হয়, ওরা এসে পড়েছে।" কিছুটা চিন্তামুক্ত হলো ও।

ভ্যানটা বাড়ির সামনে এসে থামল। দেখামাত্র সেটাকে চিনতে পারল গ্রে-সিগমার মেডিকেল রেসপন্স টিমের ভ্যান। আদতে সাধারণ ভ্যানের মতো হলেও, এর আড়ালে লুকিয়ে আছে অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস। প্রয়োজন অনুসারে জরুরি অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থাও আছে এর ভেতর।

"ওকে পরীক্ষা করা শেষ হলে আমাকে জানিও," পেইন্টার বললেন। ভ্যানটা তার চোখে পড়েছে বোধহয়।

উচ্চ শব্দে খুলে গেল ভ্যানের পাশ দরজা। চারজন বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। একটা মেয়েও আছে দেখা যায়। সবার পরনে সার্জিকাল গাউন আর ঢিলেঢালা কালো বোম্বার জ্যাকেট। দু'জন মিলে ধরাধরি করে একটা স্ট্রেচার নামাতে শুরু করল। ইতোমধ্যে মেয়েটা আরেকজন লোকের সাথে গ্রে'র সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা-

"ডঃ আমিন নাসের।"

খসখসে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ অনুভব করল গ্রে। শান্ত এবং নিয়ন্ত্রিত। ত্রিশের বেশি বয়স হবে না লোকটার, অথচ কী দৃঢ় ব্যক্তিত্ব! চকচকে মেহগনির মতো গায়ের রঙ। সাথের মেয়েটার গায়ের রঙ অবশ্য উষ্ণ মধুর মতো।

আপাদমস্তক মেয়েটাকে দেখে নিল গ্রে।

এশিয়ান বংশোদ্ভূত হলেও, নিজের বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সে। মাথার দু'পাশের চুল ছোট করে ছেঁটে রাখা, বাকি চুলগুলো পাংশুটে সোনালি রঙে রাঙানো। দুই হাতের কব্জিকে ঘিরে রেখেছে সেল্টিক ধাঁচের ট্যাটু। এধরনের উগ্রতা সাধারণত গ্রে-কে আকৃষ্ট করে না। কিন্তু এই মেয়েটার ভেতর অস্বাভাবিক আকর্ষণীয় কিছু একটা আছে। আবেদনময়ী চোখের চাকচিক্যই ওকে মোহনীয় করে রাখে, বাড়তি কোনও সাজসজ্জার প্রয়োজন পড়ে না। অথবা হয়তো ওর শ্বাপদসদৃশ, নিয়ন্ত্রিত চলাফেরার ভঙ্গিমাই এই বাড়তি আকর্ষণের মূল কারণ। সিগমা'র অন্যান্য সদস্যদের মতো এরও সামরিক প্রশিক্ষণ থাকার কথা।

গ্রে'র সামনে এসে মাথা নাড়ল মেয়েটা। পরিচিত হবার কোনও আগ্রহই দেখাল না।

"এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে জানানো হয়েছে," দলনেতা বক্তব্য চালিয়ে গেলেন। তার কথা বলার ভঙ্গিতে বিদেশি উচ্চারণের সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। "আপনাদের সবাইকে সরে যাওয়ার অনুরোধ করছি। আমরা আমাদের কাজ শুরু করব। রোগীর শরীরে অস্ত্রোপোচারের জন্য তাকে ভ্যানের ভেতর নিয়ে যাব আমরা। কিছুক্ষণের ভেতর অ্যানির মাধ্যমে রোগীর প্রতিবেদন পাঠিয়ে দেব।" অবশেষে মেয়েটার নাম জানিয়ে দিলেন তিনি।

বাকি দু'জনকে স্ট্রেচার ধরে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। ডক্টর তাদেরকে অনুসরণ করলেন। অ্যানিশেন ওরফে অ্যানি অবশ্য আগের জায়গাতেই চুপচাপ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

BanglaBook.org

পাশে সরে যাবার সময় গ্রে'র হাতের ফোনটা কেপে উঠল। সেদিকে লক্ষ্য না করে ডক্টরের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছেন সদ্য আগত দলনেতা। হঠাৎ করে তার উচ্চারণের ভঙ্গিটা ধরতে পারল গ্রে।

ডঃ আমিন নাসের। মিশরীয় ভদ্রলোক।

রাত ১:০৮

ডেস্কের পেছনদিকের দেয়ালে ঝুলানো মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন পেইন্টার। অন্য দু'পাশের দেয়ালের মনিটরগুলোতে সেফ হাউজের নিচতলা আর উপরতলার সরাসরি ভিডিওচিত্র দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পেইন্টারের সামনের মনিটরটা সেফ হাউজের বাইরে লাগানো ক্যামেরায় ধারণকৃত তাৎক্ষণিক দৃশ্য দেখাচ্ছে।

"ফোনটা ধরো, গ্রে!" স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

নিচের তলায় অবস্থিত মূল নিরাপত্তা ব্যবস্থা কক্ষ থেকে ক্যামেরাগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ডিরেক্টরের পক্ষে অফিসঘরে বসে ক্যামেরা ঘুরানো সম্ভব নয়। স্ক্রিনের কোণায় কিছুক্ষণ আগে মেডিকেল ভ্যানটাকে পার্ক করতে দেখেছিলেন তিনি। কিন্তু ভ্যান থেকে নেমে আসা দুজন আরোহীকে দেখতে পেলেন মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে। গ্রে'র সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

ওদের একজনও সিগমার সদস্য নয়।

সব কর্মকর্তাকেই চেনেন পেইন্টার।

ভ্যানটা সিগমার হতে পারে, কিন্তু ভেতরের এই দলটি সিগমার কোনও অংশ নয়।

ফাঁদ পাতা হয়েছে।

স্ক্রিনে দেখা গেল, ফোনটা কানের কাছে ধরছে গ্রে। "ডিরেক্টর ক্রো-"

পেইন্টার কোনও উত্তর দিতে যাওয়ার আগেই, সরু একটি পা এগিয়ে এলো গ্রে'র দিকে। লাথির আঘাতে ওর মাথার সাথে লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল ফোনটা। ঝিরঝির শব্দে ফোনের নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখনই। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল গ্রে।

"গ্রে...."

স্ক্রিনের ভেসে আসা দৃশ্য ঝাঁকি খেতে শুরু করল। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই আঁধার নেমে এলো সেখানে।

রাত ১:০৯

এক গুলিতেই ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল ক্যামেরাটা।

গ্রে'র মাথা ঘুরছিল। চাপা কাশি আর কিছু একটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ার শব্দে পাশ ফিরলো সে।

"কী হচ্ছে এখানে?" ক্যামেরার ভেঙ্গে পড়া টুকরোগুলো থেকে নিজের মাথাটাকে রক্ষা করতে নিচু হয়ে বসলেন গ্রে'র বাবা। শেইচানের সাথে পেছনের সিটেই সেঁধিয়ে আছেন তিনি।

BanglaBook.org

এখানকার পাহারাদার, কোয়ালস্কি গাড়ির অন্যপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় বরফের মতো জমে গেল দু'শো পাউন্ড ওজনের লোকটা। ঘাড়ের পেছনে ধরা পিস্তলের কারণে নড়াচড়া করার ধৃষ্টতা দেখালনা সে।

আর্দালিরা কিছুক্ষণ আগে স্ট্রেচারটাকে পাশের উঠানে নামিয়ে রেখেছে। এখন কোয়ালস্কির ঘাড়ে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে একজন। আরেকজন গ্রে'র বাবাকে গাড়ি থেকে নামতে ইশারা করল।

"একচুলও নড়বে না, খবরদার," পেছন থেকে একটা কর্কশ গলা শুনতে পেল গ্রে।

পেছন ফিরে দেখল গ্রে। অ্যানি মেয়েটা সরাসরি ওর মুখ বরাবর একটা সিগ সাওয়ার পিস্তল তাক করে রেখেছে। লাথি মেরে যাতে ফেলে দিতে না পারে, সেরকম একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে সে। তবে সেখান থেকে গুলি ফসকানোর কোনও সম্ভাবনা নেই।

বুঝে ওঠার পর আবার গাড়ির দিকে মুখ ঘুরালো গ্রে। ডঃ নাসেরের হাতেও একইরকম একটা পিস্তল। কেন যেন গ্রে'র কাছে মনে হলো যে, এই পিস্তল দিয়েই শেইচানকে গুলি করা হয়েছে।

গ্রে'র বাবার পাশে এসে দাঁড়ালো নাসের। শেইচানের শুয়ে থাকার জায়গাটায় কী যেন খুঁজতে লাগল। তারপর বিষণ্নভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে পাশের বন্দুকধারী লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, "বুড়ো ব্যাটাকে গাড়ি থেকে নামাও। কুস্তিটার কাছে খুঁজে দেখ, স্মারকস্তম্ভটা পাওয়া যায় কিনা! তারপর ভ্যানের ভেতর নিয়ে এসো ওকে।"

"স্মারকস্তম্ভ?"

টেনে হিঁচড়ে গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছিলো মি. পিয়ার্সকে। সেদিকে তাকিয়ে গ্রে মনে মনে প্রার্থনা করল–বাবা যাতে পরিস্থিতিকে আরও বিগড়ে না দেন। অবশ্য কোনও দরকার ছিল না। মি. পিয়ার্স এতোটাই অবাক হয়েছিলেন যে, বাঁধা দেওয়ার কথা তার মাথায় আসেনি।

"কিছুই নেই ওর কাছে," পেছনের সিট থেকে অনুসন্ধানকারীর গলা শোনা গেল।

গাড়ির দিকে এগিয়ে এসে ভেতরটা নিজচোখে একবার পরীক্ষা করে নিল নাসের। যে জিনিসটা খুঁজছে, সেটা কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

সরে এসে গ্রে'র দিকে ঘুরে তাকাল ডঃ নাসের। "জিনিসটা কোথায়?"

অবিচলিত ভঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা প্রশ্ন করল গ্রে, "কোন জিনিসটা কোথায়?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা। "তোমাকে অবশ্যই এব্যাপারে কিছু বলেছে শেইচান। নাহলে শত্রুর জীবন বাঁচানোর জন্য এত মরিয়া হয়ে উঠতে না।" জায়গায় দাঁড়িয়েই পার্শ্ববর্তী লোকটাকে ইশারা করল নাসের। এই লোকটাই কিছুক্ষণ আগে শেইচানের ওপর অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। ইশারা পাওয়ার সাথে সাথে গ্রে'র বাবার কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে ধরল সে।

BanglaBook.org

"আমি একই প্রশ্ন দু'বার করি না। সেটা অবশ্য তোমার জানার কথা না। তাই তোমাকে আরেকবার সুযোগ দিলাম।"

ঢোক গিললো গ্রে। বাবার চোখে আতঙ্কের স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে।

দেরি না করে বলে ফেলল, "স্মারকস্তম্ভ... তুমি যেটার কথা বলছ। শেইচানের সাথেই ছিল ওটা। কিন্তু আমাদের বাড়ির সামনে বাইক থেকে পড়ে যাবার সময় ভেঙ্গে গিয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু বলার আগেই মেয়েটা জ্ঞান হারিয়েছিল। আমি যতদূর জানি, জিনিসটা ওখানেই পড়ে আছে এখনও।"

আর তাই হবার কথা।

শেইচানকে নিয়ে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে ওটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছে গ্রে।

কোথায় যে গেল জিনিসটা!

গ্রে'র দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিশরীয় আগন্তুক। হিসাবী বিচক্ষণ দৃষ্টিতে ওকে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে।

"আমার মনে হয় তুমি সত্য-ই বলছ, কমান্ডার পিয়ার্স।"

তারপরও বন্দুকধারী লোকটার দিকে ইশারা করল নাসের।

গুলির শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হলো!

রাত ১:১০

পেইন্টার বামদিকের প্লাজমা স্ক্রিনে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখলেন। সেফ হাউজের ভেতরের ক্যামেরাগুলো এখনও সক্রিয় আছে। রান্নাঘরের টেবিলের পেছনে মিসেস হ্যারিয়েট পিয়ার্সকে উপুড় হয়ে থাকতে দেখলেন তিনি।

আক্রমণকারীরা মহিলার অস্তিত্বের কথা জানে না।

গ্রে যে সঙ্গে করে আরও দুইজনকে নিয়ে আসবে, সেটা কেউই জানতো না। মিসেস হ্যারিয়েট সেফহাউজের ভেতরে ঢোকার পর ভ্যানটা এসে পৌঁছায়। শুধুমাত্র একজন পাহারাদারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ওরা ধরে নিয়েছিল পরিস্থিতি ওদের দখলে।

এই একমাত্র সুযোগটাকেই কাজে লাগাতে চাইলেন পেইন্টার।

বাড়ির ভেতরে লাগানো শব্দহীন অ্যালার্মটা চালু করে দিলেন। ল্যান্ডফোনের পাশে একটা খয়েরী রঙের আলো বারবার জ্বলছে আর নিভছে।

আলোটার দিকে লক্ষ্য করুন, মনে মনে মিসেস হ্যারিয়েটের উদ্দেশে বললেন ডিরেক্টর।

অ্যালার্ম লাইটের আলো দেখেই হোক, অথবা সাহায্য চাওয়ার প্রবৃত্তি থেকেই হোক–হামাগুড়ি দিয়ে ফোনের কাছে এগিয়ে গেলেন গ্রে'র মা। এরপর ফোনের রিসিভারটা কানে লাগালেন।

BanglaBook.org

"চুপচাপ শুনে যান," দ্রুত বলে উঠলেন ডিরেক্টর। "পেইন্টার ক্রো বলছি। আপনি যে ভেতরে আছেন, সেটা কেউ জানে না। আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। কথা বুঝতে পারলে মাথা নাড়ুন।"

মাথা নাড়ালেন মিসেস পিয়ার্স।

"চমৎকার। আমি সাহায্যকারী দল পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে সময়মতো পৌঁছাতে পারবে কিনা জানি না। আক্রমণকারীরা এ ব্যাপারে জানে অবশ্যই। নিষ্ঠুর হতে পিছপা হবে না ওরা। আমি চাই, আপনি ওদের চেয়েও বেশি নিষ্ঠুরতা দেখাবেন। পারবেন না?"

আরেকবার মাথা নাড়তে দেখা গেল।

"বেশ। ফোনের নিচের ড্রয়ারে একটা পিস্তল থাকার কথা।"

রাত ১:১১

গুলির শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হলো।

এবার আর আগের মতো সাইলেন্সার ব্যবহৃত হয়নি।

বাবার মাথায় বন্দুক ধরে থাকা লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ার কয়েক সেকেন্ড আগে গ্রে সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল। লোকটার মাথার অর্ধেক অংশ উড়ে গিয়ে থান্ডারবার্ড গাড়িটার সামনের প্যানেলে ছিটকে পড়েছে।

স্যুটার গ্রে'র পূর্ব পরিচিত।

ওর মা।

টেক্সাসে বেড়ে উঠেছেন ভদ্রমহিলা। স্বামীর মতো, তার বাবাও একজন তেল বিক্রেতা ছিলেন। ছোটবেলাতেই বন্দুক চালাতে শিখেছেন তিনি।

গুলি খাওয়া লোকটা মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই লাফ দিয়ে পেছনে সরে গিয়েছিল গ্রে। গাড়ির পেছনের বাম্পারে হেলান দেয়া এশিয়ান মেয়েটার দিকে লক্ষ্য রাখছিল সে।

গুলির শব্দে তাল সামলাতে পারেনি অ্যানি। ডান হাত উঁচিয়ে মেয়েটার পিস্তল ধরা হাতটাকে নিজের দখলে নিয়ে নিল গ্রে। পায়ের ভেতরের দিকে সজোরে বুট দিয়ে আঘাত করে বসলো তারপর।

পেছন থেকে কিছু একটা মুচড়ে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল।

কনুইয়ের আঘাতে বন্দুকধারীকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে কোয়ালস্কি। ঘাড় ধরে ওর মাথাটাকে সজোরে ঠুকে দিয়েছে গাড়ির দরজার এক কোণায়।

"লোহা চেটে খা, হারামজাদা!"

কয়লার বস্তার মতো লুটিয়ে পড়ল বন্দুকধারী।

দেরি না করে অ্যানির পিস্তল ধরা হাতটাকে নাসেরের দিকে ঘুরিয়ে নিল গ্রে। ট্রিগারের ওপর রাখা আঙুলটা সজোরে চেপে ধরল। সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঁধা দেয়ার

BanglaBook.org

চেষ্টা করল অ্যানি। আর তাতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হলো কমান্ডার গ্রেকে। ঘুরতে ঘুরতে পেছনের ইটের দেয়ালে আঘাত হানলো গুলিটা।

তবুও, কিছুটা স্বার্থক হয়েছে বলতে হবে! গুলির আভাস পেয়ে একলাফে বাড়ির সামনের ঝোপের ভেতর ঢুকে গেল ডঃ নাসের। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

হ্যাঁচকা টানে মেয়েটার মুঠির ভেতর থেকে পিস্তল কেড়ে নিল কমান্ডার গ্রে। লাথি মেরে সরিয়ে দিল সামনে থেকে। মেয়েটা হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিল। ওর নাক থেকে রক্ত ঝরছে। ক্ষিপ্ত হরিণীর মতো তীব্রবেগে ভ্যানের দিকে দৌড়ে গেল, ভাঙ্গা পায়ের কথা মাথায়ই নেই একদম।

ভেতর থেকে অস্ত্র বের করে আনবে ও।

ভ্যানের দিকে পিস্তল তাক করে ধরল সে। কিন্তু ট্রিগার চাপার আগেই, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা এক পশলা গুলি ওর নাকের ডগার ঠিক সামনে দিয়ে ছুটে গেল।

নাসের!

গ্রে খানিকটা হতভম্ব অবস্থায় পেছন দিকে ছিটকে গেল। গাড়িবারান্দার ছাদটা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় দিতে পারবে। অন্ধের মতো গুলি চালাল কয়েকবার। হারামিটা কোথায় লুকিয়েছে কে জানে! পিছাতে পিছাতে ওর পাগুলো হঠাৎ গাড়ির পেছনের বাম্পারে ঠেকে গেল। আবারও মেডিকেল ভ্যানকে লক্ষ্য করে দুই দফা গুলি চালাল সে। এশিয়ান অ্যানি যেন ভেতরে ঢুকে একদম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ভ্যানের বুলেটপ্রুফ শরীরে আঘাত হেনে গুলিগুলো ঠিকরে বেরিয়ে গেল।

গ্রে চিৎকার করে উঠল, "সবাই গাড়িতে উঠে বসো! এক্ষুনি!"

মা রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। এক হাতে ধরে থাকা পিস্তলের মুখ থেকে তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আরেক হাতে ধরা পার্সটা দেখে মনে হচ্ছে, সদ্য বাজার করতে বেরিয়েছেন তিনি।

"উঠে পড়ো, হ্যারিয়েট।" বাবা বললেন। স্ত্রীর জন্য গাড়ির দরজা খুলে ধরলেন তিনি।

ততোক্ষণে কোয়ালস্কি পেছনের সিটে বসে পড়েছে। মনে মনে ভয় পেল গ্রে–শেইচান আবার ওর দেহের ভারে চ্যাপ্টা না হয়ে যায়!

চালকের আসনে বসে দ্রুত চাবি ঘুরিয়ে দিল গ্রে। উত্তপ্ত ইঞ্জিন গর্জে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

সশব্দে পেছনের দরজা বন্ধ হলো। একটা মাত্র সিটে গাদাগাদি করে বসেছে বাবা-মা।

গ্রে রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে দেখল। ভ্যানের খোলা মুখে উদ্ভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি। কাঁধের ওপর একটা রকেট লঞ্চার ধরে রাখা।

BanglaBook.org

গিয়ার পাল্টে পা দিয়ে সজোরে এক্সেলারেটর চেপে ধরল গ্রে। তিনশো হর্সপাওয়ারের ধাক্কায় পেছনের চাকাগুলো যেন পুড়ে যাবে। ধোঁয়া বেরিয়ে এলো রাবার থেকে।

পেছনের সিট থেকে বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন। গ্রে'র সন্দেহ হলো, নিরাপত্তার কথা বাদ দিয়ে গাড়ির নতুন চাকার কথা ভাবতে হবে নাকি এখন!

অবশেষে থান্ডারবার্ড ছুটতে শুরু করল। কাঠের গেটটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে উঠান থেকে বেরিয়ে পড়ল একটানে। গ্রে একটু সাবধান হলো। একশো বছরের পুরনো ওক গাছটার সাথে ধাক্কা খাওয়া যাবে না।

ঠিক পেছনে কান ফাটানো হুসস শব্দে এক প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটলো।

বিশাল ওক গাছটার গায়ে আঘাত হেনেছে রকেট। বিস্ফোরণের ধাক্কায় জ্বলন্ত শাখা প্রশাখা গুলো চারদিকে আছড়ে পড়ল। ধোঁয়া আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ছেয়ে গেল চারপাশ।

পেছনে না তাকিয়ে গ্রে আরও জোরে এক্সেলারেটরে পা চেপে ধরল।

গ্লোভার আর্চবোল্ড পার্কের বুনো রাস্তা ধরে গড়িয়ে চলেছে থান্ডারবার্ড।

তবে একটা ব্যাপারে গ্রে'র মনে দ্বিধা নেই।

খেলা সবে শুরু হয়েছে!

BanglaBook.org

০৪

হাই-সী পাইরেসি

৫ জুলাই, দুপুর ১২:১১.

ক্রিসমাস আইল্যান্ড

বক্সার আর একজোড়া বুটজুতো...

রাক্ষুসে কাঁকড়ার দল আর মঙ্কের শরীরের মাঝে বাঁধা শুধু এটুকুই। উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে জঙ্গলের ভেতর। কাঁকড়াগুলো একে অপরকে আঁচড়ে কামড়ে, লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে। দাবানলের মতো ফড়ফড় শব্দ ভেসে আসছে চারপাশ থেকে।

বায়োস্যুট খুলে ফেলে ডঃ রিচার্ড গ্রাফের পেছনে এসে দাঁড়াল মঙ্ক। মঙ্কের কথামতো সেও গা থেকে বায়োস্যুট খুলে ফেলেছে। তবে পোশাকের দিক থেকে কিছুটা মার্জিত বলা যায়। হাফপ্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরে আছে এখন।

"যাবার সময় হয়েছে।" মুখ গোমড়া করে বলল মঙ্ক।

সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে একটা চিৎকার প্রতিধ্বনিত হলো। জলদস্যুরা আরও সতর্কভাবে এগিয়ে আসছে। ওদিকটায় দাঁড়িয়ে গুহার ভেতর চুনাপাথরের টুকরো ছুড়ে মারছে গ্রাফ। মঙ্কের পিস্তল থেকে যে আর মাত্র এক দফা গুলি বেরোবে, সেটা ওদের জানা নেই। কিন্তু পাথর ছুঁড়ে আর ভয় দেখিয়ে কতক্ষণই বা আটকে রাখা যাবে ওদের!

আক্রমণকারীরা নাছোড়বান্দার মতো ওদের পিছে লেগে আছে-কথাটা ভেবে আবারও বিস্মিত হলো মঙ্ক। ক্ষুধার তাড়নাতেই হয়তো মানুষকে মরিয়া করে তোলে। তবে জলদস্যুরা যদি ওদের সব মালামাল হাতিয়েই নিতে চায়, তাহলে তো পিছে লেগে থাকার কোনও কারণ নেই। কালোবাজারে জিনিসগুলো চড়া দামে বিক্রি করতে পারবে। এখানকার দস্যুদের বেশির ভাগই নিষ্ঠুর প্রকৃতির, মারো-আর-কাড়ো নীতিতে বিশ্বাসী।

তবে কেন এই নাছোড়বান্দা ভাব? ওদের মুখ বন্ধ করার জন্য, নিজেদের পরিচয় লুকানোর জন্য? নাকি আরও ব্যক্তিগত কিছু? কিছুক্ষণ আগে গুলির আঘাতে এক দস্যুর পানিতে পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা কল্পনা করল মঙ্ক। তাহলে কি ওরা প্রতিশোধ নিতে আসছে?

কারণ যাই হোক না কেন, আক্রমণকারীরা শুধু লুটপাতের উদ্দেশে ছুটে আসছে না-রক্তের নেশা পেয়ে বসেছে ওদের।

সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে গ্রাফের নিশ্বাস আটকে এলো। "কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

"বন্ধুদের সাথে দেখা করতে।"

BanglaBook.org

জঙ্গলের পথ ধরে সঙ্গীকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল মঙ্ক। কাঁকড়ার দল হুড়মুড় করে এগিয়ে আসছে, কয়েক মিনিটে যেন সংখ্যায় আরও ভারী হয়েছে ওরা। ওদের কথাবার্তা অথবা গ্রাফের হাত থেকে ঝরা তাজা রক্ত–এর কোনও একটাই ওদের আকর্ষণ কেড়েছে সম্ভবত।

এক ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রাফ। "এতগুলো কাঁকড়াকে অতিক্রম করে যাওয়ার মতো কোনও রাস্তা নেই। দৈত্যের মতো এই প্রাণীগুলো কিন্তু শক্ত চামড়াও ছিঁড়ে ফেলতে পারে।"

সত্যিই খুব দ্রুত এগিয়ে আসছিল ওগুলো। একজোড়া কাঁকড়াকে ওদের পাশে এসে ধস্তাধস্তি করতে দেখে লাফিয়ে সরে গেল মঙ্ক।

"অন্য কোনও উপায়ও তো নেই, গ্রাফ।" হতাশা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল সে।

"কাঁকড়াগুলোর মধ্যে কিছু একটা গড়বড় আছে," বলতে শুরু করল গ্রাফ। "বার্ষিক স্থানান্তরের সময় ওদের ক্ষেপে উঠতে আগেও দেখেছি, তবে এতটা নয়।"

"কাঁকড়ার মনস্তত্ত্ব নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে," মঙ্ক একটা বড়সড় কাঠবাদাম গাছের দিকে ইঙ্গিত করল, অসংখ্য শাখা প্রশাখা ঝুলে আছে সেখান থেকে। "গাছটায় উঠতে পারবে?"

গুলি খাওয়া হাতটাকে যথাসম্ভব কম নাড়ানোর জন্য পেটের সাথে শক্ত করে ঠেকিয়ে রেখেছিল গ্রাফ। "সাহায্য করলে পারব। কিন্তু কেন? গাছে উঠে তো আর জলদস্যুদের চোখ ফাঁকি দিতে পারব না। বোকার মতো বসে থাকতে হবে।"

"কথা না বাড়িয়ে উঠতে শুরু কর।"

গ্রাফ এগিয়ে এল। ওকে গাছে উঠতে সাহায্য করল মঙ্ক। মোটাসোটা ডালপালাগুলো সহজেই ধরা যাচ্ছিল। ওপরে উঠতে খুব বেশি বেগ পোহাতে হচ্ছে না। একটু থিতু হয়ে নিজে নিজেই উঠে যেতে লাগল সে।

"সুড়ঙ্গের মুখ দেখতে পাচ্ছ, গ্রাফ?"

"মনে হয়...হ্যাঁ...পাচ্ছি।" গাছের ওপর থেকে চিৎকার করে বলল ও। "তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এখানে রেখে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছ না?"

"জলদস্যুদের দেখা মাত্র শিস বাজাবে।"

"কী আবোল তাবোল...."

"যা করতে বলছি তাই কর, ঈশ্বরের দোহাই।" এত কড়াভাবে কথা বলার জন্য কিছুটা আফসোস হলো মঙ্কের। ও ভুলেই গেছে যে গ্রাফ সামরিক বাহিনীর সদস্য নয়। নিজের দুশ্চিন্তাতেই মাথা ভারী হয়ে আছে। স্ত্রী আর ছোট বাবুটার কথা মনে পড়ল আবার। জঙ্গলের ভেতর একদল গলাকাটা খুনির হাতে জীবন খোয়ানো যাবে না কিছুতেই।

মঙ্ক সাবধানে একপাশে সরে দাঁড়াল। এক হাতে পিস্তল তুলে ধরে কৃত্রিম হাত দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করল। মাথা একপাশে কাত করে, শ্বাস নিল বুকভরে।

আয় দেখি। কী করতে পারিস....

BanglaBook.org

পেছনে গাছের ওপর থেকে একটা শব্দ শুনতে পেল হঠাৎ। কেমন যেন চোপসানো ফেলুন থেকে বাতাস বেরোবার শব্দের মতো শোনা যাচ্ছে।

"ওরা আসছে!" ফিসফিসিয়ে বলে উঠল গ্রাফ। চাপা উত্তেজনা যেন ওর বুকের ভেতর থেকে সব বাতাস শুষে নিয়েছে।

সুড়ঙ্গমুখের দিকে নিশানা করল মঙ্ক। মাত্র একবার গুলি করা যাবে, একমাত্র সুযোগ।

জঙ্গলের ধারে নুড়িপাথরের চাই ঘেঁষে পড়ে আছে একজোড়া অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। কিছুক্ষণ আগে গা থেকে বায়োস্যুট খোলার সময় নিজেদের অক্সিজেন ট্যাঙ্কগুলো সরিয়ে রেখেছিল মঙ্ক। অ্যালুমিনিয়াম সংকরের তৈরি ট্যাঙ্কগুলো খুব একটা ভারী নয়। গোড়ালি থেকে খুলে নেয়া পিস্তল রাখার হোলস্টারের সাহায্যে ট্যাঙ্ক দুটো একসাথে বেঁধে ফেলেছিল। তারপর ছুড়ে দিয়েছিল জঙ্গলের ধারে, সুড়ঙ্গ থেকে কিছুটা সামনে। ট্যাঙ্কগুলো কয়েকটা কাঁকড়াকে পিষে ফেলে মাঝখানে গিয়ে পড়েছিল। কাঁকড়ার দলের ভেতর হুটোপুটি লেগে গিয়েছিল তখন।

ওই ট্যাঙ্কগুলোর দিকেই পিস্তল তাক করে রেখেছে এখন। লক্ষ্য ঠিক রাখার চেষ্টা করছে।

"চলে এসেছে!" গ্রাফ বিলাপ করে উঠল।

ট্রিগার চেপে ধরল মঙ্ক।

ভয়াবহ বিস্ফোরণে যেন কিছুক্ষণের জন্য সবকিছু স্থবির হয়ে গেল। তারপর একটা ট্যাঙ্ক থেকে ছিটকে এলো আগুনের শিখা। একসাথে বেঁধে রাখা ট্যাঙ্কগুলো শোঁ শোঁ শব্দ তুলে লাফিয়ে উঠল। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কের আগায় ফাটল ধরে যাওয়ার পর আরও প্রকট আকার ধারণ করল সেই নাচন। কাঁড়াদের ওপর প্রবল আক্রোশে ফেটে পড়ল যেন।

মঙ্ক কাঁকড়াদের একটা বিশেষ আচরণের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত। সামুদ্রিক পাখি অথবা কোনও আগন্তুক কে দেখা মাত্র ওরা নিজেদের বালুর গর্তে লুকিয়ে পড়ে। এখানেও একই ঘটনা, বিপদের আভাস পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে কাঁকড়ার দল। আতঙ্কের চোটে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

কাঁকড়াদের এই বিশাল বাহিনীকে একটা লাল সমুদ্রের মতো দেখাচ্ছিল। সে সাগরের ঢেউ যেন মঙ্কের দিকে আছড়ে পড়তে চাচ্ছে এখন। একে অন্যকে হাঁচড়ে কামড়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে ওরা।

কাঠবাদাম গাছটার দিকে দৌড় দিল মঙ্ক। পায়ের গোড়ালিতে আটকে বসেছে ধারালো চিমটা।

লাফ দিতেই গাছের ডালপালাগুলোকে হাতের নাগালে পেয়ে গেল ও। একটা কাকড়া ওর জুতোকে আঁকড়ে ধরে আছে। গাছের গুড়িতে সজোরে লাথি মেরে কাঁকড়াটার খোলস চূর্ণ করে দিল। চিমটা এখনও জুতার সাথে আটকে আছে, পায়ের গোড়ালিতে কেটে বসে যাচ্ছে যেন।

ধুরো!

BanglaBook.org

কাঁকড়ার জোয়ার বয়ে গেল ওদের নিচ দিয়ে। অদৃশ্য কোনও এক সহজাত প্রবৃত্তির টানে সমুদ্রের পানে ছুটে চলেছে ওরা। বার্ষিক স্থানান্তরের সাথে এর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে।

গ্রাফের একটা হাত গাছের কাণ্ডের সাথে ঠেকানো। মঙ্কের দিকে একবার তাকিয়ে সুড়ঙ্গপথের দিকে মুখ ফেরাল সে।

জলদস্যুদের মাঝে ছয়জন, সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে। বিস্ফোরণের সময় ছন্নছাড়া হয়ে মাথা লুকিয়েছিল ওরা। এখন কিছুটা অনিশ্চয়তার সাথে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

এমন সময়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে কাঁকড়ার দল বেরিয়ে আসতে শুরু করল। জঙ্গলপাড়ের কাছাকাছি এসে পড়া লোকটা থমকে দাঁড়াল সে দৃশ্য দেখতে পেয়ে। কিছু করে বসবার আগেই, কয়েকটা কাঁকড়া ওর পা বেয়ে উরু পর্যন্ত উঠে গেল। চেঁচিয়ে উঠে হোঁচট খেয়ে পেছনে পড়ে গেল লোকটা, পা অবশ হয়ে গিয়েছে।

একবার যুদ্ধের সময় বুলেটের আঘাতে মঙ্কের এক সহকর্মীর অ্যাকিলিস টেন্ডন ছিঁড়ে গিয়েছিল। এই জলদস্যুর মতো করেই লুটিয়ে পড়েছিল সে। লোকটা মাটিতে পড়ে চিৎকার করতে শুরু করেছে।

কাঁকড়ার দল ওকে পেয়ে বসেছে, আঁচড়ে উঠছে পুরো শরীরে। স্তূপের নিচে চাপা পড়ে আর্তনাদ করে যাচ্ছে সে। একবার একটু উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। নাক, ঠোঁট আর কানের কাছে কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে মুখোশ, চোখ থেকে রক্ত ঝরছে। শেষবারের মতো আর্তচিৎকার করে কাঁকড়ার জোয়ারের নিচে হারিয়ে গেল লোকটা।

বাকি জলদস্যুরা ভয়ে পালাতে শুরু করেছে, সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে পড়েছে সবাই। একজন অবশ্য পিছিয়ে পড়ল। একটা পাথরের চাইয়ের ওপর পড়ে গিয়েছে সে। কাঁকড়ার দলকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখে কোনওরকমে উঠে গিয়ে ঝেড়ে দৌড় লাগালো আবার। সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে আরও চিৎকার ভেসে এলো।

নর্দমার জলের মতো করে সুড়ঙ্গের ভেতর গড়াল কাঁকড়ার স্রোত। ধারালো থাবার জোয়ার বইছে যেন।

পাশে বসা গ্রাফকে উর্ধ্বশ্বাস ছাড়তে শুনল মঙ্ক। বিস্ময়ে যেন চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেছে। কাঁধে হাত রাখতেই কেঁপে উঠল ও।

"আমাদের যাওয়া উচিত। কাঁকড়াগুলো আবার জঙ্গলে ফিরে আসার আগেই।"

এগিয়ে যেতে সায় দিল গ্রাফ। শ'খানেক কাঁকড়া এখনও রয়ে গিয়েছে; খুব সাবধানে নড়াচড়া করছে ওগুলো।

মঙ্ক কাঠবাদাম গাছের একটা লতানো ডাল ভেঙ্গে নিল। কোনও কাঁকড়া কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করলে তাড়িয়ে দেয়া যাবে।

ধীরে ধীরে সম্বিত ফিরে পেল গ্রাফ। "আমি...আমি এরকম একটা কাঁকড়া চাই।"

"জাহাজে ফেরার পর পেট ভরে কাঁকড়া খেয়ো।" মঙ্ক ঠাট্টার সুরে বলল।

BanglaBook.org

"আরে, পরীক্ষার জন্য চাচ্ছি। ওরা কিন্তু এই বিষাক্ত পরিবেশে টিকে থেকেছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া যেতে পারে।" দৃঢ় কণ্ঠে বলল গবেষক।

"ঠিক আছে। এমনিতেই সকাল থেকে সংগ্রহ করা সব নমুনা ফেলে এসেছি। খালি হাতে জাহাজে ফেরা উচিত হবে না।" মঙ্ক রাজি হলো।

ঝুঁকে বসে কৃত্রিম হাতের সাহায্যে একটা কাঁকড়াকে তুলে নিল ও। খোলস ধরে তুলেছে, রেগেমেগে ওর দিকে ধারালো থাবা বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল কাঁকড়াটা। মঙ্ক ওটাকে গাছের সাথে বাড়ি দিয়ে মারতে যাচ্ছিল; তাতে বাঁধ সাধল গ্রাফ। "না! জীবন্ত কাঁকড়া দরকার। আগে যেমন বলেছি আর কি। এদের আচরণ কিছুটা অদ্ভুত। পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

বিরক্তির চোটে মঙ্কের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। "আচ্ছা। কিন্তু এই হারামী যদি আমাকে আঁচড়ানোর চেষ্টা করে, তুমি জরিমানা দেবে।"

চল্লিশ মিনিট ধরে অনেক চড়াই উৎরাই পেরোনোর পর জঙ্গল পাতলা হতে শুরু করল। পাহাড়চূড়া থেকে একনজরে সবকিছু দেখা যাচ্ছে। দ্বীপের প্রধান শহর, দ্য সেটলমেন্ট-সৈকত আর বন্দর বরাবর ছড়িয়ে আছে। পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে ভেসে আছে ওদের ক্রুজ শিপ "মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জ"। দূর থেকে একটা শ্বেত প্রাসাদের মতো দেখাচ্ছে ওটা।

শান্তির ঠিকানা। আহা!

ডজনখানেক ছোট নৌকা রকি পয়েন্টের চারপাশে ভেসে আছে। হঠাৎ করে আবিষ্কার করল মঙ্ক, সাদা রঙের ধোয়া বেরোচ্ছে প্রত্যেকটা থেকে। ইংরেজি ঠ বর্ণের মতো করে ছড়িয়ে আছে নৌকাগুলো, ঠিক যেন যুদ্ধবিমানের পাখা।

নগরবন্দরের আরেক পাশে একইভাবে সজ্জিত আরও অনেকগুলো নৌকা দেখতে পেল। এখান থেকেও স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে ওগুলোর আকৃতি আর রঙ।

চওড়া তলবিশিষ্ট নীলরঙা স্পিডবোট।

"আরও জলদস্যু..." গ্রাফ গুঙিয়ে উঠল।

সমকেন্দ্রিক দল দুটো যেন কাঁকড়ার থাবার মতো করে সজ্জিত হয়েছে। দল দুটোর মাঝে আটকে পড়া শিকারের দিকে তাকিয়ে হা হয়ে গেল ওর মুখ।

দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জ!

BanglaBook.org

দুপুর ১:০৫

রেডিওগ্রাফ এক্স-রে ফিল্মের দিকে তাকিয়ে আছে ডঃ লিসা।

পোর্টেবল এক্স-রে বক্সটাকে কেবিনে রাখা একটা টেবিলের ওপর স্থাপন করা হয়েছে। ওর পেছনের বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে আছে একজন রোগী, আগাগোড়া চাদরে ঢাকা।

মৃত।

"দেখে তো মনে হয় যক্ষ্মা," লিসা বলল। এক্স-রে তে লোকটার ফুসফুসে ফেনাময় সাদা সাদা ছোপ দেখা যাচ্ছিল। "ফুসফুসের ক্যান্সার হতে পারে।"

ডাচ টক্সিকোলজিস্ট, ডঃ হেনরিক বার্নহার্ট ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুক্ষণ আগে টেবিলের ওপর ঝুঁকে থেকে এক্স-রে ফিল্ম পর্যবেক্ষণ করছিলেন তিনি। লিসাকে এগিয়ে আসতে বলেছিলেন।

"হ্যাঁ, তবে ওর স্ত্রীর ভাষ্যমতে গত আঠারো ঘণ্টার আগে কোনও শ্বাসকষ্ট ছিল না। কোনও কাশি নয়, গলা খুসখুসে ভাব নয়। তাছাড়া লোকটা ধূমপান করত না, চব্বিশ বছর মাত্র বয়স।

লিসা সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওরা বাদে কেবিনে আর কেউ নেই। "আপনি তো ওর ফুসফুস পরীক্ষা করেছিলেন?"

"সিরিঞ্জ দিয়ে এক পাশের ফুসফুসের ফুলে যাওয়া অংশ থেকে কিছুটা পানি বের করে নিয়েছিলাম। পুঁজ আর ব্যাকটেরিয়ায় ভরা একদম। নিশ্চিতভাবে ফোড়া বলে মনে হচ্ছিল, ক্যান্সার নয়।"

বার্নহার্টের শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখের দিকে তাকাল লিসা। ভদ্রলোক কিছুটা কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন নিজের ভালুকসদৃশ দেহটা নিয়ে লজ্জিত। তবে এই দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একটা চক্রান্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, ডঃ লিন্ডহোম কে এই আলোচনায় আমন্ত্রণ করেননি তিনি।

"যক্ষ্মার ক্ষেত্রেও তো এ ধারণাগুলো মিলে যায়।" লিসা দাবি করল।

মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস নামক এক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে যক্ষ্মা হয়। ভয়াবহ ছোঁয়াচে এই রোগ। এমনও হতে পারে যে অনেকদিন ধরে এই জীবাণু রোগীর ভেতর সুপ্ত অবস্থায় থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল। কয়েক বছর আগে আক্রান্ত লোকটার শরীরের ভেতর হয়তো টাইমবম্বের রূপ ধারণ করেছিল—তারপর বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে এসে ওর ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা লাভ করে। শেষপর্যায়ে রোগী অবশ্যই সংক্রামক অবস্থায় ছিল।

অথচ লিসা অথবা ডঃ বার্নহার্ট-কেউই এখন কন্টামিনেশন স্যুট পরে নেই।

ওকে সতর্ক করা হয়নি কেন?

"যক্ষ্মা নয় এটা," স্বগতোক্তি করলেন তিনি। "আমাদের দলের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ, ডঃ মিলার, জীবাণুকে সনাক্ত করতে পেরেছেন। সেরাশিয়া মারসেসেন্স, নিরীহ ব্যাকটেরিয়া। রোগ সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতা নেই।"

পূর্বের আলোচনা মনে পড়ে গেল লিসার। স্বাভাবিক চামড়ার ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে আগের রোগীটার শরীরে পচন ধরেছে।

ওর চিন্তায় সায় দিলেন টক্সিকোলজিস্ট। "আবারও একই ঘটনা। একটা নিরীহ ব্যাকটেরিয়া ক্ষতিকর রূপ ধারণ করেছে।"

"কিন্তু ডঃ বার্নহার্ট, আপনি যেটা ধারণা করছেন..."

"আমাকে হেনরি ডাকতে পারো। আর আমি শুধু ধারণা করছি না, লিসা। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে আমি এরকম কেস খুঁজে বেড়াচ্ছি। এধরনের আরও দুজন রোগী

BanglaBook.org

দেখেছি। ভয়াবহ আমাশয়ে আক্রান্ত একজন মহিলা, *ল্যাকটোব্যাসিলাস অ্যাসিডোফিলাস* দ্বারা সংক্রমিত। দই প্রস্তুতকারী এই ব্যাকটেরিয়া কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থাতে সবার অন্ত্রেই পাওয়া যায়। আরেকটা বাচ্চাকে দেখলাম খিঁচুনি হচ্ছে। *অ্যাসিটোব্যাক্টার অ্যাসেটি* বাসা বেঁধেছে ওর মস্তিষ্কে। অথচ এটা কিন্তু ভিনেগারে থাকা নিরীহ ব্যাকটেরিয়া।

চুপচাপ শুনে গেল লিসা। কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

"আর আমার মনে হয় না যে, এমন ঘটনা মাত্র এ কয়টাই।" হেনরি বললেন।

দ্বিমতের কোনও অবকাশ নেই। ডক্টরের কথার নির্মম সত্যতা উপলব্ধি করে লিসা মাথা নাড়ল। "তার মানে এমন কিছু একটা আছে, যা এই নিরীহ ব্যাকটেরিয়াগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে।"

"ঘরের শত্রু বিভীষণ। এমন অবস্থা চলতে থাকলে একসময় আর মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না।"

লিসা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"মানবদেহ একশ ট্রিলিয়ন কোষের সমন্বয়ে গঠিত। এর মাঝে মাত্র দশ ট্রিলিয়ন কোষ আমাদের নিজেদের। আর বাকি ৯০ শতাংশ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া আর অক্ষতিকর জীবাণু। এই বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমরা বেঁচে থাকি। কিন্তু কোনওভাবে যদি এই ভারসাম্য নষ্ট হয়, যদি আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায়...?"

"কিছু একটা করতে হবে।"

"সেজন্যেই তোমাকে এখানে ডেকেছি। কাজে অগ্রসর হতে হলে, তোমার সহকর্মীর ফরেনসিক ল্যাবটা ব্যবহার করতে হবে আমার আর ডঃ মিলারের। অনেকগুলো জরুরি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। ব্যাকটেরিয়াগুলোতে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা কি রাসায়নিক না জৈবিক? কীভাবে সেটার সমাধান করব? আর যদি এটা সংক্রামক হয়ে থাকে? তাহলে কীভাবে আইসোলেশন অথবা কোয়ারেন্টাইন করব?" দাঁড়ি চুলকাতে চুলকাতে বললেন ডঃ বার্নহার্ট। "উত্তরগুলো জানা দরকার। এখনই।"

ঘড়ি দেখল লিসা। মঙ্ক ইতিমধ্যেই একঘণ্টা দেরি করে ফেলেছে। হয়তো কাজের চাপে সময়ের কথা ভুলে গিয়েছে, অথবা দ্বীপের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন তো আর ঘুরে বেড়ানোর সময় নেই।

হেনরির কথায় মাথা নাড়ল লিসা। "ডঃ কক্কালিসের সাথে বেতারমাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা করছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব। ঠিক বলেছেন, কাজ শুরু করে দেয়া দরকার।"

কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল ও। মঙ্কের ফরেনসিক ল্যাবটা জাহাজের ওপরতলার কাছাকাছি অবস্থিত। ওর যন্ত্রপাতিগুলো আটানোর জন্য সবচেয়ে বড় কেবিনগুলোর একটা বরাদ্দ করে দিয়েছে সিগমা। কয়েকজন কর্মী তাদের বিছানা আর আসবাবপত্র সরিয়ে এই অস্থায়ী ল্যাবের জায়গা করে দিয়েছে। ডানপাশে মুখ করা একটা চওড়া

BanglaBook.org

বারান্দাও আছে ল্যাবের সাথে। সেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যের আলোর স্পর্শ পেতে ইচ্ছা করল লিসার। যদি মৃদু বাতাসে নিজেকে মেলে ধরা যেত! ভয়কে মোকাবেলা করার জন্য এমন কিছু একটা দরকার ওর।

লিসা জাহাজের এলিভেটরের দিকে এগোল। পেইন্টারকে আবারও ফোন করতে হবে। এতবড় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারছে না ও। সিগমার রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট টিমের পূর্ণ সমর্থন প্রয়োজন।

আর তাছাড়া পেইন্টারের কণ্ঠ শুনতে ইচ্ছা করছে।

এলিভেটরের বোতাম চেপে ধরল ও।

সাথে সাথে জাহাজের অপর পাশ থেকে তীব্র গর্জন প্রতিধ্বনিত হলো, যেন লিফটের বোতাম কোনও বোমের সাথে সংযুক্ত। নৌকার মাধ্যমে সাগরতীর থেকে জাহাজে যাত্রী পারাপার করা হয় ওদিকটায়।

কোনও দুর্ঘটনা ঘটল নাকি?

"কিসের শব্দ ওটা?" হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন।

দ্বিতীয়বারের মতো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। এবার আরও জোরে, ওদের পাশ থেকে। জাহাজের অগ্রভাগের কোনও অংশ থেকে ভেসে এলো শব্দটা। দূর থেকে চিৎকার ভেসে এল। তারপর একটা পরিচিত শব্দ শুনতে পেল লিসা, কান ফাটানো গোলাগুলির আওয়াজ।

"কেউ আমাদের আক্রমণ করেছে।" লিসা বলল।

দুপুর ১:৪৫

খাড়া ঢাল বেয়ে মরীচা পড়া ল্যান্ড রোভারটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মঙ্ক, তীব্র ঝাঁকুনি তুলে ছুটে চলেছে। ফসফেট খনির কাছাকাছি একটা পার্কিং লটে পড়ে থাকা এই পুরনো ট্রাকটা মেরে দিয়েছে ও। দ্বীপের অধিবাসীদের কেউ ফেলে রেখে গিয়েছিল। খনির পেছনের একটা এবড়ো থেবড়ো রাস্তা ধরে উপকূলীয় শহরের দিকে ছুটে চলেছে ওরা।

পাশে বসা ডঃ গ্রাফ, এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে গাড়ির ছাদের হাতল। "আস্তে চালাও, মঙ্ক।"

ওর কথায় পাত্তা দিল না মঙ্ক। তাড়াতাড়ি উপকূলে পৌঁছাতে হবে।

কিছুক্ষণ আগে খনির একটা ওয়ার্কশপে ঢুকে ফোন করার চেষ্টা করেছিল ওরা, কাজ হয়নি। দ্বীপের লোকজনকে সরিয়ে নেবার পর খাঁ খাঁ করছে এদিকটা। একটা ঝুপড়ির ভেতরফার্স্ট এইড কিট খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল অবশ্য। গ্রাফের গুলি খাওয়া কাঁধে অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ মোড়ানো হয়েছে।

এখনও কোলের ওপর ফার্স্ট এইডের বাক্সটাকে ধরে রেখেছে গ্রাফ। খালি করে ফেলার পর, কাঁকড়া রাখার খাঁচা হিসেবে দারুণ মানিয়ে গেছে ওটা।

BanglaBook.org

জঙ্গলের পথের বাক ধরে নামতে গিয়ে হঠাৎ সামনে ঝুঁকে গেল ওদের ট্রাক। কয়েক মূহূর্তের জন্য পেছনের দুই চাকা শূণ্যে উঠে গিয়েছিল, তারপর ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা নেমে গেল একদম।

খাবি খেল গ্রাফ, "জঙ্গলের ভেতর পুঁতে ফেলতে চাও নাকি?"

গতি কমিয়ে আনল মঙ্ক। গ্রাফের কথায় নয়, রাস্তাটা এখানে শেষ হয়ে গিয়েছে। সামনে একটা বাঁধানো আড়াআড়ি পথ। হাইওয়ের একদম দূরবর্তী প্রান্তে এসে পড়েছে ওরা। উত্তরে ফ্লাইং ফিস কোভ। আর দক্ষিণে শহরের মূল অংশ-হোটেল, চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আর বারে ভরা।

তবে ফ্লাইং ফিস কোভকে ছাপিয়ে মঙ্কের সমস্ত মনোযোগ সমুদ্রের পানিতে নিবদ্ধ। দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য সীজ-কে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে জ্বলন্ত জাহাজ, বিস্ফোরিত ইয়াট আর অস্ট্রেলিয় কোস্টগার্ড কাটারের ধ্বংসাবশেষ। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছে মধ্য দুপুরের আকাশ। কয়েকটা স্পিডবোট ক্ষুধার্ত হাঙ্গরের মতো চারপাশে গর্জে বেড়াচ্ছে।

একটা হলদে লাল হেলিকপ্টার, ইউরো কপ্টার এস্টার, কোভের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্ষ্যাপা ভীমরুলের মতো করে এগিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে। সামনের খোলা দরজা থেকে যে হারে গুলি বর্ষিত হচ্ছে, তাতে করে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে-মিত্রপক্ষের নয় এই বাহন।

পর্বতের চড়াই উৎরাই বেয়ে নামার সময়, সাগরের বুকে অতির্কিত আক্রমণের দৃশ্যের এক ঝলক দেখতে পেল মঙ্ক: বিস্ফোরণ, বন্দুকের গুলির ঝাপটা আর জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। বিস্ফোরণের শব্দ দূর থেকে ভেসে আসা আতশবাজির মতো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওদের ট্রাকের কাছে এসে।

বুম..বুম...বুম....

উত্তরদিক থেকে বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেল হঠাৎ। আগুনের শিখা আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে এল। ঝমঝম করে উঠল ল্যান্ড রোভারের জানালা।

"টেলস্ট্রা সাবস্টেশন," গ্রাফ বলল। যোগাযোগের সব মাধ্যম বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে ওরা।"

সেটেলমেন্টের অন্যান্য অংশেও আগুন জ্বলছে। কোনও সাধারণ জলদস্যুর কাজ নয় এগুলো। একেবারে পরিকল্পিত আক্রমণ।

কী পরিচয় ওদের?

গিয়ার পাল্টাল মঙ্ক। উপকূলীয় রাস্তা ধরে শহরাঞ্চল ছাড়িয়ে সামনে এগোতে শুরু করল।

"তুমি কোনদিকে?...." গ্রাফ জিজ্ঞাসা করল।

মোড় ঘুরল মঙ্ক। জঙ্গলের ভেতর কয়েক একরজুড়ে গড়ে তোলা ছোট্ট একটা হোটেল আছে সামনে। ম্যাংগো লজ এন্ড গ্রিল লেখা একটা সাইনবোর্ডের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল ও। আস্তেধীরে চালিয়ে গেল এর পরের পথটুকু। চোখের সামনে ভেসে

BanglaBook.org

উঠল হোটেলটা–দোতলা বিল্ডিং, সাথে কয়েকটা বারান্দাওয়ালা ঘর। একটা সুইমিং পুল দেখা যাচ্ছে সামনে।

জায়গাটা একদম নির্জন।

"তুমি এখানে নিরাপদ থাকবে," ব্রেক চেপে বলল মঙ্ক। হোটেলের নামের সাথে মিল রেখে গেটের পাশে বড় একটা আমগাছ। সেই ছায়াঘেরা জায়গাটায় এসে গাড়ি থামাল ও। তারপর নেমে পড়ল একলাফে।

"দাঁড়াও!" দরজার সাথে ধস্তাধস্তি করতে করতে শেষপর্যন্ত খুলতে পারল গ্রাফ। ল্যান্ড রোভার থেকে বেরিয়ে মঙ্কের পেছনে ধাওয়া করতে লাগল।

মঙ্ক থামল না। সৈকতের দিকে দৌড়াতে লাগল ও। সাগরপাড়ের অন্যান্য হোটেলের মতো ম্যাঙ্গো হোটেল এন্ড লজের অতিথিদের চাহিদামাফিক সুব্যবস্থা রয়েছেঃ স্নোরকেলিং, কায়েকিং, সেইলিং। কাঠামোর পেছনদিকে হোটেলের মূল কার্যক্রম কেন্দ্র দেখতে পেল মঙ্ক। সিন্ডার ব্লক নির্মিত একটা ঘর, ওপরে খড়ের ছাদ।

দৌড়ানোর সময় পুল পরিষ্কার করার একটা আঁকশি তুলে নিয়েছিল মঙ্ক। সেটার আঘাতে কাচের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

পেছন পেছন চলে এলো গ্রাফ। মঙ্ক একটানে ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। সুদীর্ঘ তালগাছের পাতায় কাঁপন তুলে হেলিকপ্টার উড়ে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে। তারপর টহল দেবার উদ্দেশ্যে উপকূলের দিকে ফিরে গেল।

"চোখের আড়ালে থাক!" গ্রাফকে সতর্ক করে দিল মঙ্ক।

সজোরে মাথা নাড়ল গ্রাফ।

মঙ্ক চারদিকে দেখে নিল। তোয়ালা, সানগ্লাস, সানট্যান অয়েল আর বিবিধ জিনিসপত্রে ঘরটা ঠাসা। ভেতরে নারিকেল আর ভেজা মাটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কাউন্টারের সামনে ঘুরে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, আরাধ্য বস্তুটা দেখতে পেল তখনই।

পেছনের দেয়ালে ঝুলে আছে স্কুবা গিয়ার।

পায়ের বুটজুতো ছিটকে খুলে ফেলল মঙ্ক।

ঘরের একপাশে সমুদ্র সৈকত, সেদিকে একটা শাটার লাগানো দরজার সামনে সারিবদ্ধভাবে রাখা আছে প্রমোদ সামগ্রী। প্যাডেলবোট আর একজোড়া কায়াক-কে পাশ কাটিয়ে একটা জেট স্কির সামনে এসে থামল ও। একটা চাকাযুক্ত ট্রেইলারের ওপর রাখা আছে ওটা, শুধু পানিতে নামার অপেক্ষায়। কপাল ভালো যে, দ্বীপের এই পাশের সাগর এখনও পরিষ্কার আর বিষমুক্ত।

গ্রাফের দিকে ঘুরে তাকাল মঙ্ক। "তোমার সাহায্য প্রয়োজন।"

আঠারো মিনিট পর, মঙ্ককে দরজার কাঁচে কনুই ঘষতে দেখা গেল। কাঁচের সাথে ঘষা খেয়ে ওর ভেজা স্যুট ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করছে। হেলিকপ্টারটা ফ্লাইং ফিস কোভ থেকে উত্তরে উড়ে যাবার অপেক্ষায় আছে ও।

অবশেষে লেজ ঘুরিয়ে হেলিকপ্টারটা ক্রুজ শিপের দিকে ফিরে যেতে লাগল।

BanglaBook.org

"চল। এবার যাওয়া যাক!"

ঝুঁকে বসে দরজার শাটার ওপরে তুলে দিল মঙ্ক। এরপর দুজন মিলে টেনে বের করল ট্রেইলারটাকে। গ্রাফ এক হাতের সাহায্যে জেট স্কি ক্রাফট কে ট্রেইলার থেকে আলগা করার চেষ্টা করছে, এই ফাঁকে দৌড়ে ভেতরে ঢুকল মঙ্ক। বিসি ভেস্ট আর ট্যাঙ্ক পরে নিয়ে সেগুলো ঢাকার জন্য তার ওপর একটা উইন্ডব্রেকার জ্যাকেট চড়াল।

হাপাতে হাঁপাতে সাগরের কাছে ফিরে এসে ও গ্রাফকে জেট স্কি নামাতে সাহায্য করল এরপর। নির্দেশনা দিল ওকে, "লুকিয়ে থেকো। আর যদি যোগাযোগের কোনও মাধ্যম, রেডিও অথবা অন্যকিছু খুঁজে পাও, তাহলে কর্তৃপক্ষকে খবর দেবে।"

মাথা নাড়িয়ে সায় দিল গ্রাফ, "সাবধানে থেকো।"

এক মুহূর্ত পরেই ইঞ্জিন চালু করে স্মিথ পয়েন্ট বীচের দিকে ছুটতে শুরু করল মঙ্ক। গ্রাফ খালি ট্রেইলারটা গ্যারেজে ঠেলে নিয়ে গেল।

সিটের ওপর ঝুঁকে থেকে ক্রাফটটাকে তীব্রবেগে ছুটিয়ে নিচ্ছে মঙ্ক। বাতাসের দাপটে উইন্ডব্রেকার পতপত করে কাঁপছে। সাগরের নোনা পানি ছিটকে এগোতে এগোতে চোখের সামনে স্মিথ পয়েন্ট ভেসে উঠল।

কোভের দূরবর্তী পাশে ঘেরাও করা শুভ্র দুর্গের মতো দেখা যাচ্ছে মিস্ট্রেস অফ দ্য সীজ কে। পানি থেকে ভেসে আসছে তেল আর ধোঁয়ার আস্তরণ। এমনকি জাহাজঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পুরো জায়গা জুড়ে জলদস্যুদের স্পিডবোটের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

ওরা শিকারে নেমেছে।

ক্ষীপ্ত টর্পেডোর মতো সেই কোলাহলের ভেতর ঢুকে পড়ল মঙ্ক।

দুপুর ২:০৮

"কিছু একটা করতে হবে তো," লিসা বলল।

"আপাতত, শক্ত হয়ে বসে থাকো," হেনরি বার্নহার্ট ওকে সতর্ক করলেন।

বাইরের দিকের একটা খালি কেবিনের ভেতর লুকিয়ে আছে দুজন। ঘরের দুই পোর্টহোলের একটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লিসা আর হেনরি দাঁড়িয়েছেন দরজার পাশে।

ঘণ্টাখানেক আগে তারা দৌড়ে পালিয়েছে। পুরো জাহাজ জুড়ে হইচই। উর্দিপরা কর্মচারী, উন্মত্ত যাত্রীদল, রোগী, সুস্থ মানুষ–হলে এসে ভিড় জমিয়েছে সবাই। স্নায়ু কাঁপানো এলার্মের উচ্চ নিনাদে যেন বিস্ফোরণ আর গোলাগুলির শব্দ ঢাকা পড়েছে।

এদিকে মুখোশপরা বন্দুকধারীরা হল থেকে সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছে। একের পর এক–সামান্য বাঁধা দিলে অথবা নড়তে চড়তে দেরি করলে, সাথে সাথে গুলি। লিসা আর হেনরি কোলাহল টের পাচ্ছিল–মানুষের আর্তচিৎকার, গোলাগুলির শব্দ, ওপরের ডেকে মানুষের হুড়োহুড়ি করে ছুটে বেড়ানোর শব্দ। আরেকটু হলেই গুলি খেতে

BanglaBook.org

পারত। কোনওরকমে জাহাজের শোরুম আর নিচের আরেকটা হলওয়ের ভেতর দিয়ে প্রাণপনে দৌড়ে এসে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে।

কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে, তা ওদের জানা নেই।

এত দ্রুত মিস্ট্রেস অফ দ্য সীজ-এর দখল নেয়া দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জাহাজের কর্মীদের কয়েকজন জড়িত আছে এ ঘটনায়।

পোর্টহোল জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল লিসা, চারদিকে আগুন জ্বলছে। মরিয়া হয়ে ওঠা কয়কজন যাত্রীকে ওপরের বারান্দা থেকে পানিতে ঝাপিয়ে পড়তে দেখা গেল, সাঁতরে তীরে ওঠার প্রত্যাশা।

কিন্তু চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্ত্রধারী স্পিডবোট। পালাবার কোনও পথ নেই।

কেন হচ্ছে এরকম? কী শুরু হয়েছে?

অবশেষে এলার্মের আওয়াজ থেমে গেল। চারিদিকে কেমন যেন ভারী, মন খারাপ করা নিস্তব্ধতা নেমে এল। বাতাসও যেন ঘন হয়ে উঠেছে।

হেনরি আর লিসার ভেতর চোখাচোখি হলো হঠাৎ।

ঘরের স্পিকার একটা থমথমে কণ্ঠ বেজে উঠল, মালয়েশিয়ান ভাষায় কথা বলছে কেউ। লিসা ভাষাটা বোঝে না। হেনরিকেও অবুঝের মাথা নাড়তে দেখল। এরপর ম্যান্ডারিন ভাষায় একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করা হলো। এই দু'টো ভাষাই দ্বীপে বহুল প্রচলিত।

অবশেষে ইংরেজি বেছে নিল ঘোষণাকারী।

"জাহাজটা এখন আমাদের। প্রত্যেকটা ডেকে পাহারা বসানো হয়েছে। হলে কাউকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া আছে। আমাদের কথা শুনলে কারো ক্ষতি করা হবে না।"

ঘোষণা থেমে গেল। দরজাটা ভালোভাবে বন্ধ আছে কিনা দেখে নিয়ে লিসার দিকে এগোল হেনরি। "আমাদের জাহাজটা ছিনতাই হয়েছে। অনেকদিন ধরে পরিকল্পনা করে রেখেছিল কেউ।"

অ্যাকিল লউরো'র কথা মনে পড়ে গেল লিসার। ১৯৮৫ সালে ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসীদের হাতে ছিনতাই হয়েছিল এই ক্রুজ শিপ। ২০০৫ সালে, আফ্রিকান উপকূলে সোমালিয়ান জলদস্যুদের খপ্পরে পড়েছিল আরেকটা ক্রুজ শিপ।

জানালা দিয়ে পানির ওপর টহলরত স্পিডবোটগুলোকে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করল লিসা। মুখোশ পরা বন্দুকধারীদের নিয়ন্ত্রণে চলছে ওগুলো। দেখে জলদস্যু মনে হলেও, লিসার মনে অন্য একটা সন্দেহ দানা পাকিয়ে উঠছে।

জলদস্যুদের কর্মকাণ্ড এত সাজানো গোছানো হবার কথা না।

"অবশ্যই," হেনরি বললেন। পুরো জাহাজ তন্নতন্ন করে খুঁজবে ওরা, সবকিছু হাতিয়ে নেবে, তারপর দ্বীপে পালিয়ে যাবে আবার। ওদের সামনে না পড়ে যদি আমরা বেচে থাকতে পারি..."

স্পিকারে নতুন একটা কণ্ঠ বেজে উঠল। এবার ইংরেজিতে, মালে অথবা ম্যান্ডারিনে পুনরাবৃত্তি করা হলো না আর।

BanglaBook.org

"যাদের নাম ঘোষণা করছি, তারা জাহাজের ব্রিজে চলে আসুন। পাঁচ মিনিটের ভেতর আপনাদের এখানে আশা করছি। মাথার ওপর হাত তুলে রেখে আসবেন। আপনাদের প্রতি মিনিট দেরির জন্য দুইজন করে নিরীহ যাত্রী মেরে ফেলা হবে। আগে বাচ্চাদের গুলি করব আমরা।"

একে একে নাম ঘোষণা করা হলো-

ডঃ জিন লিন্ডহোম।

ডঃ বেঞ্জামিন মিলার।

ডঃ হেনরি বার্নহার্ট।

ডঃ লিসা কামিংস।

"আপনাদের হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে।"

আবার নীরব হয়ে গেল সবকিছু।

লিসা এখনও পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। "সাধারণ ছিনতাই হতে পারে না।"

আর এরা কোনও সাধারণ জলদস্যুও নয়।

জানালা থেকে মুখ ফেরানোর আগে, হঠাৎ একটা জেট স্কি দেখতে পেল ও, পানির ওপর দিয়ে ক্রুজ শিপের দিকে ছুটে আসছে। পেছনদিকে বয়ে চলা লম্বা পানির ধারা দেখে সহজেই চিহ্নিত করা যাচ্ছে ওটা, চালককে দেখা যাচ্ছে না যদিও। মাথা নিচু করে রেখেছে লোকটা।

এহেন আচরণের যথাযথ কারণও আছে।

ওকে তাড়া করে চলেছে দুটো স্পিডবোট, অগ্নিশিখা আর ধোঁয়া ভেদ করে এগিয়ে আসছে। গোলাগুলির ঝলক দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে।

জেট স্কি আরোহীর বোকামি দেখে মাথা ঝাঁকাল লিসা।

ক্রুজ শিপের ওপর একটা হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে, জেট স্কির দিকে এগিয়ে চলেছে ক্রমশ। দেখতে না চেয়েও কেমন যেন একটা একটা আকর্ষণ অনুভব করল ও। লোকটার আত্মঘাতি অভিযানের শেষ পরিণাম জানতে ইচ্ছা করছে।

একদিকে কাত হলো হেলিকপ্টার, পাশের দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে বেরিয়ে এলো বিস্ফোরক...গ্রেনেড লঞ্চার।

ছটফট করে উঠল লিসা, চোখের সামনে জেট স্কি বিস্ফোরিত হয়ে চারদিকে আগুনের গোলায় আর ঝলসানো ধাতবখন্ড ছিটকে পড়ল।

কাঁপতে কাঁপতে পাশ ফিরল ও, নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে। হেনরির দিকে তাকিয়ে ভাবল, আর কোনও উপায় নেই।

এবার তাহলে যাওয়া যাক।

BanglaBook.org

দুপুর ২:১২

সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়েছে মঙ্ক, ওয়েট বেল্ট আর ট্যাঙ্কের ভারে বেশ খানিকটা তলিয়ে গিয়েছে। ছটফট না করে, দম আটকে রেখেছে ও। মাথার ওপর সাগরের নীল পানি আগুনে জ্বলজ্বল করছে। এদিক ওদিক ভেসে বেড়াচ্ছে গুড়িয়ে যাওয়া জেট স্কির টুকরাগুলো।

মঙ্ক অনেক কষ্টে গা থেকে উইন্ডব্রেকার খুলে ফেলতে পারল। এখন আর ট্যাঙ্কগুলো লুকিয়ে রাখার কোনও কারণ নেই। স্কুবা মাস্ক তুলে ধরে সামনের দিকে হাত বাড়াল, নাগালে এসে পড়ল এয়ার হোস। রেগুলেটরের সাহায্যে মাস্ক পরিষ্কার করে ঠিকমতো এটে নিল তারপর।

চোখের সামনের ঘোলা দৃশ্যপট পরিষ্কার হয়ে গেল সহসাই। রেগুলেটর ঠিকমতো বসিয়ে প্রথমবারের মতো শ্বাস নিতে পারল ও।

স্বস্তির নিঃশ্বাস!

প্রতারণার চেষ্টা কি আসলেই কাজে লাগাতে পেরেছে?

কিছুক্ষণ আগে হেলিকপ্টারটা ওর দিকে বাজপাখির মতো ধেয়ে আসার সময়, একজন বন্দুকধারীকে দেখতে পেয়েছিল মঙ্ক। ওর দিকে গ্রেনেড লঞ্চার তাক করতে দেখে একদম শেষ মুহূর্তে জেট স্কি উল্টে ফেলেছিল। তার নিচ দিয়ে সমুদ্রের গভীরে ঝাপিয়ে পড়ে শেষ রক্ষা হয়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ হাতুড়ির মতো আঘাত করেছিল ওর মাথার ভেতর। মঙ্ক অনেকটা গভীরে ডুবে আছে। ফ্লাইং ফিস কোভে নোঙর ফেলার শেষসীমা বেশ গভীর, প্রায় ৩০ মিটার। তবে অতটা গভীরে যায়নি ও।

ট্যাঙ্কের বাতাসের সাহায্যে পরনের বিসি ভেস্ট ফুলিয়ে নিল মঙ্ক। ঘাড় উঁচু করে টহলরত স্পিড বোটের তলা দেখতে পেল। বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে ওগুলো, জেট স্কির আরোহীকে খুঁজছে। ভেসে উঠতে দেখলেই গুলি করবে।

তবে ভেসে ওঠার কোনও পরিকল্পনা নেই মঙ্কের। সত্যিই যদি ওর চালাকিটা কাজে লেগে থাকে, তাহলে শত্রুদের কেউ স্কুবা গিয়ারের কথা জানে না। পাশ ফিরে হাতে বাঁধা উজ্জ্বল কম্পাসটা দেখে নিল ও, ঠিক করে রাখা গতিপথ ধরে এগোল।

গন্তব্য-মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জ।

BanglaBook.org

৫

লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড

৫ জুলাই, রাত ১:৫৫

ওয়াশিংটন ডিসি

"এই গাড়িতে করে এ পর্যন্তই যাওয়া সম্ভব," গ্রে বলল।

গত সাত মিনিট ধরে গ্লোভার আর্চিবোল্ড পার্কের ভেতর দিয়ে থান্ডারবার্ড গাড়িটাকে টেনেহিঁচড়ে এত দূর নিয়ে এসেছে সে। আগাছায় ভর্তি রাস্তাটা বেশ পুরনো। ঝোঁপঝাড়ে ঘষা লেগে গাড়ির দু'পাশে একের পর এক আঁচড় পড়ছিল। ইতিমধ্যে সামনের বাঁ পাশের চাকাটা পাংচার হয়ে গাড়ির গতিও কমে গিয়েছে। নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

বেশিরভাগ মানুষই ওয়াশিংটন ডিসিকে ঐতিহাসিক স্থাপনা, অভিজাত বিপণি আর যাদুঘরে সমৃদ্ধ শহর ভাবে। তবে শহরের ভেতর দিয়ে প্রায় হাজার একর জায়গা জুড়ে একের পর এক পার্ক চলে গিয়েছে গ্লোভার আর্চিবোল্ড পর্যন্ত, যার শেষ হয়েছে পটোম্যাক নদীর তীরে।

নদীর তীর থেকে দূরে সরতে শুরু করেছিল গ্রে। অনেক বড় আর খোলামেলা এই জায়গাটা। পার্কের ঘরবাড়িগুলোর পেছন দিয়ে গভীর বনের ভেতর একটা পুরনো রাস্তা ধরে সে এত দূর এসেছে। বন ধীরে ধীরে আরও গভীর হয়ে উঠছিল, লুকানোর জন্য এই রাস্তা বেছে নেয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে থান্ডারবার্ডের তিনটা চাকাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রায়।

এর চেয়ে বেশি দূর গাড়িতে করে যাওয়া সম্ভব নয়–ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গতি কমিয়ে নিল গ্রে। ছোট্ট একটা উপত্যকার মতো জায়গায় ছিল তারা। দু'পাশে খাড়া খাড়া গাছে ছাওয়া পাহাড়। সামনে উপত্যকার সাথে আড়াআড়িভাবে চলে গিয়েছে ব্যবহারের অযোগ্য রেললাইন। গ্রে মরিচা পড়া লোহা আর কাঠের তৈরি সেতুর নিচ দিয়ে থান্ডারবার্ডকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যে সিমেন্টের দেয়ালটা রেললাইনকে একটু উঁচুতে ধরে রেখেছে, তার ঠিক সামনে গাড়ি ব্রেক করল সে।

"সবাই বের হও। এখান থেকে পায়ে হেঁটে যাব আমরা।"

তারা আর চাঁদের রুপালি আলোয় দূরের রেললাইনটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কাঠের টুকরো দিয়ে নির্দেশিত একটা পায়ে চলা পথ চলে গিয়েছে সেদিকটায়। রাস্তাটাকে একটা সুড়ঙ্গ বললেই বেশি মানায়, ঠিক যেন গভীর বনের ভেতরে সযত্নে কেঁটে নেওয়া এক টুকরো পথ। লুকোনোর জন্য আদর্শ জায়গা।

ওরা যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, তার ঠিক উল্টো দিকে জরুরি কাজে ব্যবহৃত গাড়িগুলোর সাইরেন বাজছিল। রাতের আকাশে কমলা রঙের একটা আলোর ছটা দেখতে পেয়ে সেদিকে তাকাল গ্রে। নিশ্চয়ই কোনও বাড়িতে আগুন লেগেছে।

বনের অন্ধকার ঘোচেনি তাতে। কয়েকস্তরের কালো রঙে আঁকা একটা ছবির মতো দেখাচ্ছে চারপাশ।

নাসের আর ওর গুপ্তঘাতক দল যেকোনো জায়গায় থাকতে পারে। সামনে বা পেছনে-যেকোনো জায়গায়। কাছাকাছিও চলে আসতে পারে যেকোনো সময়।

বুক কাঁপতে লাগল ওর। নিজের জন্য নয়, মা বাবার জন্য। বিপদসীমা থেকে দূরে নিরাপদ কোনও জায়গায় পাঠাতে হবে তাদের। আর সেটা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে শেইচানকে সরিয়ে ফেলা।

সেলফোন থাকা স্বত্ত্বেও সিগমার কেউ অথবা ডিরেক্টর ক্রো'র সাথে যোগাযোগ করাটা মোটেও উচিত হবে না এখন। তাদের ভেতরের গোপন কথাবার্তা, কীভাবে যেন অন্য কেউ জেনে ফেলেছিল-সেফহাউসের অতর্কিত আক্রমণ সেটাই প্রমাণ করে। লুকিয়ে থাকতে হবে ওকে। আর শেইচানের জন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। মা অবশ্য একটা বুদ্ধি দিয়েছিলেন। সেই পরিকল্পনা কাজে লাগাতে গ্রে দু'বার ফোনও করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। তার ঠিক পরেই, মা'র সেলফোনের ব্যাটারি খুলে ফেলেছে ও, কেউ যাতে খুঁজে বের করে ফেলতে না পারে।

"মরফিনে মনে হয় একটু কাজ হয়েছে। মেয়েটাকে এখন একটু শান্ত মনে হচ্ছে।" গাড়ির পেছনের সিট থেকে বলেছিলেন মা। গাড়ি থামানোর পর, পেছনে গিয়ে কোয়ালস্কির সাথে বসেছেন তিনি। তাদের মাঝখানে মরার মতো পড়েছিল শেইচান। সেফহাউস থেকে যোগাড় করা মরফিন ইনজেকশান দেয়া হয়েছিল ওকে।

"সত্যি সত্যি এখান থেকে পালাতে হলে, শেইচানকে কোলে করে নিতে হবে।" গ্রে বলল।

"আমি ওকে টানতে পারব," কোয়ালস্কির তাৎক্ষণিক উত্তর।

স্ত্রীকে গাড়ি থেকে বের হতে সাহায্য করলেন গ্রে'র বাবা। গাড়ির অবস্থা দেখে আক্ষেপে মাথা নাড়ছিলেন তিনি।

কোয়ালস্কি শেইচানকে কোলে তুলে নিল। এই অন্ধকারেও ওর পেটের কালচে রক্ত লক্ষ্য করল গ্রে। আকস্মিক নড়াচড়ায় জেগে উঠল শেইচান, নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা শুরু করে দিল। মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল কোয়ালস্কি। ততক্ষণে চেঁচিয়ে উঠে ওর গালে ঘুঁষি বসিয়ে দিয়েছে মেয়েটা।

"এই মেয়ে....," আরেকটা আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে হুঙ্কার দিয়ে উঠল বিশালদেহী কোয়ালস্কি।

শেইচান এশিয়ান আর ইংরেজি ভাষা মিশিয়ে চিৎকার করতে শুরু করল।

"একে চুপ করাও।" অন্ধকার বনের দিকে একনজর তাকিয়ে বলে উঠলেন গ্রে'র বাবা। তার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ।

শেইচানের মুখ চেপে ধরার চেষ্টা করাতে, কোয়ালস্কির হাতে কামড় বসিয়ে দিল ও। সাথে সাথে হাত সরিয়ে গালি দিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। শেইচানের রাগ আর চিৎকার আরও বেড়ে গেল এরপর। গ্রে'র মা এগিয়ে এলেন, ব্যাগ হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন, "আমার কাছে আরও এক ডোজ মরফিন আছে।"

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে মাকে থামতে বলল গ্রে। শেইচানের শরীর থেকে প্রচুর রক্ত ঝরেছে। মরফিন শ্বাস প্রশ্বাসের হার কমিয়ে দেয়, একটু অনিয়ম হলে অনেক সময় রোগী মারাও যেতে পারে, তাই মেয়েটাকে দ্বিতীয়বার মরফিন দেয়া ঠিক হবে না। কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা বাকি এখনও। মায়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলে উঠল গ্রে, "স্মেলিং সল্ট।" কোয়ালস্কি জরুরি মেডকিটের উপাদানগুলোর নাম উল্লেখ করার সময় স্মেলিং সল্টের কথা বলেছিল–সেটা মনে আছে ওর।

মা মাথা নাড়লেন, কিছুক্ষণ ব্যাগ হাতড়ে কয়েকটা ক্যাপসুল বের করে দিলেন গ্রেকে। একটা ক্যাপসুল হাতে নিয়ে কোওয়ালস্কির পাশে চলে এলো সে।

লোকটার এক গালে রক্তাক্ত চেরা দাগ পড়ে গিয়েছে। গুঙিয়ে উঠল সে, "হে ঈশ্বর! এই মেয়েকে সুবুদ্ধি দিন।"

শেইচানের কয়েক গোছা চুল মুঠি করে ধরে কাছে টেনে আনলো গ্রে। তারপর ক্যাপসুলটা ভেঙ্গে ওর নাকের নিচে ধরল। মেয়েটা মাথা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করল কয়েকবার, ধস্তাধস্তি করল। কিন্তু গ্রে শক্ত হাতে ক্যাপসুলটা ওর উপরের ঠোঁট ধরে রাখল। আচমকা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল শেইচান, এক হাত দিয়ে ওকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করল। গ্রে তবুও ছাড়ল না।

"যথেষ্ট হয়েছে..." হঠাৎ কেশে উঠে গ্রে'র হাত ধরে বলল শেইচান। মেয়েটার আঙুলের জোর টের পেয়ে গ্রে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, হাত ছেড়ে দিল চট করে।

"আমাকে একটু নিঃশ্বাস নিতে দাও। একটুখানি স্থির হতে দাও।"

গ্রে কোয়ালস্কির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, কোনও কিছু দুইবার বলতে হয় না ওকে। শেইচানের কাঁধের নিচে হাত দিয়ে ধরে দাঁড় করানো হলো। ভুল ভেবেছিল মেয়েটা, তখনো পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়ানোর মতো শক্তি আসেনি ওর শরীরে। বিশাল মানুষটার কাঁধে একরকম ঝুলেই থাকল ও।

বিব্রতভাবে চারপাশে তাকাল একবার।

"আমি...স্মারকস্তম্ভ...," ভীষণ দুশ্চিন্তার সঙ্গে বলে উঠল সে।

গ্রে এই স্মারকস্তম্ভের কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত, "ভেঙ্গে গিয়েছিল, আমি বাসায় রেখে এসেছি। পরে একসময় নিয়ে আসলেই হবে।"

কথাটা যেন বুলেটের চেয়েও বেশি জোরে আঘাত করল শেইচানকে।

গ্রে'র মা এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন।

"তোমরা কি ওই ভাঙ্গা জিনিসটার কথা বলছ?", এগিয়ে এসে নিজের ব্যাগে একটা থাবা দিয়ে বললেন, "ব্যান্ডেজ আনতে গিয়ে সাথে করে নিয়ে এসেছি ওটা। বেশ পুরনো আর দামি জিনিস মনে হচ্ছিল।"

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল শেইচান। চোখ বুজে মাথা ঝাঁকাল একটু। ক্লান্তিতে মাথাটা ঝুঁকে পড়ল একদিকে।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

"কী এমন মাহাত্ম্য এই জিনিসটার?", গ্রে জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

"এটা...হতে পারে পৃথিবীর রক্ষাকর্তা। যদি এতক্ষণে দেরি না হয়ে যায়", শেইচান বলল।

গ্রে তার মায়ের ব্যাগটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে আবার শেইচানের দিকে ফিরল, "কী বোঝাতে চাইছ তুমি?'

দুর্বলভাবে হাত ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল মেয়েটা, "এত সহজে বোঝানো সম্ভব না। তোমার সাহায্যের দরকার...এখান থেকে...যত দ্রুত সম্ভব সরে যেতে হবে।'

শেইচান আবার অজ্ঞান হয়ে গেল, বুকে এসে ঠেকল চিবুক। কোয়ালস্কি কোনওরকমে ধরে রাখল ওকে।

আরেকটা স্মেলিং সল্টের ক্যাপসুল মেয়েটার নাকে ধরার লোভ সামলাতে পারছে না গ্রে। কিন্তু মেয়েটার কোনও ক্ষতি হোক, সেটাও চায় না ও। এখনও ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। মা-ও একই কথা ভাবছে বলে গ্রের মনে হলো। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন তিনি, "হাসপাতাল এখান থেকে খুব একটা দূরে না।"

রেললাইনের ওপারে নিকষ আঁধারের দিকে তাকাল গ্রে। থান্ডারবার্ডটাকে উত্তরদিক বরাবর চালিয়ে নিয়ে আসার আরেকটা কারণ এটা। মিসেস হ্যারিয়েট বলেছিলেন, এদিকে একটা হাসপাতাল আছে। গ্লোভার-আরচিবোল্ড পার্ক থেকে একটু দূরে জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস চালু হয়েছে। বনের ঠিক প্রান্তে স্কুলের হাসপাতাল। ওর মায়ের এক প্রাক্তন ছাত্র সেখানে চাকুরি করে। ইস! যদি গোপনে যাওয়া যেত! অবশ্য ঠিক জায়গায় পৌঁছানোর শতভাগ নিশ্চয়তা নেই। এই পার্ক থেকে বের হওয়ার এক হাজারটা রাস্তা আছে। নাসের জানে যে ওদের সাথে একজন আহত মানুষ আছে, যার জরুরি চিকিৎসা দরকার।

এভাবে ঝুঁকি নিয়ে আসাটা খুব বোকামি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গ্রে'র মাথায় এছাড়া আর অন্য কোনও বুদ্ধি আসেনি।

স্মারকস্তম্ভের কথা জিজ্ঞেস করার সময়, নাসেরের চোখের ক্ষুধার্ত খুনে চাহনির কথা মনে পড়ল গ্রে'র। জিনিসটা ফেলে আসার কথা বিশ্বাস করেছিল লোকটা। গ্রে নিজেও অবশ্য তাই জানতো। কোন ব্যাপারটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ-প্রতিশোধস্পৃহা নাকি স্মারকস্তম্ভের হাতছানি?

একদৃষ্টে নিজেদের ছোট দলটার দিকে তাকিয়ে রইল গ্রে। এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করছে ওদের সবার জীবন।

BanglaBook.org

রাত ২:২১

অফিসের ভেতর পায়চারি করছিলেন পেইন্টার, কানে তারবিহীন হেডফোন লাগানো।

"সবাই মারা গিয়েছে?"

তিনটা বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠতে দেখা গিয়েছিল পেছনের প্লাজমা স্ক্রিনে, আশেপাশে পার্কের কিছুটা অংশও পুড়ে ছাই। গ্রীষ্মের দাবদাহে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে জঙ্গল, আগুন জ্বলার জন্য এর চেয়ে ভালো আর কিছু হয়

না। দমকল বাহিনীর গাড়ি আর জরুরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর দল পুরো এলাকাটা ঘিরে ফেলেছে। টেলিভিশন ভ্যানগুলো বের করে আনছে তাদের স্যাটেলাইট এন্টেনা। একটা পুলিশের হেলিকপ্টার চক্কর কাটছে ওপরে, ফ্লাডলাইটের আলোতে খুঁজছে কেউ বেঁচে আছে কি না।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে!

গ্রে'র কনভার্টিবল গাড়ি কিংবা ছিনতাই হওয়া মেডিকেল ভ্যানটা এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নেই। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের কারণে তদন্তও এগোচ্ছে না ঠিকমতো।

এখন পর্যন্ত মাত্র একটা খবর পাওয়া গিয়েছে। একটা পরিত্যক্ত জায়গায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে আসল মেডিকেল ভ্যানটা। ভেতরে যারা ছিল সবাই গুলিবিদ্ধ, মৃত। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন পেইন্টার, সামনের ডেস্কে চারটা ফাইল স্তূপ করে রাখা। ভোরের আলো ফোটার আগেই চারটা পরিবারকে দুঃসংবাদ জানাতে হবে।

ব্র্যান্ট দরজার নব ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকল। "দুঃখিত, স্যার।"

আস্তে করে মাথা নাড়লেন পেইন্টার।

"ডঃ ম্যাকনাইটকে আরেকটা লাইনে রেখেছি, ফোন অথবা ভিডিও কনফারেন্সিং-এ পাওয়া যাবে।"

স্ক্রিনে ভেসে থাকা আগুনের লেলিহান শিখার দিকে আঙুল তুললেন পেইন্টার, "যথেষ্ট দেখেছি। শনের সঙ্গে যোগাযোগ করো।"

কান থেকে হেডফোন খুলে ফেললেন ডিরেক্টর। চেয়ার ঘুরিয়ে আবারও স্ক্রিনের দিকে তাকালেন। আগুনের দৃশ্যটা উধাও হয়ে, তার বদলে বসের মুখ ভেসে উঠেছে সেখানে।

শন ম্যাকনাইট সিগমার প্রতিষ্ঠাতা। ডারপা'র সর্বোচ্চ পদে আসীন তিনি। গ্রে'র সাথে শেইচানের এই অযাচিত সাক্ষাতের খবর পাওয়া মাত্র তাকে ফোন করেছিলেন পেইন্টার। উপদেশ আর অভিজ্ঞ মতামত, দু'টোই দরকার ছিল। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অবশ্য।

"তাহলে গিল্ড আবারও আমাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে," ধূসর হয়ে আসা এলোমেলো লাল চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন শন। দেখে মনে হচ্ছে, মাত্র বিছানা থেকে উঠেছেন। ইস্ত্রি করা সুবিন্যস্ত সাদা শার্টটা অবশ্য সে কথা বলে না।

"দরজার বাইরে নেই আর। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে একেবারে ঘরের ভেতর ঢুকে বসে আছে," পেছনে রাখা ফাইলে টোকা দিয়ে বললেন, "রিপোর্টটা তো পড়ে ফেলেছেন।"

মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন শন, "সোজা কথায়, সেফহাউস সম্পর্কে আগে থেকেই অবগত ছিল গিল্ড। আমাদের মধ্যেই কেউ তথ্য পাচার করেছে।"

"দুঃখজনক হলেও তা-ই ধরে নিতে বাধ্য হচ্ছি।"

পেইন্টার মাথা নাড়লেন। সত্যি হলে, পরিস্থিতি ভয়াবহ। গিল্ড একবার সিগমার ভেতর অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিল। তবে এখন তিনি শপথ করে বলতে পারেন,

BanglaBook.org

সিগমায় কোনও খাদ নেই। নতুন করে ছাঁচে ঢেলে সিগমা-কে সাজিয়েছেন তিনি। সব অনাচার মুছে ফেলে পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করেছেন।

কোনও লাভ হলো না।

শন বলতে লাগলেন, "এই সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক শুধু আমাদের সংস্থাতেই ঢুকে পড়েনি। দুই মাস আগে এমআই ৬, গ্লাসগোর বাইরে ব্রিটিশ এরোস্পেসের একটা ব্ল্যাক অপস প্রজেক্ট বানচাল করে দিয়েছে। পাঁচজন কর্মীকে হারাতে হয়েছে ওদের। গিল্ড সবখানেই আছে, আবার কোথাও নেই। আমাদের দেশে এনএসএ আর সিআইএ গিল্ডের হর্তাকর্তাকে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের কোনও নেতা অথবা গুরুত্বপূর্ণ কারো সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি এখনও। এমনকি এ-ও জানি না যে, সত্যিই ওদের সংগঠনের নাম গিল্ড কিনা। বর্তমানে মৃত একজন এসএএস অফিসারের দেয়া ডাকনাম থেকে এই খেতাব দেয়া হয়েছে। তবুও, অনেকেই নামটাকে আপন করে নিয়েছে। নেটওয়ার্কটা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এতটুকুই।"

একটা কিন্তু রেখে কথা থামালেন শন।

পেইন্টার বুঝলেন, "আমাদের দলে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শন, "বছরের পর বছর ধরে আমরা এই সংগঠনের ভেতর আসন গাড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিছু প্রস্তাবনাও দিয়েছি। তবুও গিল্ডের কোনও রুই-কাতলাকে হাতের নাগালে পেলাম না। মেয়েটাকে অবশ্যই হাতে রাখতে হবে।"

"আর গিল্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করবে বাধা দিতে। ঝামেলা হবে জেনেও, সিগমার ভেতর নিজেদের গুপ্তচরের অস্তিত্ব জানান দিয়েছে ওরা। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবচেয়ে করিৎকর্মাদের একজনকে পাঠিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

"সেফহাউসের ভিডিওটা আমি দেখেছি। ডোশিয়ারটা পড়েছি।" শনের মুখে গাম্ভির্য ফুটে উঠেছে।

পেইন্টার-ও একই জিনিস পড়েছে। লোকটা কলকাতার কসাই নামে পরিচিত, আসল পরিচয় কেউ জানে না। ভারতীয় বংশোদ্ভূত হয়েও অতীতে তাকে পাকিস্তানি, ইরানী, মিশরীয় এবং লিবীয় হিসেবে পরিচয় দিতে দেখা গিয়েছে।

"আমরা একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি," পেইন্টার বললেন। "ভিডিও ফিড থেকে ওর নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে–নাসের। তবে আপাতত এটুকুই তথ্য।"

শন অনিশ্চিতভাবে হাত নাড়লেন, "অসংখ্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে লোকটা। পুরো পৃথিবী জুড়ে পাপের চিহ্ন রেখে গিয়েছে। তবে উত্তর আফ্রিকা, গোটা মধ্যপ্রাচ্য আর প্রাচ্যের আশেপাশে গুপ্তঘাতক হিসেবে বেশি কাজ করেছে সে। কিছুদিন হলো ভূমধ্যসাগর পার করে ইউরোপেও ঢুকে পড়েছে। শ্বাসরোধ করে মেরেছে গ্রীসের একজন আর্কিওলজিস্টকে। ইতালিতে জাদুঘরের কিউরেটরকে খুন করেছে।"

পেইন্টার অবাক হয়ে তাকালেন, "ইতালিতে? কোথায়?"

"ভেনিসে। ডিউকের প্রাসাদের নিচে, একটা জেলখানায় মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে কিউরেটরকে। নাসের-অথবা ওর আসল নাম যাই হোক, সারভেইলেন্স ফুটেজে লোকটাকে পিয়াজ্জার বাইরে দেখা গিয়েছে।"

পেইন্টার এত জোরে চিবুক ঘষলেন যে মুখের চামড়া জ্বলতে শুরু করল, "ভ্যাটিক্যানের মনসিনর ভেরোনা কিছুক্ষণ আগে আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি আন্দাজ করছেন, ইতালিতে একই সময়ে উপস্থিত ছিল শেইচান।"

শনের চোখ ধীরে ধীরে ছোট হয়ে এল, "মজার তো! কাকতালীয় ঘটনাটা সম্পর্কে আরেকটু তদন্ত করে দেখতে হবে। একইসাথে ইতালিতে উভয় ঘাতকের উপস্থিতি। এখানেও একসাথে! একজন আরেকজনকে খুন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দু'জনই গিল্ডের সেরা গুপ্তঘাতক। আর যদি এর মধ্যে অন্য কোনও চাল না থেকে থাকে, তাহলে হয়তো নাসের-ই শেইচানকে আমাদের হাতে এনে ফেলেছে।'

গ্রে'র হাতে এনে ফেলেছে বললেই বেশি মানায়। পেইন্টার ভাবলেন।

"মেয়েটাকে যত দ্রুতসম্ভব আমাদের কাস্টডিতে নিতে হবে। এতবড় সুযোগটা হাতছাড়া করা যাবে না।"

"কিন্তু স্যার, কমান্ডার পিয়ার্স পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেফ হাউজে অতর্কিত আক্রমণের শিকার হবার পর, ওর মনেও একই ধারণা জন্মাতে পারে। সিগমার ভেতর থেকে কেউ তথ্য ফাঁস করেছে। ও এখন মেয়েটাকে নিয়ে লুকিয়ে পড়বে। পরিস্থিতি অনুকূলে না আসা পর্যন্ত, এভাবেই আত্মগোপন করে থাকবে।"

"এত দেরি করা মোটেও উচিত হবে না। বিশেষ করে যখন কলকাতার কসাই দু'জনকে খুন করার জন্য খুঁজছে।"

"কী করতে বলছেন তাহলে?"

"নাসেরের হাতে ধরা পড়ার আগেই ওদেরকে খুঁজে বের এখানে নিয়ে আসতে হবে। অনুসন্ধানের তৎপরতা না বাড়িয়ে কোনও উপায় নেই, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আর এফবিআইকেও জানাতে হবে। আমি সব হাসপাতাল আর চিকিৎসাকেন্দ্রেও খোঁজ নিতে বলে দিয়েছি। এভাবে ওদের ফেলে রাখা যাবে না।"

"স্যার, আমার মনে হয় কমান্ডার পিয়ার্সকে পরিস্থিতি সামলে নেয়ার মতো সুযোগ দেয়া উচিত। তাছাড়া ওকে খোঁজার জন্য যত বেশি ঢাকঢোল পেটানো হবে, ততো বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে নাসেরের।"

"আচ্ছা, তাহলে আমরা গিল্ডের এই দু'জনকেই আটকে ফেলার চেষ্টা করতে পারি।"

"গ্রে-কে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে!!"। পেইন্টার তার কণ্ঠে বিস্ময় আটকে রাখতে পারলেন না।

শন মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন, তার হাবভাবের কাঠিন্য পেইন্টারের চোখ এড়ালো না। বসের পরনের জ্যাকেট আর ইস্ত্রি করা শার্টের দিকেও নজর পড়ল তার। বুঝতে পারলেন, তার আগেই শনের সাথে অন্য কারো কথা হয়েছে।

"স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত এটা, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনও নেয়া হয়ে গিয়েছে। পরিকল্পনায় বাগড়া দেয়ার আর কোনও উপায় নেই।" শিথিল কণ্ঠে করে বললেন

BanglaBook.org

শন। "গ্রে আর ওই মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে। যেভাবেই হোক এখানে নিয়ে আসতে হবে।"

পেইন্টার ভাষা হারিয়ে ফেললেন। বিষয়টা তার এখতিয়ারের বাইরে চলে গিয়েছে। আস্তে করে মাথা নাড়লেন, একাজে সাহায্য করবেন তিনি।

তবুও, ভেতরে ভেতরে তিনি গ্রে-কে ভালোভাবেই চেনেন।

সবদিক থেকে খোঁজা হবে, তারপরেও নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখতে পারবে সে।

লুকিয়ে যাবে আরও গভীরে।

রাত ৩:০৪

"সিঁড়ির নিচের লবিতে একটা কফির দোকান দেখেছি," কোয়ালস্কি বিড়বিড় করে বলল। "মনে হচ্ছে খোলা আছে। কফি খাবেন নাকি কেউ?"

"এখান থেকে একচুলও নড়া যাবে না," গ্রে বলল।

কোয়ালস্কি মাথা নাড়িয়ে বলল, "একটু মজা করছিলাম আর কি!"

গ্রে ওর কথায় পাত্তা দিল না। খুব মনোযোগের সঙ্গে ভাঙা স্মারকস্তম্ভটা পরীক্ষা করছিল সে। একটা ডেন্টাল অফিসের ছোট্ট রিসেপশন রুমে জড়ো হয়েছে তারা। গ্রে'র এক হাতে ধরা টেকিল ল্যাম্পের আলোয় কিছুটা আলোকিত হয়েছে চারপাশ। এক মাস পুরোনো ম্যাগাজিন, জলরঙের বাক্স, একটা চারাগাছ আর দেয়ালে টানানো কালো টেলিভিশনটা অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। রহস্যময় লাগছে পরিবেশটা।

চল্লিশ মিনিট আগে তারা উডল্যান্ডের রাস্তা ধরে গ্লোভার আর্চিবোল্ড পার্কের শেষ মাথায় এসে পৌছেছে। একটা বড় রাস্তা দিয়ে পার্ক আর জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস আলাদা করা। এই অসময়ে রাস্তায় কোনও গাড়ি বা মানুষ কিছুই ছিল না। দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে, অন্ধকারে ঢাকা দু'টো রিসার্চ বিল্ডিংয়ের মাঝখান দিয়ে ইউনিভার্সিটির ডেন্টাল হাসপাতালে পৌছেছে তারা। রাতের আঁধারে হাসপাতালটা বেশ উজ্জ্বল দেখায়। ধরা পড়া ভয়ে অন্য কোথাও যায়নি, সোজা ঢুকে পড়েছে ওখানে।

রিসেপশন রুমের একপ্রান্তে কোয়ালস্কি হাত ভাঁজ করে চুপচাপ বসেছিল। শুধু সে না, সবাই যে যার মতো চুপচাপ অপেক্ষা করছিল।

"এতক্ষণ লাগছে কেন?', কোয়ালস্কি বিরক্ত হয়ে বলল।

গ্রে জানে, লোকটা ইউএস নেভীতে চাকুরি করত। ব্রাজিলে একটা অভিযান চালানোর সময় গ্রে'র সহকারী বানিয়ে ওকে সিগমায় নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

উফ, লোকটা এত বকবক করতে পারে!

ঘরের আরেক প্রান্তে গ্রে'র বাবা তিনটা চেয়ার একত্রিত করে শুয়ে আছেন

"তার মানে, তুমি একরকম সায়েন্স স্পাই?", কিছুক্ষণ আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি

BanglaBook.org

গ্রে এখনও বুঝতে পারছে না, বাবা আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। তবে, এই মুহূর্তে সেটা নিয়ে কথা না বাড়ানোই ভালো। যত তাড়াতাড়ি শেইচানকে ঠিকঠাক করে বাবা-মার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়, ততোই ভালো।

স্মারকস্তম্ভটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবদিকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল গ্রে। কালো রঙের এই খোদাই করা পাথরটা যথেষ্ট প্রাচীন, দেখে মিশরীয় জিনিস মনে হচ্ছে। যদিও সে এই সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানে না। নাসেরের মিশরীয় টানে কথা বলা শুনে হয়তো সে নিজেও প্রভাবিত হয়েছে। জিনিসটা মিশরীয় নাও হতে পারে।

কিন্তু একটা অংশ ওর কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছে। ভাঙ্গা ওপরের অংশটা নিচে লাগিয়ে দেখল একবার। নিচের অংশটা থেকে একটা রূপার খিল বের হয়ে আছে, তার কড়ে আঙুলের সমান মোটা হবে। গ্রে বুঝতে পারছে, ভাঙ্গা অংশ দু'টো একটা আরেকটার সাথে আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো ছিল। জিনিসটার ভেতরে কিছু একটা লুকানো আছে। ভাঙ্গা অংশটায় আরও ভালোভাবে দেখলে সিমেন্টের একটা রেখাও চোখে পড়ে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না অবশ্য। দুই টুকরো মার্বেল পাথরকে নিপুণভাবে আঠার সাহায্যে জুড়ে দেয়া হয়েছে। ভেতরে নিশ্চয়ই কিছু একটা লুকানো। মোটা বইয়ের ভেতর পৃষ্ঠা কেঁটে যেভাবে পিস্তল বা মূল্যবান কিছু লুকিয়ে রাখা হয়, অনেকটা সেরকম।

শেইচানের কথাগুলো মনে পড়ল।

"এটাই হয়তো পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে। যদি এতক্ষণে দেরি না হয়ে যায় আর কি।"

সে যা-ই বোঝাক না কেন, গ্রে-কে খুঁজে বের করা জরুরি ছিল। একই কারণে গিল্ডের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হয়েছে।

উত্তরটা জানা দরকার।

দরজার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে গ্রে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। ওর মা, মিসেস হ্যারিয়েট বেরিয়ে এসেছেন ওই ঘর থেকে। মুখে সার্জিকাল মাস্ক।

উঠে দাঁড়াল গ্রে।

"মেয়েটার ভাগ্য ভালো," মা বলতে শুরু করলেন। "রক্তক্ষরণ ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর দু'ব্যাগ রক্তও দেয়া গিয়েছে ওকে। মিকির ধারণা, ও খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। ড্রেসিং চলছে এখন।"

মিকির আসল নাম ডঃ মাইকেল করিন। মিসেস হ্যারিয়েটের মেডিকেল স্কুলে সহকারী হিসেবে কাজ করত সে। বিশেষ করে তিনিই ওকে চাকুরিটা পাইয়ে দিয়েছিলেন। তাদের সম্পর্কের গভীরতা আর পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই এত রাতে ওকে ডেকে আনা গিয়েছে। আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানে ভালো খবরই এসেছে, বুলেটটা শেইচানের পেটে ঢোকে নি। পেলভিক বোনের পেছন ঘেষে বেরিয়ে গিয়েছে।

"কখন হাঁটতে পারবে ও?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"মিকি বলেছে, কমপক্ষে এখানে কয়েকঘণ্টা থাকতেই হবে ওকে।"

BanglaBook.org

"আমাদের অত সময় নেই।"

"হুমম... সেটা ওকে বলেছি।"

"শেইচান কি জেগে আছে?'

মাথা নাড়লেন মিসেস হ্যারিয়েট, "প্রথম ব্যাগ রক্ত দেয়ার সময়ই ওর জ্ঞান ফিরতে শুরু করে। মিকি ওকে অ্যান্টিবায়োটিক আর ব্যথানাশক দিয়েছে।"

"তাহলে এখন যেতে হবে।" মা-কে ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল গ্রে। সার্জারির সময় ভেতরে থাকতে চেয়েছিল, এই মুহূর্তে শেইচানকে চোখের আড়াল করতে চায় না সে। কিন্তু ডাক্তারের সাথে তর্ক করেও কোনও লাভ হয়নি। ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়নি ওকে।

ভাঙা স্মারকস্তম্ভ হাতে নিয়ে গ্রে ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ও জানে, এই জিনিস ছেড়ে শেইচান কোথাও যাবে না।

গ্রে প্রায় দৌড়ে ঢুকল ঘরটায়। ডঃ করিন মাত্র বের হতে যাচ্ছিল। সে প্রায় গ্রে'র মতোই লম্বা। কিন্তু চুলগুলো পাতলা, ধূসর। চোয়ালের হাড়ের রেখার ওপর দিয়ে দাঁড়িটা যত্ন করে কাটা। একটু বিরক্ত হয়ে পেছনে ফিরে তাকাল ডাক্তার।

"মেয়েটা জোর করে ওর হাত থেকে ক্যানুলা খুলে ফেলে আপনাকে ডাকতে বলেছে। আর একটা আল্ট্রাভায়োলেট লাইট যোগাড় করতে বলেছে," ডেন্টাল অফিসের একপ্রান্তে হাত নাড়ল করিন, "আমার ভাই দাঁতের চিকিৎসার কাজে জিনিসটা ব্যবহার করে। এক্ষুণি আনছি।"

একটা ডেন্টাল চেয়ারে বসে আছে শেইচান। পেছন থেকে ওর নগ্ন পিঠ দেখা যাচ্ছে। লাল রঙের একটা টিশার্ট পরার চেষ্টা করছে ভীষণভাবে।

গ্রে'র মা পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। "আমাকে সাহায্য করতে দাও। নিজে নিজে এসব কাজ করার চেষ্টা করা উচিত নয় এখন।"

শেইচান বাঁধা দিল, "আমি পারব!" এক ঝটকায় সরিয়ে দিল সাহায্যের হাত, কিন্তু ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই।

"অনেক হয়েছে!" মিসেস হ্যারিয়েট ওর ব্যান্ডেজ সামলিয়ে সাবধানে পরিয়ে দিলেন টি-শার্টটা। ঘুরে বসতেই গ্রে-কে দেখতে পেল শেইচান। মুখটা কালো করে ফেলল। গ্রে বুঝতে পারল, প্রায় নগ্ন অবস্থায় ধরা পড়ার জন্য মেয়েটা লজ্জিত না। এই লজ্জার উৎস ওর দুর্বলতায়।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। ব্যথায় মুখ শক্ত হয়ে গিয়েছে। প্যান্ট টেনে বোতাম লাগিয়ে ফেলল। আঁটোসাঁটো হয়ে আছে।

"আপনার ছেলের সাথে আমার কথা বলা প্রয়োজন," গ্রে'র মাকে মরিয়া কণ্ঠে বলল সে।

মা একবার গ্রে'র দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। "তোমার বাবা কী করছে, গিয়ে দেখে আসি," ঠাণ্ডাস্বরে বলে বের হয়ে গেলেন।

হল থেকে টেলিভিশনের শব্দ শোনা গেল। কোয়ালস্কি রিমোটটা খুঁজে পেয়েছে বোধহয়।

BanglaBook.org

গ্রে আর শেইচান একে অপরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, কী বলবে তা গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা। ঠিক সেই মুহূর্তে ডা. করিন একটা ল্যাম্প হাতে রুমে ঢুকল। "আমাদের কাছে এটাই আছে।"

"এতেই চলবে।" শেইচান হাত বাড়িয়ে ল্যাম্পটা নিতে চাইছিল, কিন্তু হাত কাঁপছে ওর। এক হাতে স্মারকস্তম্ভের ভাঙ্গা টুকরোগুলো নিয়ে খেলতে খেলতে গ্রে ল্যাম্পটা নিল। "এক মিনিট সময় নেব আমরা।"

"অবশ্যই।" উত্তেজনাটুকু ধরতে পেরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল ডঃ করিন।

শেইচানের দৃষ্টি গ্রে'র মুখের ওপর থেকে একবিন্দুও সরেনি। "তোমার পরিবারকে বিপদে ফেলার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কমান্ডার। নাসেরকে খাটো করে দেখেছিলাম," ব্যান্ডেজে ঢাকা ক্ষতে হাত বুলিয়ে তিক্ত হয়ে উঠল ওর কণ্ঠ, "ভেবেছিলাম ওকে ইউরোপেই খসিয়ে এসেছি। এই ভুল আর করব না।"

"ওকে কিন্তু পিছু হটাতে পারনি," গ্রে বলল।

শেইচানের চোখ সরু হয়ে এলো, "না পারার একটাই কারণ, সিগমা পুরোপুরি নির্ভেজাল নয়। সিগমার লোকজনকে ব্যবহার করে আমাকে খুঁজে বের করেছে গিল্ড। দোষটা পুরোপুরি আমার না," কিছু একটা মনে করার ভঙ্গিতে কপালে হাত রাখল মেয়েটা। কথা গুছিয়ে নিচ্ছে হয়তো, কতটুকু বলবে আর কতটুকু বাদ দেবে ভেবে দেখছে। "তোমার মাথায় নিশ্চয়ই হাজারটা প্রশ্ন ঘুরছে," বিড়বিড়িয়ে বলল সে।

"না, একটাই প্রশ্ন। এত ঘটনার পেছনের কারণটা কি?"

বামদিকের ভ্রূ উঁচাল শেইচান। এই মুখভঙ্গির সাথে পূর্বপরিচিত গ্রে, আগেও অনেকবার দেখেছে। "সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, আমাদের ওখান থেকে শুরু করতে হবে," স্মারকস্তম্ভটা দেখিয়ে বলল শেইচান। "এই টেবিলে ল্যাম্পের নিচে রাখো ওটাকে।"

কথামতো কাজ করল গ্রে। ভাঙ্গা টুকরোগুলোকে টেবিলে সাজিয়ে রাখল। ঘরের আলো নিভিয়ে, ল্যাম্পের নিচে রাখতেই গ্রে কালো পাথরের চারদিকে উজ্জ্বল অক্ষরের সারি দেখতে পেল।

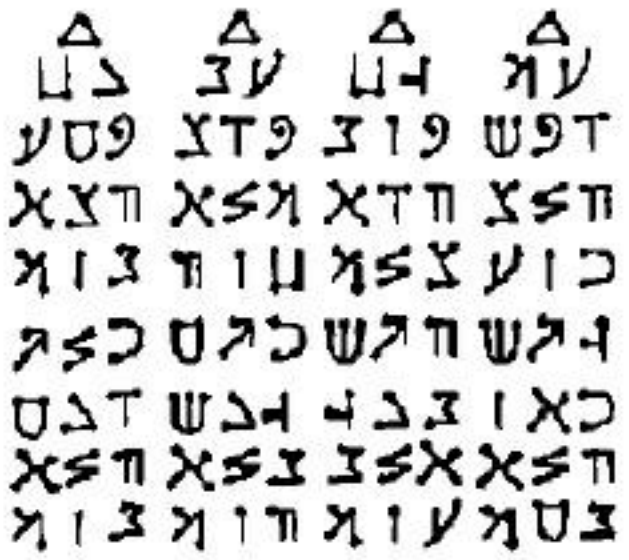

এরকম অক্ষর আগে কখনো দেখেনি সে–না হায়ারোগ্লিফিক্স না অন্য কোনও লেখন রীতিতে। অতিবেগুনি রশ্মিতে শেইচানের চোখের সাদা অংশ জ্বলছে।

"এগুলো ফেরেশতাদের ভাষায় লেখা," শেইচান বলল।

গ্রে ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। ওর ভ্রূ কুচকে উঠল।

"আমি জানি। অবিশ্বাস্য লাগছে, তাই না? এই ভাষার জন্মের সময়, খ্রিস্টধর্ম মাত্র পাখা মেলতে শুরু করেছে। ইহুদিদের স্বর্ণযুগ শেষ হয় নি তখনো। তুমি যদি আরও জানতে চাও-"

"বাদ দাও ওসব। আমি জানতে চাই, এই স্মারকস্তম্ভ পৃথিবীকে রক্ষা করবে বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ!"

পেছন ঘুরে কী যেন ভাবলো শেইচান। আবার ফিরে তাকাল গ্রে'র দিকে। "তোমার সাহায্যের ভীষণ দরকার আমার। আমি এই কাজ একা করতে পারব না।"

"কী একা করতে পারবে না?"

"গিল্ডের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে পারব না। ওরা যা করতে চাইছে..." আবার ওর চোখেমুখে ভয় ফুটে উঠল।

গ্রে'র ভ্রূ কুচকে গেল। শেইচানের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময়, মেয়েটা ডেট্রিকের দুর্গে অ্যানথ্রাক্স ছড়াচ্ছিলো। এরকম বিপদজনক একটা মেয়ে ভয় পাচ্ছে!

"আমি কিন্তু তোমাকে সাহায্য করেছিলাম," সহানুভূতি পাওয়ার জন্য বলল সে।

"দু'জনের শত্রুকে পরাহত করতে," গ্রে বেঁকে বসল। "তোমার নিজের স্বার্থ জড়িত ছিল সেখানে।"

"তোমার কাছ থেকে একই আশা করছি। পরস্পরের শত্রুকে হারানোর জন্য তোমার সাহায্য দরকার। তাছাড়া এবার শুধু আমার একার না, হাজার হাজার মানুষের জীবনও বিপদাপন্ন। বিপদের বীজ বপন করা হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে।"

গ্রে স্মারকস্তম্ভের গায়ের উজ্জ্বল অক্ষরগুলো দেখাল। "এই ধাঁধার মাঝেই লুকিয়ে রাখা আছে গিল্ডকে থামানোর উপায়। আমরা যদি আগেভাগে ধাঁধাটার সমাধান করতে পারি, কিছুটা আশা থাকবে। আমি একা একা যতটুকু পেরেছি, চেষ্টা করেছি। এখন আমার সাহায্যের দরকার, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন মানুষের সাহায্য।"

"তুমি ভাবছো যে, আমরা দু'জন মিলেই এই ধাঁধাটার সমাধান করতে পারব! পুরো সিগমাকেও যদি নিয়ে আসি..."

"তাহলে গিল্ডেরই জয় হবে। সিগমার কেউ একজন তথ্য পাচার করছে। সিগমা যা-ই জানবে, গিল্ডও জেনে যাবে সেটা।"

মেয়েটা ভুল বলেনি। এটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয়।

"তাহলে একাই কাজ করতে বলছ? শুধু আমরা দু'জন?"

"আরও একজন আছে। যদি সে সহযোগিতা করতে রাজি হয়।"

"কে?"

"এসব ব্যাপারে শুধু একজনের ওপরেই ভরসা করা যায়।"

গ্রে জানে ও কার নাম বলতে চাচ্ছে, "ভিগর।"

শেইচান মাথা ঝাঁকাল। "আমি মনসিগনর ভেরোনাকে একটা সূত্র দিয়ে এসেছি, যেন তিনি কাজ শুরু করতে পারেন। এখন শুধু তুমি সাহায্য করলেই, আমরা শুরু করে দিতে পারি।"

"কোত্থেকে শুরু করবে?"

BanglaBook.org

শেইচান আবার মাথা নাড়ল, সবকিছু এখনই জানানো যাবে না।

"এখান থেকে সরে গিয়ে বলব। এখন কিন্তু যাওয়া উচিত, কী বলো? একই জায়গায় বেশিক্ষণ থাকলে, বিপদের সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে।"

স্মারকস্তম্ভের অন্য ভাঙা অংশটাও তুলে নিতে চাইল শেইচান। গ্রে সেটাকে একরকম ছিনিয়েই নিল ওর হাত থেকে। মাথার উপরে তুলে ধরে দেখতে শুরু করল।

"আমার ধারণা, তুমি এই লিপিটা কোথাও টুকে রেখেছ। এমনকি ছবিও তুলে রাখতে পার।"

"সত্যি বললে, অনেকগুলো।"

"ভালো।"

টুকরোটা মেঝেতে ছুড়ে মারলো গ্রে। খন্ড বিখন্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল জিনিসটা। শেইচান অবাক হয়ে গেল। এর ভেতরে যে কিছু থাকতে পারে, তা একদম ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি সে।

"কী করলে এটা?!"

গ্রে নিচু হয়ে ভাঙা টুকরোগুলোর মধ্যে থেকে লুকানো জিনিসটা তুলে নিল। হাতে নিয়ে তন্ময় হয়ে দেখল কিছুক্ষণ।

রূপার ক্রসিফিক্সটা বাড়িয়ে ধরল সে।

জিনিসটা চিনতে পেরে শেইচানের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। কাছে এসে ভালোভাবে দেখে বলল, "হতেই পারে না। কিভাবে খুঁজে পেলে এটা!" এক মুহূর্তে যেন সব ব্যথা ভুলে গিয়েছে ও।

"কী পেয়েছি?"

"ফ্রায়ার এগ্রিয়ারের ক্রুশ। মার্কো পোলো'র স্বীকারোক্তি গ্রহণকারী যাজক।"

"মার্কো পোলো?"

ধাঁধা মেশানো হযবরল আলাপে বিরক্ত হলো গ্রে, "শেইচান, দয়া করে আমাকে খুলে বলো তো।"

দ্রুত গায়ে জ্যাকেট চড়াল শেইচান। "আমার এক্ষুণি এখান থেকে বের হতে হবে।"

বেরোবার চেষ্টা করতেই গ্রে বাঁধা দিয়ে দাঁড়াল।

শেইচানের চোখে কাঠিন্যের ছাপ ফুটে উঠল, "গ্রে, তুমি কী করবে, তুমিই ঠিক করো। আমার হাতে এত সময় নেই।' ওকে সরিয়ে দিয়ে নিজের রাস্তা করে নিল মেয়েটা।

গ্রে ওর হাত ধরে ফেলল। "আমি যে তোমাকে সিগমায় ধরিয়ে দেবো না, তার কী যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে?"

হাত মুচড়িয়ে মুক্ত হলো সে। রাগের চোটে রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে ওর মুখ।

"কারণটা তোমার ভালো করেই জানা, গ্রে! আমাকে ধরতে পারলে, সাথে সাথে মেরে ফেলবে গিল্ড। আর তোমার সরকার ধরে ফেললে, সারাজীবনের জন্য জেল

BanglaBook.org